SAHITYA-KUSUM.

PARTS I & II.

(PROSE & POETRY)

BY

SARAT CHANDRA MITRA.

Superintendent and late Asstt. Headmaster

Calcutta Academy.

&

Translator of Sir Walter Scott's 'Kenilworth',

'Quentin Durward' &c. &c.

সাহিত্য-কুসুম।

১ম ও ২য় খণ্ড।

(গদ্য ও পদ্য)

কলিকাতা একাডেমির তত্ত্বাবধায়ক ও ভূতপূর্ব্ব সহকারী প্রধান শিক্ষক

এবং

সার্ ওয়াল্টার স্কট-প্রণীত "কেনিল ওয়ার্থ", "কুইণ্টিন্ ডারওয়ার্ড"

প্রভৃতি পুস্তকের অনুবাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত।

১৯১১ খৃঃ অব্দ

কলিকাতা

১২ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে মেসার্স এস, সি, আঢ্য কোম্পানি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও উক্ত পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মূল্য ৸০ আনা।

উৎসর্গ।

ভারতমাতার রত্নকল্প সুসন্তান

অশেষগুণগৌরবান্বিত নিখিল-বিদ্বদ্‌গণ-শিরোভূষণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-মন্দির-দেব-প্রতিম

সহৃদয়

সর্ব্বজনপূজ্য ছাত্রগণবৎসল

প্রাতঃস্মরণীয়

মাননীয় হাইকোর্টের বিচারপতি

ও

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যানসেলার

মহাত্মা

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী,

এম, এ; ডি, এল; নাইট মহাশয়ের

পবিত্র চরণাম্বুজে

আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ

এই

সাহিত্য-কুসুম

সাদরে ও সসম্মানে

অর্পিত হইল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র।

অবতরণিকা।

শিক্ষা-বিভাগের মাননীয় শ্রীযুক্ত ডিরেক্টর মহোদয়ের নব প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রদান-পদ্ধতির ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানানুসারে গদ্য ও পদ্যসম্বলিত এই "সাহিত্য-কুসুম" ১ম ও ২য় খণ্ডে প্রণীত হইল। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত "সীতার বনবাসের" ৭ম অধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক অনূদিত রামায়ণ ও ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত মহাভারতের কয়েকটী অধ্যায় ব্যতীত বঙ্গভাষায় লিখিত অপর কোন পুস্তকের উদ্ধৃতাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই।

গদ্যলিখিত সুনীতিগর্ভ ও অন্যান্য প্রবন্ধগুলি ইংরাজী সাহিত্যে খ্যাতনামা লেখকগণের মূল ইংরাজী প্রবন্ধ ও "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" শীর্ষক প্রবন্ধটী পদ্মপুরাণ অবলম্বনে মৎ কর্ত্তৃক লিখিত এবং পদ্যাংশগুলিও স্বনামখ্যাত ইংলণ্ডীয় কবি-লেখনা-প্রসূত বহু প্রাক্তন ও সমাদৃত পদ্যাবলীর মৎ কৃত অনুবাদ।

"গোল্ডস্মিথ" বিরচিত "ট্র্যাভলার" ও "ডেসারটেড্ ভিলেজ"; "টমাস গ্রে" লিখিত "এলিজি", "পারনেল" লিখিত "হারমিট", "কাউপার" লিখিত "অন রিসিপ্ট অফ্ মাই মাদার্স পিক্চার" প্রভৃতি পদ্যগুলি ইংলণ্ডীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের উজ্জ্বল অমূল্য রত্ন এবং সাহিত্যসেবী কাব্যামোদী ও শিক্ষার্থী ছাত্রগণের আদরের বস্তু ও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ এবং নিত্যনূতনরূপে সাধারণতঃ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণী হইতে চতুর্থ বার্ষিক (বি, এ; ক্লাস) পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং এই চির প্রসিদ্ধ ও বংশপরম্পরাধীত অমূল্য কবিতাগুলির বঙ্গীয় পরিচ্ছদে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে গৃহীত হইতে

পারে; বিশেষতঃ ইংরাজীভাষানভিজ্ঞের কৌতূহলতৃপ্তি ও শিক্ষার্থী ছাত্রগণেরও ইংরাজী মূল কবিতার বোধসৌকর্য্যসাধনে সহায়ীভূত হইয়া অর্থ পুস্তকের ন্যায় কার্য্যকারী হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর বিধানে বঙ্গানুবাদে ছাত্রগণের বিশিষ্ট পরিমাণে ব্যুৎপত্তি লাভও আবশ্যক; সে উদ্দেশ্যও এই পুস্তক পাঠে অনেকাংশে সংসাধিত হইবে। ঐরূপ আরও কতকগুলি কবিতার অনুবাদ সংযোজিত করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও পুস্তকের কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় নিবৃত্ত রহিলাম।

"কলিকাতা একাডেমি"র সেক্রেটারি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও সুযোগ্য হেড মাষ্টার পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়নে প্রণোদিত করিয়া আমাকে অনির্ম্মোচ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের এই হিতৈষণার জন্য আন্তরিক ভক্তিসম্বলিত ধন্যবাদসহকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পরিশেষে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণ এবং বিদ্যানুরাগী ছাত্র-বৃন্দের নিকট সানুনয় নিবেদন ও অনুরোধ তাঁহারা তাঁহাদের বঙ্গীয় সাজীতে সযত্নচয়িত 'সাহিত্য-কুসুম" আঘ্রাণ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিলে সকল শ্রম ও উদ্যম সার্থক জ্ঞান করিব।

৬২ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট
বহুবাজার, কলিকাতা
১৯১১ খৃঃ অব্দ

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র।

সূচীপত্র।

প্রথম ভাগ।

গদ্য।

পদ্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

গদ্য।

পদ্য।

সাহিত্য-কুসুম।

প্রথম ভাগ।

গদ্য।

বিশ্বরাজ্যে ঈশ্বর দর্শন।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিকর্ত্তার অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিকৌশল সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। ভূতল হইতে অনন্তপ্রসারিত নীল নভস্থলে দৃষ্টিপাত কর, এই যে প্রবলবাত্যাবিক্ষোভিত উর্ম্মিসমাকুল মহাসমুদ্র, অবিশ্রান্ত আবর্ত্তনশীল অগণিত গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কবিরাজিত, অনন্ত সৌর জগত এ কাহার সৃজিত? কাহার প্রভাবে এই বিপুল বিশ্ব বৃত্তাভাস পথে সূর্য্যের চারিদিকে নিরন্তর ঘূর্ণ্যমান হইয়া দিন-মাস-বৎসর প্রভৃতি কালপরিমাণ নির্দ্দেশ করিতেছে? কাহার করুণায় ক্ষেত্রভূমি কর্ষণোপযোগী হইয়া বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ফল-ফুল শস্য-সম্পত্তি উৎপাদন করিতেছে?

আমাদের আজীব ও নানাকার্য্য-সৌকর্য্যার্থ একই মৃত্তিকা নানারূপে রূপান্তরিত হইয়া কত রমণীয় সুদৃশ্য পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে। এই মৃত্তিকা হইতেই অঙ্কুরোৎপত্তি এবং এই অঙ্কুরই কালক্রমে শাখা-পল্লব-ফল-ফুলে দৃশ্যমনোরম উদ্ভিদাকারে পরিণত এবং প্রতি বৎসর বসন্তে নবকলেবর ধারণ করিয়া অজস্র পরিমাণে ফল ফুলে মানবের নেত্র-বিলাস ও জীবিকা প্রদান করিয়া থাকে।

ভূপৃষ্ঠের বৈষম্য প্রাকৃতিক শোভা-বৈচিত্র্য ও উপকারিতা বৃদ্ধি করে। বিধাতৃবিধানে পার্ব্বত্যপ্রদেশ সমুন্নত ও উপত্যকা নিম্নতলে অবস্থিত। উপত্যকা ভূমে গবাদি পশুচারণ জন্য প্রচুর তৃণ জন্মে; সমতল ক্ষেত্রে নয়নাভিরাম শ্যামল শস্যশীর্ষ বায়ু-হিল্লোলে সহর্ষে আন্দোলিত হয়। অত্যুন্নত অধিত্যকা দ্রাক্ষালতা ও নানাবিধ ফলবান ও পুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত হইয়া যেন প্রকৃতির নাট্যমঞ্চের শোভা ধারণ করে। হিমানী-মণ্ডিত শৈলশিখর অভ্রভেদী শিরে দণ্ডায়মান। নির্ঝরিণী কলনাদে শেখরের শ্যাম অঙ্গে মেখলার ন্যায় রজত ধারায় প্রবহমানা। ইহাই পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রাকৃতিক-দৃশ্য-শোভা। এ শোভার অনুষ্ঠাতা কে?

নিসর্গজাত তাবৎ দ্রব্যই স্বভাবজ রাসায়নিক ক্রিয়ায় স্বতঃ বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুনর্ব্বার ধরিত্রীবক্ষে সন্নিবিষ্ট হয় এবং অভিনব আকারে সৃষ্টি-রহস্য প্রকাশ করিয়া থাকে। এই কবিকল্পনা ও বিজ্ঞান-প্রতিভা-বিজৃম্ভিত দুরবগম্য রহস্য আবহমান কাল সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছে। জগতে অণুমাত্রেরও ধ্বংস নাই তবে রূপান্তর মাত্র; উপ্তবীজ সহস্রধা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুরম্য সৌধনির্ম্মাণার্থ নানাবর্ণের সুদৃশ্য প্রস্তর খণ্ড এই ধরণীর বক্ষঃলব্ধ এবং ইহাও মৃত্তিকার বিকার। ভূগর্ভস্থ আকরজাত ধাতুনিচয় কত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়।

বিশালকাণ্ড বনস্পতিশোভিত নিবিড় অরণ্যানীর বিষয় পর্য্যালোচনা

করিয়া দেখ। এই সকল অসংখ্য প্রকার বৃক্ষ ভূপৃষ্ঠে মূল নিবদ্ধ করিয়া কভ ভীম ঝঞ্ঝাবাতে অব্যাহতভাবে সদর্পে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ভূপৃষ্ঠ-নিহিত মূলদ্বারা মৃত্তিকাশোষিত রসে পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত, দৃঢ়ত্বকে আবৃত ও নানা ফল ফুলে নিরন্তর শোভমান। মানব বুদ্ধি ও শিল্প-প্রতিভা-বলে বৃক্ষকাণ্ড হইতে নানাবিধ দ্রব্যজাত প্রস্তুত করিয়া থাকে।

জল প্রাণিজগতের জীবন। ইহা তরল ও স্বচ্ছ এবং প্রাণিদেহ-সঞ্চালিত শোণিতের ন্যায় জগতের সর্ব্বত্রই সঞ্চালিত হইয়া পানীয়রূপে জীবমণ্ডলীর জীবন রক্ষা করিতেছে। যদি এই জীব ও উদ্ভিজ্জীবন সলিল উদ্বায়ু পদার্থের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যাইত তাহা হইলে এই শোভাময়ী তরুলতাভূষণা হাস্যময়ী বসুন্ধরা অনুর্ব্বর উত্তপ্ত ও সুকঠিন মারব ক্ষেত্রে পরিণত হইত। কে এই সলিলেব তরলতা সম্পাদন ও ইহাকে স্থিতিশীল করিয়াছেন? অপ্রমেয় বারিরাশি আতপ-তাপে বাষ্পাকারে উত্থিত ও বায়ুস্তরে সঞ্চিত হইয়া অমানিশার ন্যায় নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘরূপে ঘনীভূত ও পুনর্ব্বার বৃষ্টির আকারে বর্ষণে ধরণীতল "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা" করিতেছে। যদিও অনন্তপ্রসারী মহাকালের ন্যায় মহার্ণব-ব্যবধানে দেশ মহাদেশের সমধিক দূরতা ও পার্থক্য তথাপি সমুদ্রবক্ষঃসঞ্চারী জলযান-উদ্ভাবনে উভয় গোলার্দ্ধের কতদূর সান্নিধ্য সাধন হইয়াছে—মানবের এই উদ্ভাবনী শক্তির মূল নিয়ন্তা কে?

ভূগোলকের এক ভাগ স্থল ও তিন ভাগ জল হইলেও যখন চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণে উদ্বেলমহোর্ম্মির বিপুলসলিলোচ্ছ্বাসে বেলাভূমি প্লাবিত হয় তখন এই ভূমণ্ডল ঐ সলিল-গর্ভে নিমগ্ন হয় না কেন? কাহার মহীয়সী শক্তিবলে সাগরের সেই তরঙ্গায়িত উদ্দাম উচ্ছ্বাস পুনর্ব্বার প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আধারে প্রত্যাবৃত্ত হয়? কাহার মহিমায় অত্যধিক আতিশয্য ও স্বল্পতম ন্যূনতার সামঞ্জস্য বা নিবারণ হয়? কাহার

অভ্রান্ত ও অব্যাহত অঙ্গুলিপ্রয়োগে মহাসমুদ্র অনন্তকাল সচেষ্ট হইয়াও আপন নির্দ্দিষ্ট সীমাতিক্রমে সক্ষম নহে?

কে এই অগাধ সলিলগর্ভে নক্রমীনকুম্ভীরাদি ভীমকায় জলজন্তু হইতে মহাকায় অদ্রিতলে, কাননে, কান্তারে, কন্দরে সিংহশার্দ্দূলহস্ত্যশ্বও কীটাণু-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজীবে সমস্নেহে পানাহারদানে পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন? কাহার মহিমায় জননীর গর্ভস্থিত ভ্রূণের ভূমিষ্ট মাত্র আহার্য্য বিধানোদ্দেশে জননীর স্তনে ক্ষীরধারা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে?

সেই সর্ব্বশক্তিমান, বিপুলব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী, পরম কারুণিক, অশেষমঙ্গলনিদান, পরম পিতা, পরমেশ্বর এ সকলের বিধান-কর্ত্তা; সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সমগ্র মানবজাতি ঐকান্তিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাসহকারে তাঁহার উদ্দেশে কায়মনোবাক্যে ধ্যান অর্চ্চনা ও প্রার্থনা করিয়া থাকে। তিনি সর্ব্বজীবে নিরন্তর সমভাবে কৃপাশীল ও মুক্তহস্তে স্বর্গীয় ও পার্থিব উভয় সুখই প্রদান করিয়া থাকেন।

এ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই মায়ারাজ্য। তাবৎ পদার্থই তাঁহার মায়ারপ্রতি-রূপ মাত্র; প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় তেজ প্রতিবিম্বিত, স্নিগ্ধজ্যোতিঃ সুধাকরের অমল-কৌমুদী-বিভাসিত-শারদীয়-গগনে তাঁহার স্নিগ্ধ সৌম্যকান্তি প্রভাসিত; বাসন্তী উষায় প্রস্ফুটিত প্রফুল্ল শতদলে তাঁহার হাস্যরেখা বিভাসিত; বিশ্বজাত সকল পদার্থেই তাঁহার স্বরূপ বিদ্যমান। মানব তাঁহার মায়াবলে নিতান্ত ভ্রান্ত, মুগ্ধ ও মোহাচ্ছন্ন। তাঁহার অনুকম্পায় জ্ঞাননেত্র-উন্মীলনে তাঁহার মায়ারহস্যোদ্ভেদে তাঁহার স্বরূপ, সন্নিধি ও সত্তা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধ হইয়া থাকে।

গ্রাম্য সুখ।

ফল ফুল ও শস্যোৎপাদনোদ্দেশ্যে ক্ষেত্রভূমিকর্ষণ ও উদ্যানরক্ষণ কৃষিজীবিগণের স্বাধীন ও স্বাস্থ্যজনকরূপে জীবিকার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পথ এবং তাহাদের শ্রমশীলতা ও সহিষ্ণুতা সহস্রগুণে পুরস্কৃত হইয়া থাকে।

অধিকাংশ বৃত্তিসঞ্চালনে মানবগণ গৃহাভ্যন্তরে রুদ্ধ বায়ুমধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা গ্রাম্যজীবিকানির্ব্বাহে রত তাহারা স্বভাবের ক্রোড়ে অনাবৃত স্থানে নির্ম্মল স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবন এবং প্রকৃতির শান্তিময়ী দৃশ্যাবলিপরিবৃত হইয়া শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ সাচ্ছন্দ্য-লাভ করে।

উজ্জ্বল-ভানু-বিভাসিত দিগন্তব্যাপী সুনীল নভোমণ্ডল তাহার বিস্তৃত চন্দ্রাতপ ও বিচিত্র কুসুমাস্তীর্ণ শ্যামল শষ্পক্ষেত্র তাহার সুকোমল আসন। প্রকৃতি-অঙ্ক-পালিত স্বভাব-সৌন্দর্য্য-প্রিয় গ্রাম্যজনের পক্ষে নির্ম্মল প্রশান্ত স্বভাবদর্শন অপেক্ষা বিমল ও রমণীয় সুখ আর কি হইতে পারে?

মধুর প্রভাতে পুনর্ব্বার রমণীয় সৃষ্টিসৌন্দর্য্য তাহার নয়নে অভিনব শোভায় বিকশিত হয়; বিচিত্র সুরস ও সুগন্ধফলপুষ্পশোভিত মনোহর উদ্যান, সুদূরব্যাপী হরিৎবর্ণ প্রান্তর ও ক্ষেত্রভূমি, উদীয়মান বালার্কের লোহিত কিরণছটা, শুভ্রোজ্জ্বল হীরকখণ্ডবৎ-শিশির-বিন্দু-নিষিক্ত শাদ্বল তৃণপত্র, বিহঙ্গ-কূজনিত সুরভি-পূরিত প্রভাত পবন, প্রত্যেক প্রাভাতিক স্বভাবদৃশ্যেই স্রষ্টার সৌম্যমূর্ত্তি ও প্রশান্ত হাস্যছটা বিভাসিত। এ সকল হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যে কি মানবের চিত্ত পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম হর্ষ ও কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইবে না? ঊর্দ্ধে সুবর্ণকান্তি জলদপুঞ্জ-প্রভালঙ্কৃত নীলিম গগন, নিম্নে বৃক্ষলতা-ভূধর-নির্ঝর-কানন-কান্তার-শোভিত

ধরাতলে যে দিকে দৃষ্টিপাত কর সেই দিকেই মধুর সুন্দর উজ্জ্বল স্বভাব-চিত্র—সরল, প্রশান্ত, বিমল সুখের অনন্ত প্রস্রবণ।

যখন বসন্তে নাতিশীতোষ্ণ মলয় পবন প্রবাহিত হইয়া মধুমাসে মধু-শোভায় শীতক্লেশ অপগত হয় তখন ঈশ্বরের স্বরূপচিন্তায় নিযুক্ত হও; যখন শরদাগমে বৃক্ষশাখা ফলভরে নতশীর্ষ হয় তখন তাঁহার অপার করুণা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হও। তিনিই এই বর্ষচক্রনেমির নিয়ন্তা। তিনিই সর্ব্বমঙ্গলনিদান। তিনিই তোমার ক্ষেত্রভূমির উর্ব্বরতাসাধন জন্য বিমানসঞ্চারী মেঘমালা হইতে অজস্র ধারে অমৃতধারা বর্ষণ করেন। অরণ্য, তটিনী, উপত্যকা, গিরি, গগন সকলই তাঁহার অনন্ত মহিমার পরিচায়ক।

সেই নিখিল-চরাচর-হিত-সাধক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কায়মনো-বাক্যে ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে ধন্যবাদ দাও। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার স্তুতি ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর; প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রত্যেক প্রাকৃতিক দৃশ্যে, প্রত্যেক ক্রিয়াসম্পাদনে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইবে। তাঁহার করুণায় তোমার উদ্যান চিরবসন্তে ও শস্যভাণ্ডার শস্যসম্পত্তিতে এবং তোমার হৃদয় চিরহর্ষে পূর্ণ হইবে।

ভারতে ইংরাজ শাসন।

ইংরাজ ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম রাজশক্তিবলে ভারতবাসী নানা-জাতীয় নানাশ্রেণীস্থ ও নানাধর্ম্মাবলম্বী প্রজামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় ও সমগ্র ভারতভূমির একচ্ছত্রী সম্রাট। ইংরাজের জাতিধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সমগ্র

ভারতে শমতানিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্রের অমল যশোভাতি ভারতীয় ইতিহাসে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইংরাজের সুশাসনপ্রভাবে ভারতের সর্ব্বত্রই চিরশান্তি বিরাজিত। এই শান্তিস্থাপনই সুদৃঢ় শাসনতন্ত্রের অন্যতম ফল এবং দৃঢ়শাসনই সাম্রাজ্য-সংস্থাপনসূচক পূর্ব্বাভাষ মাত্র। ভারতে ইংরাজ রাজশক্তির ন্যায় এরূপ সুদৃঢ় ভিত্তিমূলক কোন রাজশক্তিই ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যসংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হয় নাই, সুতরাং কস্মিনকালে এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন ও সার্ব্বভৌমিক শান্তি ও সাম্যসুখ উপভোগ ভারতের ভাগ্যে সংঘটিত হয় নাই।

প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্ত ও রাজন্যবর্গের প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জ্জাতীয় বিপক্ষতা-রাষ্ট্রবিপ্লব-যুদ্ধ-বিগ্রহজনিত নিরন্তর অজস্র শোণিতপাতে ভারত-বক্ষঃ এক কালে বিধ্বস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা-গণ উত্তরাধিকার লাভার্থ নিরন্তর বিদ্রোহ উত্থাপন পূর্ব্বক দেশের শান্তিভঙ্গ করিতেন ; কিন্তু এক্ষণে ইংরাজের সুশাসনমাহাত্ম্যে সে সকল রাষ্ট্রবিপ্লবা-ত্মক বিশৃঙ্খলতা এক্ষণে অতীতের বিস্মৃতিগর্ভে নিমগ্ন।

ইংরাজের রাজশক্তি সমগ্র জগতে এরূপ সম্মানিত ও সার্ব্বজনিক ভীতিপ্রদ যে মামুদ মহম্মদঘোরী তৈমুর নাদির প্রভৃতির ন্যায় দস্যুপ্রকৃতি লুণ্ঠক বর্ব্বর আততায়ী বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও উৎপীড়নের কোনরূপ আশঙ্কা বা সম্ভাবনামাত্র নাই। সমাজের ঘৃণ্য ইতর দস্যু তস্করের আক্র-মণ হইতে আমাদের জীবন ও সম্পত্তি নিঃশঙ্ক ভাবে ও নির্ব্বিঘ্নে সুরক্ষিত হইতেছে। ঠগ, পিণ্ডারী, বর্গী প্রভৃতি নিরীহ-নিগ্রহকারী নরঘাতক দস্যুতস্করসম্প্রদায় এককালীন অন্তর্হিত হইয়াছে এবং তাহাদের বংশা-বলিগণ এক্ষণে শান্তভাবে স্ব স্ব শ্রমলব্ধ উপার্জ্জনে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। যে সকল উচ্ছৃঙ্খল দুর্দ্ধর্ষ জাতি তাহাদের পৃষ্ঠপোষক রূপে দলপুষ্টি করিয়া হিংস্র শ্বাপদ অপেক্ষাও মানব সমাজের ক্লেশোৎপাদন

করিত তাহারা এক্ষণে ইংরাজ শাসনে পূর্ব্বাপেক্ষা সভ্য শিক্ষিত ও শান্ত-ভাবে শ্রমজীবী বা কৃষিজীবীরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

এবম্বিধ শান্তি স্থাপনে ভারতীয় বাণিজ্যের প্রসার ও শ্রমশীলতার বিশিষ্ট পরিমাণে উন্নতি সাধন হইয়াছে। যদিও ভারতীয় পণ্য ইয়ুরোপীয় কলনির্ম্মিত সুলভ পণ্যের প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত তথাপি ভারতে ইংরাজের মূলধন ও ইংরাজের অধ্যবসায়ে ভারতীয় অব্যবহৃত নানা বিষয়ের উপযোগিতায় সে ক্ষতি অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছে। তুলা, পাট, চা, মৃদঙ্গার ও শ্রমলব্ধ নানাবিষয়িণী উন্নতি এই ইংরাজ জাতির অনুকম্পায় প্রভূত পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছে। ইহাতে যে ধনীই লাভবান হইতেছেন তাহা নহে, দেশের অসংখ্য নিঃস্ব ব্যক্তির উদরান্ন-সংস্থানের প্রশস্ত পথ নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

বাণিজ্যের বিস্তৃতি ও দ্রব্যাদির নির্ম্মাণপ্রণালী ইংরাজদিগের আনুকূল্যে নানা দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ-সংস্থাপনে স্বল্পায়াসসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ভূতলে লৌহবর্ত্মের বিপুল বিস্তার, শূন্যমার্গে তাড়িতবার্ত্তা-বহ, নদীবক্ষে অসংখ্য বাষ্পীয় যান, ডাক বিভাগের সুলভ সৌকর্য্যে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে স্বল্পকাল মধ্যে ও স্বল্প ব্যয়ে যথেচ্ছ গমনাগমন ও বহু দূরবর্ত্তী প্রবাসী আত্মীয় স্বজনের সহিত সংবাদ আদান প্রদান অতি সহজসাধ্য হইয়াছে। ইংরাজ অকাতরে বিপুল ব্যয়ে বিস্তৃত রাজপথ নির্ম্মাণ ও নানাস্থানে পূর্ত্তকার্য্য-মাহাত্ম্যে কৃত্রিম সরিৎ খনন করাইয়া ভারতের নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য স্থান সকল সহজগম্য করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ বিধানে যে কেবল মাত্র ভারত সাম্রাজ্যের কোন দূরবর্ত্তী স্থানে সহজেই বিদ্রোহ দমন হইতে পারে তাহা নহে, কোন স্থান দুর্ভিক্ষ বা অন্য-বিধ আধিদৈবিক পীড়নে প্রপীড়িত হইলে স্বল্পকাল মধ্যে অবলীলাক্রমে তাহার প্রতীকার সাধন হইয়া থাকে। সাম্রাজ্য-সংগঠনে ভারতীয় নানা

বিভিন্ন জাতি যেন এক জাতীয়ত্বে সমাবিষ্ট হইয়াছে। অগ্নিশিখাবৎ তেজস্বী পাঠান, সাহসিক মোগল, বীর্য্যবান রাজপুত, ক্লেশসহিষ্ণু ও বুদ্ধিজীবী মহারাট্টা, সংগ্রামকুশল শিখ, অধ্যবসায়সম্পন্ন পার্শি, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি বাঙ্গালী পরস্পর সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃবন্ধুভাবে ও প্রতি-বেশীর ন্যায় পরস্পর সম্ভাষণ ও আলাপ করিয়া থাকে; সকলেই শান্তি-ময় সাম্রাজ্যে একই রাজাধিরাজ ইংরাজের তুল্যাংশে প্রজাস্বত্ব-ভোগী প্রজা।

ইংরাজ প্রজাবর্গের স্বাস্থ্যসুখবর্দ্ধনে কেমন যত্নশীল। অধিকাংশ প্রধান নগরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের কল নির্ম্মিত হইয়াছে। দূষিত জল নিঃসরণ, মলাপসারণ, রাজপথাদি স্থানের পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণে ও গ্রাম নগরাদির সৌষ্ঠব সাধনে কেমন সুবন্দোবস্ত। ব্যাধি ও আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে সাধারণের মুক্তিলাভার্থ চিকিৎসা বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর পাশ্চাত্যচিকিৎসাশাস্ত্রব্যুৎপন্ন কত চিকিৎসক বাহির হইতেছেন। চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনে অক্ষম ব্যাধিক্লিষ্ট দরিদ্রের জন্য চিকিৎসালয় ও দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত। কোন স্থানে সংক্রামক ব্যাধি অথবা মহামারী উপস্থিত হইলে ইংরাজ তৎপ্রতিবিধানে কত তৎপর সযত্ন ও উদ্যমশীল।

ইংরাজের অনুগ্রহে ইংরাজী ভাষাশিক্ষার বিস্তারে ভারতবাসী পাশ্চাত্য ভূয়সী উন্নতি লাভ করিতেছে। ইংরাজী ভাষার উত্তরসাধক-তায় ইয়ুরোপ ও আমেরিকার জ্ঞানভাণ্ডার দেশীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের অশেষ প্রকারে পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে। ইংরাজী ভাষা সাধারণ রাজভাষা রূপে ভারতীয় বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক আয়ত্তীকৃত হওয়ায় সকল জাতিই অবাধে পরস্পর মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেছে।

ইংরাজ যেমন অধুনাতন সাহিত্যবিজ্ঞানাদিশিক্ষার উৎসাহদাতা

সেইরূপ ভারতীয় প্রাচীন মৃত ভাষার পুনরুজ্জীবনে নিতান্ত আগ্রহশীল। "এশিয়াটিক সোসাইটি"র গবেষণায় কত অমূল্য প্রাক্তন জ্ঞানভাণ্ডার প্রাচীন গ্রন্থাদির আবিষ্কার হইতেছে নতুবা উহারা চিরকাল ভ্রান্তিসাগরে মগ্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইত।

মুদ্রন যন্ত্রের প্রচলনে নিতান্ত দীন দরিদ্রও স্বল্প মূল্যে নানাবিধ পুস্তক ও সংবাদ পত্র পাঠ ও তৎসাহায্যে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প বাণিজ্য,কৃষিবিষয়ক আন্দোলন ও দৈনন্দিন কত নূতন নূতন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে ও নানা বিষয়ক অভাব অভিযোগ রাজদ্বারে প্রতিবিধান কামনায় নিবেদন করিয়া সফলকাম হইতেছে।

বিশাল ভারত সাম্রাজ্য কতিপয় বিভাগে বিভক্ত; এবং উপযোগিতানুসারে এই বিভাগবিন্যস্ত প্রদেশগুলি গভর্ণর, লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর ও চিফ্ কমিশনরাভিধেয় স্থানীয় শাসনকর্ত্তার শাসনাধীন; যথা—বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি ইংলণ্ড-প্রেরিত গভর্ণরের শাসনাধীনে রক্ষিত; বঙ্গদেশ, যুক্তপ্রদেশ, (১) পঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ,পূর্ব্ববঙ্গ,আসাম রাজপ্রতিনিধি (২) কর্তৃক মনোনীত লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরের শাসনাধীন; মধ্যপ্রদেশ (৩) কুর্গ, আজমীর, ইংরাজাধিকারভুক্ত বেলুচিস্তান, আণ্ডামান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত (৪) প্রদেশ রাজপ্রতিনিধি-নিয়োজিত চিফ্ কমিশনরের শাসনাধীন। বক্ষ্যমান প্রাদেশিক (৫) শাসনকর্ত্তাগণ ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন; ভারত গবর্ণমেণ্টের সভাপতি "ভাইসরয়" বা রাজপ্রতিনিধি পাঁচ বৎসর কাল মাত্র ভারতশাসন জন্য ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রেরিত হইয়া থাকেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট সকৌন্সিল (সদস্ত সম্মিলিত) সেক্রেটরি-অফ্-ষ্টেটস্ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সেক্রেটরি-অফ্ ষ্টেটস্

---

(১) United Provinces. (২) Viceroy. (৩) Central Provinces.
(৪) Frontier. (৫) Provincial.

ইংরাজ রাজ্যের একজন অন্যতম সদস্য এবং তাঁহার কার্য্যপরম্পরা জন্য তিনি পার্লামেণ্ট মহাসভার নিকট দায়ী; সুতরাং ভারতীয় শাসনবিধি ইংলণ্ডীয় শাসনবিধির অংশভুক্ত।

রাজপ্রতিনিধি ও তাঁহার মন্ত্রীসভা লইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট সংগঠিত। রাজস্ব, সমর, ব্যবহারবিধি প্রভৃতি বিভাগীয় অধ্যক্ষগণ এই মন্ত্রীসভার সদস্য। এতদ্ভিন্ন নূতন রাজবিধির অনুষ্ঠান বা প্রচলিত পুরাতন রাজ-বিধির সংস্কারার্থ ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ কিম্বা ভারতীয় ও ইয়ুরোপীয় সমাজের প্রতিনিধিরূপে অবৈতনিক স্বাধীন বৃত্তিভোগী সুযোগ্য ব্যক্তিগণ এই সভার অতিরিক্ত সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

প্রাদেশিক বিষয়ের মীমাংসার জন্য উভয় প্রেসিডেন্সি ও পাঁচটী স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইয়া থাকে কিন্তু এই ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ব্যবহারবিধি সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ।

প্রত্যেক প্রদেশ কতিপয় জেলায় (১) বিভক্ত এবং এক একজন মাজি-ষ্ট্রেট কলেক্টরের শাসনাধীন। ইহার হস্তে জেলার রাজস্ব সংগ্রহ ও ফৌজদারী বিচারভার, শান্তিরক্ষা, পুলিশ, সাধারণের হিতকর কার্য্য, মিউনিসিপালিটী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরিচালন ও তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত। ইহার সাহায্যার্থ যুক্ত (২) ও সহকারী (৩) মাজিষ্ট্রেট হইতে গ্রাম্য চৌকীদার পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীস্থ নিম্নতন কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত আছেন। কতকগুলি জেলার সমষ্টিকে এক একটী ডিভিজন (৪) বলে এবং প্রত্যেক ডিভিজান জনৈক কমিশনরের অধীন। কোন কোন প্রদেশ আবার ডেপুটী কমিশনরের শাসনাধীন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক জেলায় ডিষ্ট্রীক্ট জজ নামে আর একজন বিচারক আছেন। ডিষ্ট্রীক্ট জজ ও মাজিষ্ট্রেট-

(১) District. (২) Joint. (৩) Assistant. (৪) Division.

কলেক্টরগণ বিচারকার্য্য সম্বন্ধে মহামান্য হাইকোর্টের অধীন। ইংলণ্ডের প্রিভিকাউন্সিল সকল বিচারের চরম চূড়ান্ত ও শেষ মীমাংসার স্থল। সিভিল (১) আফিসের উচ্চ শ্রেণীর পদ সকলে সিভিল-সারভিস্ নামক প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সুযোগ্য ব্যক্তিদিগকে নিয়োজিত করা হইয়া থাকে।

বহু শতাব্দীর অনন্ত-ক্লেশ-পরম্পরা, বিপুল-রক্ত-স্রোত ও অদৃষ্ট-চক্রের নানারূপ আবর্ত্তন সহিয়া অবশেষে ভারতবাসিগণের ভাগ্য পরম কারুণিক জগদীশ্বরের অপার কৃপায় জগতের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, জ্ঞানেব উজ্জ্বল বিভায় আলোকিত, রাজশক্তির শীর্ষতম সোপানে উন্নীত, প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ জাতির সহিত সম্বদ্ধ হইয়াছে। ইংরাজের প্রজাস্বত্ব (২) অমূল্য। শান্তি ও উন্নতিলাভে আমরা কৃতকার্য্য। ইংরাজ তথাপি ভারতবাসীকে আশাপূর্ণহৃদয়ে ভবিষ্য-উন্নতি-লক্ষ্যে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য নিরন্তর উৎসাহিত করিতেছেন। আমরা এই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব জন্য আন্তরিক প্রার্থনা ব্যতীত অন্যবিধ উপায়ে ভারতবর্ষের প্রতি আমাদের দেশভক্তি প্রদর্শন করিতে পারি না এবং যাহাতে আমাদের প্রার্থনা শ্রুত হইতে পারে তজ্জন্য আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া স্বদেশবাসীর প্রতি, আমাদিগের সুশাসকদিগের প্রতি ও সেই পরম পিতা সর্ব্বমঙ্গল-মূলীভূত পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রদর্শন করা উচিত।

---

(১) Civil. (২) Rights of tenants.

শ্রম ও অধ্যবসায়।

আত্মনির্ভরতা, সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার সহিত কার্য্যানুষ্ঠানে আমাদের শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায় স্বতই উদ্দীপিত হইয়া থাকে। আমরা যে কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করি না কেন আমাদের সর্ব্বশক্তিপ্রয়োগে উহা সম্পাদন করিতে যত্নবান হওয়া সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য।

শ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত মিতব্যয়িতার সংযোগে আমরা উন্নত পদ মর্য্যাদা ও ধনোপার্জ্জনে প্রচুর পরিমাণে সফলতা লাভ করিতে পারি, যদিও ধনলিপ্সা ও উচ্চ পদাকাঙ্ক্ষা নির্ব্বোধের কামনা, কারণ এই উভয়বিধ বাসনা আমাদের হৃদয় স্বার্থপরতায় পূর্ণ ও অশান্তির আকরে পরিণত করিয়া থাকে; বিশেষতঃ যখন ধনলিপ্সা স্বভাবতই উত্তরোত্তর বর্দ্ধনোন্মুখী কখন প্রশমিত হইবার নহে; তবে সৎকার্য্যে ব্যয়, স্বকীয় স্বাধীনতা রক্ষা, আমাদের ভাগ্যোপজীবিগণের ভরণপোষণনির্ব্বাহার্থ ও আমাদের বার্দ্ধক্যের সংস্থান জন্য সদুপায়ে সৎপরিশ্রমলব্ধ অর্থোপার্জ্জনে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য।

যাহা যথার্থ কর্ত্তব্য তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করা উচিত। ঈশ্বর আমাদিগকে শ্রমলব্ধ-দ্রব্যজাত-আহরণার্থ শ্রম-ক্লেশ-সহন-শক্তি-সম্পন্ন বাহুযুগল প্রদান করিয়াছেন সুতরাং অদম্য উৎসাহে ও একাগ্রতা সহকারে শ্রমশীলকার্য্যসমাধানে হস্তপ্রসারণ করা উচিত। অধ্যবসায় প্রভাবে কর্ত্তব্য পথে প্রতিবন্ধক ও ক্লান্তি এবং পরিবর্ত্তনপ্রিয়তাহেতু শ্রম-শৈথিল্য নিবারিত হইবে।

সার্ যশুয়া রেনল্ডের স্বীয় শ্রমবলের উপর ঐকান্তিক বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল। তিনি বলিতেন—মানব মাত্রেই ধীর ও একাগ্রভাবে কার্য্য-

তৎপর হইলে সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে এবং তাহাদের প্রতিভার বিকাশ অবিশ্রান্ত শ্রমশীলতা সাপেক্ষ। সেইরূপ শিল্পকরের শিল্পকার্য্যে উত্তরোত্তর ব্যুৎপত্তিলাভ তাহার শ্রমসহিষ্ণুতার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। সার যশুয়া অনিশ্চিৎ ও যদ্‌ভবিষ্য দৈবশক্তি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বীয় আয়ত্তাধীন আত্মশক্তিনির্ভরপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার মতে মানবের অনন্যসুলভ শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত্ব তাঁহার তদুপযোগী শ্রমলব্ধ পুরস্কার। যদি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন হও— শ্রমশীলতা সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি তীক্ষ্ণতর করিবে। মধ্যবিধ গুণাবলী শ্রমশীলতা প্রভাবে অধিকতর পরিমার্জ্জিত হইবে। ফলতঃ সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলভাবে নিয়োজিত শ্রমবল প্রভাবে নিতান্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য ও এমন কি অসম্ভব বিষয়ও সহজসাধ্য ও সম্ভবপর হইয়া থাকে কিন্তু শ্রম ব্যতীত কেবল ইচ্ছা বা অভিপ্রায় প্রকাশে কোন কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ হয় না। সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভ শ্রম, কাল, অভ্যাস ও আগ্রহ সাপেক্ষ।

যে বাগ্মীর প্রতিভা-প্রদীপ্ত-জ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহী জ্বলন্ত বক্তৃতা শ্রবণে সভাতলে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিমোহিত হয় তাঁহার সেই অর্জ্জিত বাক্‌কুশলতা অশেষ সহিষ্ণুতা মূলক প্রাক্তন পরিশ্রমের ফল।

যৌবনই শ্রমাভ্যাসের প্রশস্ত কাল। কারণ যৌবনে সকল শক্তিই প্রবল ও অক্ষুণ্ণ থাকে; হৃদয় অদম্য উৎসাহ, উচ্চাভিলাষ, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সৎকার্য্যে অনুচিকীর্ষা, ভবিষ্য-উন্নতির আশা প্রভৃতি নানাবিধ শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় প্রদীপ্ত সুতরাং এতদ্‌ বিষয়ে সিদ্ধিলাভেচ্ছায় শ্রমাভ্যাস সহজসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

শ্রম যে কেবল উন্নতির ভিত্তি তাহা নহে। ইহা আনন্দের নিদান কারণ যাহার হৃদয় শ্রমবিমুখতাবশতঃ সর্ব্বদা আলস্যের শিথিল ভাবে পূর্ণ তাহার সহস্র ভোগ্য বস্তুতে অধিকার সত্বেও তাহার জীবনে ভোগ

সুখ কোথায়? শ্রমই বিমলানন্দোপভোগলিপ্সা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে; শ্রমাসক্তিই সুস্থচিত্ত ও নিরাময় দেহের পরিচায়ক। আলস্যপরতন্ত্রতা ইহাদের সহিত এরূপ বৈপরীত্যভাবে বিশ্লিষ্ট যে ইহা আমাদের যেরূপ স্বাস্থ্যসুখ-বিরোধী সেইরূপ সৎবৃত্তি-প্রতিরোধক। আলস্য স্বয়ং নিশ্চেষ্ট ভাবাপন্ন কিন্তু ইহার শক্তি অতি ভীষণ অনিষ্ট-ফল-উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা অচঞ্চল স্রোতে প্রবাহিতা অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় আমাদের হৃদয় ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া হৃদয়ের সকল শক্তিরই উচ্ছেদ সাধন করে; সমল* রুদ্ধসলিলপল্বলের ন্যায় বিষাক্ত বাষ্প উদ্গীরণ করিয়া দেহ মন নানারূপে রোগপ্রবণ ও অবসাদগ্রস্ত করিয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে।

প্রভূত সম্পদশালী, অশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন কিম্বা বিশিষ্ট সৌভাগ্যবান কাহারও শ্রমবিমুখতা হেতু কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ শ্রম-শীলতাই আমাদের জীবনের অবশ্য পালনীয় বিধি—ইহা স্বভাব, ন্যায়, নীতি ও ঈশ্বরের আদেশ। আলস্য সকল অনিষ্ট ও ধ্বংসের আকর, সকল সুখের ভীষণ অন্তরায় সুতরাং অচিরে আলস্য বর্জ্জন কর। যে যুবক আলস্যপরায়ণ ও শ্রমবিমুখ তাহার হৃদয় বিপথগামী নিকৃষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবে পূর্ণ এবং অনতিবিলম্বে মনুষ্যত্বহীন, ইতর, দুষ্ক্রিয়াসক্ত ও পশুভাবাপন্ন হইয়া বংশের কলঙ্ক স্বরূপ আত্মীয় পরিজন ও সমাজের ঘৃণাস্পদ হইয়া থাকে।

ডেভিড হেয়ার।

মহানুভব ডেভিড হেয়ার ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে স্কটলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮০০ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করেন। কলিকাতায় আগমন করিয়া প্রথমতঃ ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মাণদ্বারা সৎপরিশ্রমলব্ধ অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। তৎকালে এদেশে এ ব্যবসায়ে অধিক পরিমাণে প্রতিযোগিতা না থাকায় তিনি স্বল্পকাল মধ্যে বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কিন্তু মহাত্মা হেয়ারের বিদেশে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন ও স্বকীয় সুখস্বচ্ছন্দবর্দ্ধন তাঁহার পরোপকারব্রত পরায়ণ উন্নত জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি নিষ্কাম পরার্থপরতা ব্রতাবলম্বনে বদ্ধপরিকর এবং এতদ্দেশীয় জনগণের অবিদ্যান্ধকার ও নৈতিক অপকর্ষাপসারণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহাদের শিক্ষা ও নীতি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অবস্থার উৎকর্ষসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। ভারতবর্ষ যেন তাঁহার মমতার চক্ষে নিজ জন্মভূমি ও ভারতবাসী তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দসম প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও নির্ধন নির্ব্বিশেষে বঙ্গবাসী সকল সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন ও সর্ব্বদা তাহাদের সহবাসে অবস্থিতি ও অকপট ঔদার্য সহকারে তাহাদের আমোদ-উৎসবে যোগদান করিয়া অবশেষে বুঝিলেন —একমাত্র বিদ্যাহীনতাই তাহাদের সর্ব্ববিধ অবনতির কারণ এবং শিক্ষাবিস্তার ভিন্ন তাহাদের উন্নতিসাধনের উপায়ান্তর নাই।

তৎকালে স্কুল কলেজ অভাবে মফঃস্বলে এমন কি কলিকাতা মহানগরীতেও অধুনাতন কালের ন্যায় এরূপ সহজ ও সুলভভাবে বিদ্যালাভের সুবিধা ছিল না। মহামতি হেয়ার শিক্ষাবিস্তার ও উন্নতিকল্পে

এরূপ শোচনীয় ও সুভীষণ অন্তরায় দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অকাতরে অর্থব্যয় আত্মোৎসর্গ ও অক্লান্তশ্রমশীলতাবলম্বনে তৎপ্রতিবিধান রূপ মহা সাধনায় নিবিষ্টভাবে ব্রতী হইয়া আত্মোপান্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলেন যে, এতদ্দেশীয় সমাজের নেতৃবৃন্দ ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের সম্মতি সহানুভূতি ও আনুকূল্য ব্যতিরেকে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধির সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প; সুতরাং তিনি সমাজের সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের ভবনে গমন করিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সকলেই তাঁহার সনির্ব্বন্ধ হিতৈষণা ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সাধু প্রস্তাব সমর্থন, সহানুভূতি ও অর্থানুকূল্য দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে অঙ্গীকৃত হইলেন।

অনন্তর সঙ্কল্পিত দুরূহ বিষয় সম্পাদনে রাজকীয় সহায়তা নিতান্ত আবশ্যক দেখিয়া সদাশয় হেয়ার তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচার-পতি "সার এড্ওয়ার্ড হাইড ইষ্ট" মহোদয়ের শরণাপন্ন হইয়া ১৮১৫ খৃঃ অব্দে প্রস্তাবিত-বিষয়-সম্বলিত এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। মহামতি ইষ্ট সাহেবও সাতিশয় পরোপকারপরায়ণ ও এতদ্দেশীয়গণের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁহার অনুমোদনে ও এতদ্দেশীয় ইয়ুরোপীয় ও বঙ্গীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮১৭ খৃঃ অব্দের ২০শে জানুয়ারি সর্ব্বপ্রথম হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

কর্ম্মবীর হেয়ার অদম্য অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতা সহকারে বিদ্যালয় পরিদর্শন ও পরিচালন করিতে লাগিলেন। ছাত্র ও অর্থসংগ্রহার্থ দ্বারে দ্বারে অবিশ্রান্ত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

১৮২৪ খৃঃ অব্দে হিন্দু কলেজের জন্য সুপ্রশস্ত-নূতন-ভবন-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইল। মহামতি হেয়ার উহার অবৈতনিক সদস্য নিযুক্ত হইলেন। এই হিন্দু কলেজ বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হই-য়াছে। হেয়ার মহোদয় অধ্যয়নোপযোগী সদ্গ্রন্থের নিতান্ত অভাব দর্শনে

তন্নিবারণার্থ অদম্য অধ্যবসায় ও উৎসাহ সহকারে ও ঐকান্তিক যত্নে "স্কুলবুক সোসাইটী" নামক পুস্তক বিভাগ সংস্থাপন করিলেন।

দেশীয়গণের মাতৃভাষায় সমধিক ব্যুৎপত্তি-লাভার্থ তাঁহারই উদ্যোগে ১৮১৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন অংশে অবস্থিত পাঠশালাগুলির সংস্কারোদ্দেশ্যে "স্কুল সোসাইটী" নামক এক সভা সংস্থাপিত হইল। এই সকল পাঠশালায় অধ্যয়নশীল ছাত্রগণের বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষা সমাপ্তির সহিত অপেক্ষাকৃত উচ্চতর বিদ্যালয়ে উত্তরোত্তর উন্নত শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য ১৮২৩ খৃঃ অব্দে পটলডাঙ্গাস্থ স্কুল সোসাইটীর একটী স্কুল তাঁহার পবিত্র নামে অভিহিত * হইয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

বঙ্গবাসিগণকে দেশীয় ও ইংরাজী সাহিত্যে উত্তরোত্তর ব্যুৎপন্ন হইতে দেখিয়া তাহাদিগকে ব্যবসায়োপযোগিনী-শিক্ষাদান-কল্পে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের নিকট প্রস্তাবোত্থাপনপূর্ব্বক পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-প্রণালী-শিক্ষাদানার্থ ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে মেডিকেল কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন।

মহামান্য হেয়ার কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারকল্পে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অপত্যনির্ব্বিশেষে বাৎসল্যসহকারে পীড়িত বালকগণের সেবা সুশ্রূষা, তাহাদিগকে ঔষধ বিতরণ ও তাহাদিগের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। পাঠে অনাবিষ্ট ও বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত বালকগণকে সস্নেহে মধুর উপদেশদানে সুপথে আনয়ন করিতেন। দুশ্চরিত্র ও দুর্দ্দান্ত বালকগণের সুকৌশলে চরিত্র সংশোধন ও অপরিচ্ছন্ন বালকগণের সৌষ্ঠব-সাধন ও এমন কি অবকাশ কালে ছাত্রগণের ভবনে গমন করিয়া তাহাদের স্বভাব-চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে তত্ত্বা-

* বর্ত্তমান Hare School.

প্রধান করিতেন; গ্রাসাচ্ছাদনবিহীন দরিদ্রসন্তানদিগকে অন্নবস্ত্র ও পুস্তকদানে শিক্ষালাভের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। বালকগণ স্বীয় স্নেহশীল জনক অপেক্ষাও তাঁহার প্রতি সমধিক অনুরক্ত ছিল। তিনি বঙ্গবাসী মাত্রেরই আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

দান-বীর হেয়ার সাক্ষাৎ দয়া ও পরোপকারের মূর্ত্তিমান অবতার রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরোপকার, পরদুঃখ-বিমোচন ও নিষ্কাম-পরার্থ-ধর্ম্ম-পালনেই তাঁহার অপার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। এই রূপে অপরিমিত দান-শৌণ্ডতায় তাঁহার সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়া আসিল। তিনি তদানীন্তন "কোর্ট-অফ-রিকোয়েষ্ট" * এর কমিশনরের † পদে নিযুক্ত হইলেন এবং তথায় নিঃস্ব অধমর্ণদিগের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ বদান্যতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে এই সহৃদয় দরিদ্রবৎসল, ছাত্রগতজীবন, কর্ম্ম ও দানবীরের পার্থিব আয়ুঃকাল নিয়তি-চক্রে পর্য্যবসিত হইল। তিনি ১৮৪২ খৃঃ অব্দের ১লা জুন নিদারুণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার পবিত্র আত্মা ভববন্ধন ও কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করিয়া অমর স্বর্গধামে প্রস্থান করিল।

---

* বর্ত্তমান ছোট আদালত বা Court of Small Causes.

† Commissioner.

পবিত্রতা।

হৃদয়ের পবিত্রতা আত্মসংযমের একটী অন্যতম উপাদান। পবিত্রতার পোষণ ও রক্ষা নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির নিবৃত্তি সাপেক্ষ। কার্য্যে, বাক্যে কিম্বা কল্পনায়ও রিপুর প্রশ্রয় দান কিম্বা উহার বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে যৌবন-বার্দ্ধক্য-নির্ব্বিশেষে মানবের প্রকৃতি কলুষিত হইয়া মানব চরিত্রহীন ও নীতিজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইয়া পড়ে এবং নিরন্তর পাপাচরণে প্রশ্রয় বা আসক্তি বশতঃ তাহার হৃদয়ে পাপলিপ্সা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া পাপের কঠিন আবরণে উহা ক্রমে এরূপ কঠিনভাবাপন্ন হয় যে, আর পাপকার্য্য-সম্পাদনে প্রজ্ঞাপরাধ জনিত অনুশোচনা ও ভবিষ্যতে পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প মনোমধ্যে উদয় হয় না। পক্ষান্তরে তাহাদের প্রশ্রয়ে পাপমার্গ অপরের প্রবেশ জন্য অধিকতর প্রশস্ত হইয়া থাকে।

নানা-সদ্‌গুণ-সমষ্টি-বিভূষিত ব্যক্তি মনোমধ্যে পাপ-কল্পনা পোষণ করিলে পরিণামে তাহার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী; কারণ এই কল্পনাকল্পিত পাপের স্বল্পমাত্র বিকাশও তাহার চিত্তকে পাপের কলুষপঙ্কে পঙ্কিল করিবে। পাপের কুহক সমাধিক্ষেত্রজাত কুসুম শোভার ন্যায়। কুসংসর্গে সাধু চরিত্রেও দুর্নিবার কলঙ্কস্পর্শ হয় এবং সচ্চিন্তা সৎকথন ও সৎকার্য্য ক্রমে মলিন ও বিলীন হইয়া আইসে।

অখিলচরাচরব্যাপী এক সর্ব্বদর্শী আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আমাদের অনিরীক্ষিত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি নিয়তই আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক কার্য্য অনুভব শ্রবণ ও দর্শন করিতেছেন। তিনি অমল শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক—তাঁহার চক্ষে পাপমাত্রেই ঘৃণার্হ ও দণ্ডনীয়।

আকবর সাহ।

মহামহিম প্রবলপ্রতাপ মোগলকুলগৌরব ভারত-সম্রাট আকবর সাহ হিন্দু-মুসলমান-জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে অসামান্য প্রজাবাৎসল্য, উদার-নীতিপরায়ণতা ও মনস্বিতায় ভারতীয়ইতিহাসোল্লিখিত নরপতিগণের শীর্ষতমস্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষপাতশূন্য সুশাসন-লব্ধ-যশোভাতি-প্রদীপ্ত সুদীর্ঘ রাজত্বকাল—ইন্দ্রসভাতুল্য অশেষ-শোভা সমৃদ্ধি-প্রভাসিত দৃশ্যাভিরাম-প্রশান্ত-রমণীয় রাজসভা—সুশৃঙ্খলে পরি-চালিত গার্হস্থ্য-অনুশাসন-বিধি—পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সুমহান শাসনতন্ত্র যাব-নিক যথেচ্ছাচার-প্রপীড়িত ভারতে সুখ ও শান্তিরাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় এরূপ অসাধারণ মহত্ত্ব ও চিত্তৌদার্য্য প্রভৃতি অশেষ কমনীয় গুণসম্পন্ন কোন নৃপতি তাঁহার সমকক্ষ ভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহা-দেশের কোন রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারেন নাই। তাঁহার সুকোমল মনোবৃত্তি-নিচয়, ন্যায়পরতা, আরব্ধ-কার্য্য-সম্পাদনে অবিচলিত উৎসাহ ও উদ্যমশীলতা, মিতাচারিতা, মহানুভবতা এবং বীরোচিত অদম্য সাহস ও সামরিক প্রতিভা তাঁহার ন্যায় রাজশক্তি-সম্পন্ন নৃপতিবৃন্দের মধ্যে অতি বিরল। রাজনীতির জটিল বিধি অবলম্বন সত্ত্বেও তিনি সাতিশয় সরলপ্রকৃতি ছিলেন এবং বলিতেন—"সরল পথে কেহ কখন পথভ্রান্ত হইতে পারে না।"

তিনি অহর্নিশ প্রজাহিতসাধনানুশীলনে আপন শারীরিক সুখ-সচ্ছ-ন্দতা উৎসর্গ করিয়া প্রত্যহ চারি ঘণ্টামাত্র সুষুপ্তি উপভোগে ক্লান্তি অপনোদন করিতেন। তাঁহার অসম সাহসিকতা বশতঃ তিনি সাধারণের ভীতিব্যঞ্জক নানা দুঃসাহসিক কার্য্যসাধনে ও বিপজ্জালোচ্ছেদে আমোদ

অনুভব করিতেন। তাঁহার মৃগয়া-কৌশল ও ব্যায়াম-নৈপুণ্যও তাঁহার অসীম সাহসের পরিচায়ক। তিনি অশ্বারোহণে আগ্রা হইতে আজমীর পর্য্যন্ত ২২০ মাইল পথ অবলীলাক্রমে দুই দিবস মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন। গজ-যুদ্ধে ও উদ্দাম বন্যগজ-বশীকরণে ও হিংস্র শার্দ্দূল শিকারে তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ছিল। তাঁহার যেরূপ অশেষজ্ঞানসম্পন্ন রাজজনোচিত মহীয়সী প্রতিভা সেইরূপ সমর নৈপুণ্যও ছিল। তাঁহার বীরত্বও সাতিশয় মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যপূর্ণ; কথিত আছে তিনি স্বয়ং স্বীয় সৈন্য-দলের অধিনায়ক হইয়া কোন দুর্গ আক্রমণে উদ্যত হইলে এক উদ্ধত রাজপুত যুবক উন্মত্তভাবে স্বীয় সন্নহন ছিন্ন করিয়া তাঁহার প্রতিরোধো-দ্দেশ্যে একাকী তাঁহার সম্মুখীন হইবামাত্র তিনিও তৎক্ষণাৎ স্বীয় সন্নহন উন্মোচিত করিয়া যুবকের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ চিত্রার্পিত দর্শকমণ্ডলীর ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

আকবরের শৌর্য্য-বীর্য্যে ভারতীয় অন্যান্য বীরগণের বীরত্ব-গৌরব এককালীন অস্তমিত হইয়াছিল। তাঁহার আপাদ-মস্তক দুর্ভেদ্য লৌহ বর্ম্মে আবৃত, হস্তে মুষ্টিবদ্ধ রবিকর-প্রদীপ্ত উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্র, কটি-তটে বিলম্বিত শাণিত কৃপাণ; তিনি যখন মত্ত বারণ সহ সংগ্রামে "কোপারা" নামক প্রিয় প্রভুভক্ত নির্ভীক অশ্বের পৃষ্ঠদেশে সমরসজ্জায় সমাসীন হইয়া রুদ্রদেবতার ন্যায় সমরক্ষেত্রে প্রধাবিত হইতেন তখন তাঁহার সহযাত্রিগণের গভীর গগনভেদী "আল্লা-হু-আকবর" ধ্বনিতে দিক্‌দিগন্ত প্রকম্পিত হইয়া তাঁহার অরাতিদল বজ্রাহতের ন্যায় শতধা ছিন্ন ভিন্ন এবং বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইত।

আকবরের পঞ্চাশবর্ষ-ব্যাপী সুদীর্ঘ রাজত্বকাল মধ্যে বাৎসরিক ২৫ কোটী টাকা হিসাবে রাজকর তাঁহার রাজকোষে সংগৃহীত হইত।

আকবর ও আবুল ফাজেল দেশের প্রকৃতঅবস্থাবিষয়িণী বিবরণী

সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে প্রজাবর্গের অভাব মোচন ও আবশ্যক বিষয় পূরণ করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতিসাধনে যত্নবান ছিলেন। এবং রাজপুরুষগণের অত্যাচার ও কুশাসন জ্ঞানগোচর হইবামাত্র তৎপ্রতিবিধানে তৎপর হইতেন। ফৈজি তাঁহার প্রণীত "আইন-ই-আকবরী" নামক গ্রন্থে দেশের প্রধান ও আবশ্যক ঘটনাবলি, দেশের উৎপন্নদ্রব্যসমূহ ও প্রজাবর্গের অর্থাগমের উপায়, অত্যাচারমূলক ক্লেশকর রাজস্বের হ্রাস অথবা উহার বিলোপসাধনসম্বন্ধীয় বিবরণ, প্রজাগণের স্বীয় ধর্ম্মমতানুশীলনে স্বাধীনতা, রাজা ও কৃষি, অপরাধী ও নিরপরাধ-নির্ব্বিশেষে ন্যায় বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে তাবৎ জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা আবুল-ফাজেল দেশে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ছাত্রগণের শিক্ষালাভার্থ সম্রাটের আদেশে বিভিন্নজাতীয় শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস এবং পারস্যদেশীয় কবিতা-পুস্তক, আরবীয় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থসমূহ এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বাদি নানা গ্রন্থ প্রজাগণের পাঠ-সৌকর্য্যার্থ দেশীয় নানা ভাষায় অনুবাদ করাইয়া ছিলেন। নানা-বিষয়িণী-শিক্ষা-বিস্তারে প্রজাগণের মানসিক উন্নতি-সাধনই আকবরের উদ্দেশ্য ছিল।

তাঁহার যেরূপ উদার রাজনীতি তদ্রূপ অহমিকাশূন্য অমায়িক সৌজন্য পূর্ণ সদয় ব্যবহার এবং তদনুরূপ উদার ধর্ম্মমত ছিল। তৈমুর "সিয়া"-মতাবলম্বী ও তাঁহার বংশধরগণ পরিশেষে "সুন্নি"-মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। একই মুসলমানধর্ম্মভুক্ত উভয় সম্প্রদায় পরস্পর বিদ্বেষপরতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে ও নিরন্তর অজস্র শোণিতস্রাবী সংঘর্ষণ ও অন্তর্বিবাদে দেশমধ্যে ঘোরতর অশান্তি উৎপাদন করিতেন। কাফের হিন্দু-নির্য্যাতনেরত কথাই নাই; কিন্তু মোগলকুলধুরন্ধর সদাশয় আকবর সাহ হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকল ধর্ম্মই সমতার নেত্রে পরিদর্শন পূর্ব্বক সার্ব্বজনীন খ্যাতি লাভ করিয়া হিন্দুদিগের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং একে-

শ্বরবাদী এবং স্বজাতীয়গণের ন্যায় পরধর্ম্ম-বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি বলিতেন—"সকল ধর্ম্মেই মুক্তি লাভ হইতে পারে।" তিনি বলিদান-ব্যপদেশে জীবহিংসা, অতিরিক্ত সুরাপান, দ্যূতক্রীড়া, বাল্যবিবাহ, সহমরণ-প্রথা রহিত করিয়াছিলেন; এবং উপাসনা, অনশনব্রত, তীর্থদর্শন প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ক ক্রিয়া কলাপ সাধারণের স্বেচ্ছাধীন করিয়াছিলেন। তিনি এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে কৃপাণ দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের নিতান্ত বিরোধী ছিলেন।

বাবরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বধর্ম্মান্ধ মুসলমান নৃপতিগণের অভ্যুদয়ে তদানীন্তন হিন্দু ধর্ম্মের একরূপ অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু আকবরের রাজত্বকালে তাঁহার পক্ষপাতশূন্য সমদৃষ্টির ফলে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর বিদ্বেষভাব অপসারিত হইয়া উভয় জাতিই তুল্যাংশে রাজানুগ্রহ, রাজসম্মান ও উন্নত পদ লাভ করিয়াছিল। তিনি সৌহৃদ্যস্থাপন দ্বারা রাজপুত জাতির হৃদয়াকর্ষণ করিয়াছিলেন; এবং "জিজিয়া" ও হিন্দু-তীর্থযাত্রিগণের উপর কর রহিত করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বিজিত রাজন্যবর্গকে সম্মানে ভূষিত করিয়া তাঁহাদের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতেন। তাঁহার ঈদৃশ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে বিপক্ষও যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া মিত্রভাবাপন্ন হইত। তিনি হিন্দু-মুসলমানকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া উভয়ের জাতিগত পার্থক্য ও বিদ্বেষভাব দূরীকরণার্থ স্বয়ং জয়পুর-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন এবং আত্মজ সেলিমের সহিত যোধপুর-রাজকুমারীর পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করেন।

হিন্দুদিগের সহিত এবংবিধ সদ্ভাব সংস্থাপনে তাঁহার রাজসভাসদ মুসলমান ওমরাহগণ তাঁহার প্রতি নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরও তাঁহাকে হিন্দু নির্য্যাতনে ও হিন্দু দেবালয়-ধ্বংসে উত্তেজিত করিলে তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"প্রিয়

পুত্র! আমি স্বর্গরাজ্যের অধিপতি অশেষ করুণানিদান ভগবানের ছায়া-রূপী ও পার্থিব-রাজ্যে সর্ব্বশক্তিমান ক্ষিতীশ্বর। ঈশ্বর সর্ব্বজীবে তুল্যাংশে ঐশিক করুণা বিতরণ করেন। সুতরাং আমার রক্ষণাধীন কাহারও প্রতি অনুকম্পা ও অনুকূলতা প্রদর্শনে বিমুখ হইলে আমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব। আমি তাবৎ প্রজাপুঞ্জের সহিত সদ্ভাব স্থাপনে কেমন বিমল শান্তি উপভোগ করিতেছি, তবে অকারণে প্রজাদ্রোহী হইয়া তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত ও উৎপীড়িত করিয়া আমার পবিত্র রাজশক্তির অপব্যবহার করিবার আবশ্যকতা কি? বিশেষতঃ ভারতে সমগ্র জন সংখ্যার ৬ ভাগের ৫ ভাগ হিন্দু ও অন্যজাতি এবং ১ ভাগ মাত্র মুসলমান; সুতরাং তোমার মতে মুসলমান ব্যতীত জন সাধারণের উচ্ছেদ সাধন করিতে হয়; কিন্তু দেখ হিন্দু মুসলমান সকল জাতিই শিল্প-বিজ্ঞানাদি-অনুশীলন ও মানবজাতির উপকার ও উন্নতিকল্পে রত।"

আকবর তদানীন্তন ভারত-প্রবাসী ইয়োরোপীয়দিগকে আগ্রা ও লাহোরে গির্জ্জা-নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি পাণ্ডিত্যের অতিশয় আদর করিতেন। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে সুধীগণ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আকবর শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ সুতার্কিক খৃষ্টধর্ম্মযাজক ও পরধর্ম্মদ্বেষী মুসলমান মোল্লাগণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাদানুবাদ অতি যত্নের সহিত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মানুশীলনে উৎসাহিত করিতেন। তিনি অনেক হিন্দুকে উচ্চ পদে নিয়োজিত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে রাজা টোডরমল্ল তাঁহার সুদক্ষ রাজস্ব-সচিব ও সমরকুশল সেনাপতি। তিনি নিজ বীরত্বে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা দিল্লী-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। বীরকেশরী রাজা মানসিংহ আকবরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত দিল্লী-সাম্রাজ্য-বিস্তারে আকবরের বিশিষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

সুকবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ স্বনামখ্যাত তানসেনের সুললিত সঙ্গীতে আকবর ও রাজসভাসদ্‌গণ মোহিত হইয়াছিলেন। রাজা বীরবল সরস রহস্য-কৌতুকের প্রস্রবণ স্বরূপ হাস্য-পরিহাসে সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতেন। ফলতঃ যে সকল হিন্দু আকবর কর্ত্তৃক উন্নত সম্মানে ভূষিত ও উন্নত পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা স্বীয় অবিচলিত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও প্রভুভক্তির শীর্ষতম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনেও স্ব স্ব যোগ্যতার সম্যক পরিচয় প্রদানে মুসলমানদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

আত্ম-সংযম।

আত্মসংযম বিবেকানুশাসিত উৎকৃষ্ট ও উন্নত মানসিক শক্তি। যিনি যত কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং ইন্দ্রিয়সুখে অনাসক্ত তাঁহার আত্মসংযমশক্তি তত প্রবল। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে যতিগণ সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে আমাদের নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির দমন ও জিতেন্দ্রিয়তাই নৈতিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। মহাভারতে লিখিত আছে "যিনি আত্মজয়ে অসমর্থ তিনি কিরূপে শত্রুজয় করিবেন।" মহারাজ যুধি-ষ্ঠিরের চরিত্র তাঁহার ত্রিলোকপ্রথিত আত্মসংযমশক্তির পরাকাষ্ঠা অত্যুজ্জ্বল ভাবে প্রদর্শন করিতেছে—দেখ দুর্য্যোধনের রাজ্যপণাত্মক কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত, রাজ্যচ্যুত, নির্ব্বাসিত, অজ্ঞাতভাবে বনবাসক্লিষ্ট, রাজসভামধ্যে দুঃশাসন কর্ত্তৃক অর্দ্ধাঙ্গিনী পতিব্রতা ভার্য্যার কেশাকর্ষণ ও বিবসন চেষ্টায়ও তাঁহার আত্মসংযম অটল ও অক্ষুণ্ণ ছিল। বিরাট-রাজ কর্ত্তৃক পাশক-প্রহৃত হইয়াও তিনি ক্রোধাবেশে আত্মসংযম হইতে স্খলিত হন নাই; দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত

হইয়াও সার্ব্বভৌম রাজত্বের পরিবর্ত্তে ৫ পাঁচ খানি গ্রাম মাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন—কি অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও আত্মসংযমের অলৌকিক পরিচয়!

হারবার্ট স্পেনসার বলেন, আত্মসংযম-বলে আদর্শ-চরিত্রোৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। উত্তেজনা-প্রণোদনে যথেচ্ছভাবে বাসনা-বিতাড়িত না হইয়া উত্তেজিত মনোবৃত্তির সংবরণ ও সমতা রক্ষা এবং বাসনার আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের ধীরভাবে আন্দোলন ও তাহার অসঙ্গত ভাব হইতে নিবৃত্তিই এই আত্মসংযমের সোপান এবং ইহাই নৈতিক শিক্ষার শিক্ষনীয় বিষয়।

বাল্যকাল হইতে সংযত আচারে অভ্যাস থাকিলে আত্মসংযমশক্তি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া থাকে। বাল্যকালে মাতা-পিতা-শিক্ষকাদি-গুরুজনলব্ধ সদুপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্ত, তাঁহাদের নিষেধ বাণী ও সুশাসন আমাদের আত্মসংযমাভ্যাসের প্রধান সহায়; বয়োবৃদ্ধি সহকারে উত্তরোত্তর এই শক্তিবর্দ্ধনে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। মনে কোনরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা বা কলুষিত বাসনার আবির্ভাব মাত্র নিতান্ত দৃঢ়তার সহিত উহার গতিরোধ করা উচিত এবং এইরূপ অভ্যাসে যত্নবান হইলেই ভবিষ্যতে আপনার উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতালাভে সক্ষম হইবে।

প্রসিদ্ধ পুরাবৃত্ত লেখক ক্লারেণ্ডন্ হামডেন সম্বন্ধে বলেন যে—তাঁহার ন্যায় আত্মবিজয়ী পুরুষ আর নাই। তিনি মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন এবং এই আত্মজয়-শক্তি-প্রভাবেই রাজশক্তির উপর জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমেরিকা-রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা ওয়াসিংটনের রিপুগণ অতিশয় প্রবল ছিল এবং কখন কখন তিনি রিপুর প্রবল উত্তেজনায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেন; কিন্তু মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই আবার প্রকৃতিস্থ হইতেন।

কারণ এই আত্মসংযম শক্তিই তাঁহার মানসিক ভূষণ এবং ইহা দ্বারাই সৌভাগ্যের শীর্ষতম সোপানে উন্নীত হইয়া সকলের লক্ষ্যস্থল হইয়া ছিলেন।

আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভর।

আত্মসংযম শক্তি, আত্মশ্লাঘা ও আত্মাভিমান দমন করিয়া অপরের প্রশংসার্হ গুণাবলীর প্রশংসাকীর্ত্তনে প্রণোদিত করে। আমাদের প্রজ্ঞাবলে ও বহু-দর্শন-ফলে আমরা দেখিতে পাই যে সকল বিষয়েই যথা-যোগ্য পরিমাণে আত্মনির্ভরতাই আমাদের সুচারুরূপে কর্ত্তব্য-সম্পাদন ও ন্যায়ানুমোদিত অভীষ্ট-লাভের একমাত্র সুপ্রশস্ত পথ, আর এই আত্ম-নির্ভরতাই আমাদের আত্মসম্মান উজ্জীবিত করিয়া থাকে। স্মাইলস্ বলেন—আত্মসম্মান আমাদের শ্রেষ্ঠ অঙ্গাবরণ ও মনোবৃত্তির মহত্ত্ব-নিদান। পিথাগোরস তাঁহার শিষ্যবর্গকে আত্মসম্মান রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া-ছিলেন; কারণ আত্মসম্মানরত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াসক্তিতে দেহ কলুষিত ও কুচিন্তায় চিত্তবৃত্তির বিকৃতি সাধনে সর্ব্বদা ঘৃণা প্রদর্শন করিবে। এক-মাত্র আত্মসম্মানই আমাদের পরিচ্ছন্নতা, মাদক বর্জ্জন, পবিত্রতা, নীতি-জ্ঞান ও ধর্ম্মশীলতার ভিত্তি। আত্মসম্মান-বিবর্জ্জিত ব্যক্তি সর্ব্বদা ভগ্নোৎসাহ ও মানসিক হীনভাবাপন্ন ও হীনবীর্য্য এবং অপরের নিকট অনাদৃত ও খর্ব্বমান হইয়া থাকে। চিন্তা ও কল্পনার মহত্ত্ব বা নীচতানু-সারে ক্রিয়াকরণও তদুপযোগী হয়। নীচমার্গানুসারী কখন উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারে না। উন্নত হইতে হইলে ঊর্দ্ধদর্শন আবশ্যক। নীচবংশসম্ভূত ব্যক্তিও আত্মসম্মানরক্ষণে উন্নত মর্য্যাদা ও উন্নততর পদবী লাভ করিতে পারে। তাহার দারিদ্র্যতিমিরাবৃত নগণ্য জীবন আত্ম-

সম্মানের উজ্জ্বল আলোকে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মহজ্জনাগ্রগণ্য রূপে দেদীপ্যমান হইতে পারে। দরিদ্র ইতর ব্যক্তির স্বীয় ইতর-বংশ-সুলভ নীচত্ব হইতে আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা বলে উন্নতিমার্গে আরোহণ যে অতীব মধুর ও হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অপরিহার্য্য-কর্ত্তব্য-নিদেশে সকলেরই অসৎ প্রবৃত্তি নিরোধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সৎপ্রকৃতির পোষণ ও স্বাভাবিক ধীশক্তি ও উন্মেষোন্মুখী প্রতিভার অভ্যুদয় সাধনে যত্নবান হওয়া উচিত। আত্মসম্মান ও আত্ম-নির্ভরতা এই উভয়ের পার্থক্য এই যে আত্মসম্মান দ্বারা আমরা অসঙ্কীর্ণ চিত্তে ও বিনীত ভাবে আমাদের প্রকৃত যোগ্যতার পরিমাণানুসারে আত্ম-ক্ষমতা ও গুণাবলির যথাযোগ্য সীমা নির্দ্দেশে সমর্থ হইতে পারি। পক্ষান্তরে আত্মাভিমান দ্বারা প্রকৃত গুণাবলি ও যোগ্যতার অতি-রঞ্জিত অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; অধিকন্তু ইহা স্বার্থপরতা ও দুর্ব্বিনীত সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচায়ক।

স্মাইলস্ লিখিয়াছেন—মানব মাত্রেরই মনে এই প্রবল বিশ্বাস যে, মানব প্রবাহিত-স্রোতগতি-নির্দ্দেশক স্রোত-নিক্ষিপ্ত তৃণগুচ্ছ নহে; সকলেরই দেহে কিয়ৎ পরিমাণে সন্তরণ শক্তি আছে যদ্দারা প্রতিকূল স্রোতে আন্দোলিত হইয়াও মানব আপনার স্বাধীন-শক্তি-সঞ্চালনে সমর্থ হইয়া থাকে।

আত্মোৎসর্গ।

আদর্শ-চরিত্রবান ব্যক্তির আত্মসংযমশক্তি এরূপ প্রবল যে, তিনি সকল বিষয়েই পরার্থে আত্মসুখ ও আত্মস্বার্থ অম্লানবদনে উৎসর্গ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন; কারণ তাঁহার হৃদয় সতত পরোপকার-ব্রতপরায়ণ; এইরূপে তাঁহার হৃদয়ে উপচিকীর্ষা এরূপ বদ্ধমূল হইয়া উঠে যে তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বজন-হিতসাধন-পরার্থপরতা-গুণে সর্ব্ব সাধারণের পরম প্রেমাস্পদ হইয়া থাকেন। এই নিঃস্বার্থ পরোপকারিতায় তিনি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত-ভাবে স্বকীয় সকল স্বার্থোপভোগে সংযতচিত্তে সমাজের অশেষ-কল্যাণ-পরম্পরা-সাধন করিয়া চিরস্মরণীয় খ্যাতিলাভে অমরত্ব লাভ করেন।

উন্নতহৃদয় সার্ জেমস্ আউটরাম সুমহান স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যখন তিনি বিদ্রোহিদলাবরুদ্ধ লক্ষ্ণৌ নগরের উদ্ধারসাধনার্থ জেনেরল হাভ্‌লকের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া সৈন্য-সঞ্চালনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার নিম্নপদস্থ হাভলক্‌কে বিজয়-গৌরবে ভূষিত করিবার জন্য তাঁহারই হস্তে সমর সমাপন ভার অর্পণ করিলেন। লর্ড ক্লাইভ্ এই অভূতপূর্ব্ব সুমহান স্বার্থত্যাগ দর্শনে বিমোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন—মেজর জেনেরল আউটরাম যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অপরকে তাঁহার গৌরব ও সম্মানের অংশভাগী করিতে পারেন কিন্তু তিনি যেরূপ মহানুভবতাপূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে আপন স্বার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার এই ত্যাগ-গৌরব অণুমাত্র মন্দীভূত হয় নাই।

যাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ তিনি আত্মসংযম-শক্তি-বলে যুগপৎ মিতব্যয়ীও হইয়া থাকেন। তিনি স্বকীয় সুখ-সাচ্ছন্দ্যে কেবলমাত্র আবশ্যক মত ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থে অপরের দারিদ্র্য-দুঃখ-মোচনে অকুণ্ঠিত ও অনাসক্ত চিত্তে এবং মুক্তহস্তে দান-ব্রত-পরায়ণ হইয়া থাকেন। ঈদৃশ ত্যাগশীল ব্যক্তি আত্মসুখ ও আত্মবিলাসবর্দ্ধনে সতত বিমুখ ও বীতস্পৃহ।

এরূপ কথিত আছে যে সক্রেটিস এথেন্স নগরে বহুল পরিমাণে মণি-রত্ন ও মূল্যবান দ্রব্যসমূহ দর্শনে বলিয়াছিলেন—এখন আমি দেখিতেছি যে কোন্ কোন্ সামগ্রীতে আমার বাসনা নাই!

যুধিষ্ঠির মর্ত্ত্যলীলাবসানে তাঁহার স্বর্গপথ-সহচর অস্পৃশ্য সারমেয়ের জন্য স্বর্গভোগ প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বর্গের তোরণ-দেশ হইতে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যধামে প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যত হইয়াছিলেন—এই অলৌকিক আত্মোৎসর্গের পুরস্কার স্বরূপ উক্ত সারমেয়রূপী ধর্ম্ম স্বরূপ প্রকাশে তাঁহাকে সকায় স্বর্গধামে লইয়া যাইলেন।

হাজি মহম্মদ মহসিন।

হাজি মহম্মদ মহসিন ১৭৩২ খৃঃ অব্দে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হুগলী নগরে এক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মুসলমান-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হাজি ফৈজুল্লা; মুরশিদাবাদ ও হুগলী নগরে ইঁহার বহু বিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল। ইনি আগা মোতাহার নামক জনৈক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির বিধবা পত্নীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। হাজি মহম্মদ মহসিন ইঁহারই গর্ভজাত সন্তান।

মোতাহার বংশীয়গণ ইস্পাহান-অধিবাসী এবং সাতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও

উদ্যমশীল বণিক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। আগা মোতাহার ভারতের মোগল সম্রাট আরঙ্গজীবের পরম প্রেমাস্পদ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন এবং তাঁহারই বিশিষ্ট অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ যশোহর চিৎপুর এবং অন্যান্য স্থানে বহু বিস্তৃত ও বহু সমৃদ্ধ জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আগা মোতাহার স্বকীয় তাবৎ সম্পত্তি তাঁহার মন্নুজান থাতুন নাম্নী একমাত্র কন্যাকে অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জননী নিতান্ত অসন্তোষ বশতঃ বৈধব্যাবস্থায় মুসলমান-ধর্ম্মানুমোদিত প্রচলিত রীত্যনু-সারে হাজি ফৈজুল্লাকে পতিত্বে বরণ করিলেন।

মহম্মদ মহসিন তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগ্নী অপেক্ষা ৮ বৎসর কনিষ্ঠ ছিলেন এবং হাজি ফৈজুল্লার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত ভগ্নীর সহিত আগা মোতা-হারের ভবনে একত্র অবস্থিতি করিতেন; অবশেষে অতর্কিতভাবে বিষ প্রয়োগে তাঁহার ভগ্নীর প্রাণ বিনাশের চক্রান্ত হইতেছে জানিতে পারিয়া ভগ্নীকে সতর্ক হইতে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং দরবেশ বা সন্ন্যাস-ধর্ম্মা-বলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া হুগলী নগর পরিত্যাগ করিলেন। মন্নুজান থানুম তাঁহার পরিণয়ের অল্পকাল পরেই অতি তরুণ বয়সে বৈধব্য বশতঃ ভ্রাতৃহস্তে স্বকীয় বিপুল-সম্পত্তি-রক্ষণভার-অর্পণ করিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্রভাবে কনিষ্ঠের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন!

মহম্মদ মহসিন হুগলী হইতে প্রস্থান করিয়া দরবেশ বেশে পারস্য, আরব, তুরস্ক, মিসর রাজ্য ও নানা দিগ্‌দেশে পর্য্যটন পূর্ব্বক কয়েক বৎসর পরে ধর্ম্মানুশীলনোদ্দেশ্যে মুরশিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন কিন্তু ভগ্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অগত্যা তাঁহাকে হুগলী যাত্রা করিতে হইল; কিন্তু মন্নুজান দুর্ব্বহ বিষয়ভার-চিন্তায় ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া অচিরকাল মধ্যেই আত্মীয় পরিজনবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ভব-লীলা সংবরণ করিলেন।

ভগ্নী-প্রদত্ত-অতুল-সম্পত্তি-লাভেও হাজি মহম্মদের আচার ব্যবহার পরিচ্ছদ বা মনোবৃত্তির কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ বিষয়ে অনাসক্ত ও ভোগবিলাসে বীতস্পৃহ দরবেশই রহিলেন; সাধারণ ধনগর্ব্বিত আড়ম্বরপ্রিয় অতৃপ্ত-বিষয়-কামনা-পরতন্ত্র বিলাসীর ন্যায় রজতকাঞ্চনপাত্রে উপাদেয়-ভোক্ষ্য-ভোজন, সুবর্ণ-পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়নে সর্ব্বদা আত্মসুখে ও বিলাস-তরঙ্গে ভাসমান না হইয়া নিরন্তর ধর্ম্মজীবনে অনুপ্রাণিত ও নিঃস্বার্থ-পরহিত-ব্রতে ব্রতী হইয়া পরকীয়-দারিদ্র্য-দুঃখ-বিমোচনে বিমল আত্মপ্রসাদ ও অতুল ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। নিশাকালে ছদ্মবেশে নগরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নিঃস্বগণকে সংগোপনে অর্থদান ও দুঃস্থের দুর্দ্দশা মোচন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। একদা নৈশভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিশীথে নগরপ্রান্তে একখানি পর্ণকুটীর হইতে কতিপয় শিশুকণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণে অনুসন্ধিৎসা বশতঃ তথায় উপনীত হইয়া কুটীর-গবাক্ষ হইতে দেখিলেন একটী দুঃস্থ পরিবার সমস্ত দিবস অনশনে প্রপীড়িত; শিশুগুলি জঠর জ্বালায় অধীর হইয়া রোদন করিতেছে; জনক জননী শুষ্কমুখে নিষ্প্রভ-শূন্য-নয়নে দরবিগলিতধারে অশ্রু-বর্ষণ করিতেছে। দান-বীরের হৃদয় অনুকম্পায় দ্রবীভূত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ গবাক্ষ দিয়া কতকগুলি মুদ্রা গৃহমধ্যে অলক্ষিতভাবে নিক্ষেপ করিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহার প্রকাশ্য বদান্যতা এরূপ মহীয়সী যে তিনি কখন দানার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিতেন না বরং অযাচিত ভাবে পাত্রবিশেষে মুক্তহস্তে দান করিতেন।

একদা তাঁহার এক ভৃত্য ভগ্নীর কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট বাটী গমন জন্য অবকাশ প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার হস্তে একটী পুলিন্দা প্রদান করিয়া কহিলেন—"তোমার ভগ্নীর জন্য ঔষধ দিলাম।"

ভৃত্য যখন ঐ পুলিন্দাটী উন্মোচন করিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ মুদ্রাগুলি দর্শন করিল তখন তাহার হৃদয় কি অনির্ব্বচনীয় ভাবে পূর্ণ হইল! ধন্য দয়ার সাগর নিঃস্বার্থ মুক্তহস্ত দান-বীর মহম্মদ মহসিন! একমাত্র দয়ার বলেই তুমি অমর খ্যাতিলাভ করিয়া হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলেরই হৃদয়-পটে অঙ্কিত হইয়াছ!

এই নিঃস্বার্থ দানব্রতপরায়ণ দান-বীর নরদেব অশীতিতম বর্ষ বয়ঃক্রমে ১৮২২ খৃঃ অব্দের ২৯শে নভেম্বর নিঃস্ব ও দুঃস্থগণকে চিরঅশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া ইহ জীবন হইতে অবসৃত হইলেন। ধনী নির্ধন হিন্দু মুসলমান নীরবে শোকাশ্রু বর্ষণে সমাধি ক্ষেত্র পর্য্যন্ত তাঁহার পবিত্র শব-দেহের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার সমগ্র বিপুল বিভব স্বজাতির বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মোন্নতি এবং জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পরহিতার্থে বিনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার এই মহীয়সী দানশীলতা ও পরহিতানুষ্ঠান জন্যই আজ তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ও তাঁহার নাম দিগ্‌দিগন্তে বিঘোষিত হইতেছে।

হিমালয়।

ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় নগপতি হিমালয় অনন্ত-প্রসারিত চিরহিমানী-মণ্ডিত অভ্রভেদী রজতধবল শিখরমালা উত্তোলন করিয়া অনির্ব্বচনীয় পার্ব্বত্য শোভা বিস্তার করিতেছে। এই সুবিশাল শৈলশ্রেণী ২৭ ডিগ্রী ও ১৫ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৩ ডিগ্রী ও ২৮ ডিগ্রী পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল এবং বিস্তার ৮০ মাইল হইতে ১২০ মাইল ও উচ্চতা ১৬০০০ ফিট। নগ্নচক্ষুর সম্মুখে যেন অসংখ্য সুদুর-

ধ্যাপিনী শ্বেতমূর্ত্তি স্তরে স্তরে তুষারধবলাম্বরে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়-মানা। উদীয়মান তপনের অরুণিমায় তুহিনধবলাঙ্গ শবলবর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া কি অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য-শোভায় প্রভাসিত! দাক্ষণে ক্রমাবনত সুবিশাল ভূমি, শৈলনিঃসৃত সলিল-প্রবাহে নিরন্তর ভাসমান ও নিবিড়-পত্রগুচ্ছ-শোভিত ঘনসন্নিবিষ্ট প্রকাণ্ড বনস্পতিগণের অন্ধকারাবগুণ্ঠনে লুক্কায়িত এবং তৃণরাজি ও কণ্টকাকীর্ণ গুল্মাবরণে মানবের দুষ্প্রবেশ্য। এই নিবিড় অন্ধকার ও জলাময় বনমধ্যে হস্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্যজন্তুসকল অবাধে ও নিঃশঙ্ক হৃদয়ে বিচরণ করিয়া থাকে। প্রচণ্ড আতপ-কর-বিদগ্ধ জলাভূমির বায়ু নিতান্ত দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর।

এই ভীষণ জলাভূমির পশ্চাতে অনুন্নত শৈলশ্রেণী অতীব বিনোদ দৃশ্যে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। কি সুন্দর ফলপুষ্পময়ী উর্ব্বর রমণীয় উপত্যকা, সুন্দর লতাবিতান ও শাল, ওক্, পাইন, দারু-চিনি প্রভৃতি নানা বৃক্ষে সুশোভিত ও বৃক্ষনির্য্যাসের সুরভিগন্ধে আমো-দিত। পশ্চাতে স্বভাবজ বনবৃক্ষবল্লরী-শোভিত ও স্তরে স্তরে অবস্থিত শৈলমালা, তৎপশ্চাতে সরল উন্নত শৃঙ্গাবলি এবং বহু দূরে উত্তুঙ্গ গগনস্পর্শী তুষারধবল হিমগিরির অনন্ত বিস্তার কি রমণীয় নেত্র-প্রসাদন প্রাকৃতিক চিত্র প্রদর্শন করিতেছে।

সাধারণতঃ হিমাচল বৃক্ষলতাবিবর্জ্জিত নগ্নশিলাময়দেহে স্তরে স্তরে সরল, অত্যুন্নত ও অনুর্ব্বর শিখরমালায় শোভিত। তথায় গ্রাম্য শোভা নয়নগোচর হয় না। কোন কোন স্থান বনাকীর্ণ ও কোথাও বা সুবিস্তীর্ণ গাঢ় অন্ধকারপূর্ণ দুর্গম গহ্বর ও উপত্যকা। উহাদের পাদ-দেশ বিধৌত করিয়া সরিৎ-প্রবাহ শিখর-স্খলিত প্রস্তর-স্তূপের সহিত বিপুল বিক্রমে সংগ্রাম করিতে করিতে অমিত বেগে উল্লঙ্ঘন করিয়া

ধাবিত হইতেছে। পথিকগণ স্থানে স্থানে সরল-শিখর-পার্শ্বস্থ অতি সঙ্কীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল পথ দিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারে এবং রজ্জুমাত্র-অবলম্বনে গিরিনদীর পরপারে গমনাগমন করে।

পার্ব্বত্য প্রদেশের উপরিভাগ এরূপ বন্ধুর ও অসমতল যে, একস্থানে একত্রে এক সহস্র সৈন্যের শিবির সন্নিবেশ হইতে পারে না। পর্ব্বত-গাত্র-খোদিত সোপান দ্বারা পার্ব্বত্য প্রদেশে আরোহণ করিতে হয়। পথ ও গৃহ সকল উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে পর্ব্বতের উপরে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। নিম্নে সফেনতরঙ্গোচ্ছ্বাসে বিপুলগর্জ্জনে নদীপ্রবাহ ধাবিত হইতেছে; ঊর্দ্ধে ভৈরবমূর্ত্তি শৈলশিখর চন্দ্রাতপের ন্যায় ঝুলিয়া রহিয়াছে।

হিমালয়ের উন্নত পার্ব্বত্য প্রদেশ কেবল নীরব-ভীষণতাময়, তরুলতা-বিহীন, প্রশান্ত-স্বভাব-সৌন্দর্য্য-বিবর্জ্জিত ও স্থানে স্থানে গভীর অন্ধকার-ময়; কেবল গগন-প্রান্ত-বিসর্পিত নগ্ন-পাষাণ-দেহ ধূ ধূ করিতেছে। গিরি-কন্দর যেন অতল পাতালপুরের দ্বারস্বরূপ। দর্শক পর্ব্বতে বহু উচ্চে আরোহণ করিয়াও অবশেষে পর্ব্বতের পাদদেশ মাত্র অতিক্রমে আপনাকে অসমর্থ দেখিয়া নিরাশ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকে। কোথায় সেই গগনভেদী তুষার-মণ্ডিত শৃঙ্গ! যাহার উচ্চতাবধারণ মানবশক্তির অতীত, যাহা মানবের অগম্য এবং যাহার তত্ত্বাবধারণ অসম্ভব মাত্র। হিমালয়ের দক্ষিণাংশ অবনত, মসৃণ ও বৃক্ষলতাহীন। উত্তরাংশ ভগ্ন বন্ধুর, প্রস্তরাকীর্ণ ও বিশাল অরণ্যানী-সমাচ্ছন্ন। এই সকল অরণ্যে পাইন, বার্চ্চ, স্প্রুস, ফার, সাইপ্রেস ও সেডার বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। মানবের ব্যবহারার্থ এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ স্থানান্তরিত করিবার উপায় নাই। সুরক্ষিত স্থানে বন্যগোলাপ, লিলি, কাউস্লিপ, ডানডেলিয়ানাদি শীত প্রধান দেশীয় অযত্নসম্ভূত কুসুমনিচয় নির্জ্জনে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

মেষ ছাগ চমরী-গো, কস্তুরিকা-মৃগ, বন্য বিড়াল, ভল্লুক শূকরাদি পার্ব্বতীয় জন্তুসকল হিমালয়ের উচ্চতর প্রদেশে দৃষ্ট হয়। নিম্নতর প্রদেশে শিখী পুলকে কলাপ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। চিল, শ্যেন, টিটির ও বকজাতীয় পক্ষী দৃষ্টিগোচর হয়। মধুমক্ষিকা বৃক্ষ শাখায় ক্ষৌণী নির্ম্মাণ করিয়া মধু সঞ্চয় করে।

উন্নত পার্ব্বতীয় প্রদেশের প্রাকৃতিক বিভাগ সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ও তুহিনমণ্ডিত শৈলশিখরবাহিনী স্রোতস্বিনী দ্বারা নির্দ্দেশিত হয়। এই সকল উপত্যকা সুগভীর, অন্ধতমসাচ্ছন্ন ও উন্নত শৈলপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত।

শতদ্রুনদী-বিধৌত উপত্যকা সুগভীর অন্ধকারময় নিম্নভূমি এবং বৃক্ষলতাদি স্বভাবশোভা-বিরহিত। কয়েক স্থানে সামান্য পরিমাণে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে, গ্রামও লোকালয়বিহীন। এখানে কয়েকটী সীমান্ত দুর্গ আছে। পাবুর নাম্নী যমুনার উপনদী মনোরম দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে। ইহার উভয় তীরস্থ প্রদেশ গ্রাম ক্ষেত্র ও অরণ্যে শোভিত ও পশ্চাতে পিঙ্গলবর্ণ তুষারাচ্ছন্ন শৈলশ্রেণী। যমুনা এইরূপ তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতবক্ষঃ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ইহার নিম্নতর স্থান বনাকীর্ণ; স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র ও শ্যামল বৃক্ষশ্রেণী। ভাগীরথী অতিশয় প্রশান্ত এবং এই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। ভাগীরথীর নির্জ্জন তীর-ভূমি কৃষ্ণবর্ণ "ফার" বৃক্ষে শোভিত এবং পার্শ্বস্থ শৈলগাত্র ভগ্ন ও ক্ষীয়মান এবং অনন্ত উচ্ছ্রায়ে দণ্ডায়মান। যদিও হিমালয়ের নগ্ন পার্ব্বত্য দৃশ্য সাধারণতঃ নয়নাভিরাম নহে তথাপি হিমালয়ের নিম্নদেশান্তর্ভুক্ত নেপাল রাজ্যের গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্রের দৃশ্য পরম রমণীয়। দার্জ্জিলিং, মুসরি, শিমলা, নৈনিতাল হিমালয়ের স্বাস্থ্যকর রমণীয় স্থান, এবং হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কাশ্মীর রাজ্য স্বভাব-সৌন্দর্য্যে পার্থিব স্বর্গরাজ্যের

অনুরূপ। অসংখ্য ক্ষুদ্র সরিৎ সানুদেশে প্রবাহিত হইয়া নানা বৃক্ষ-লতায় রমণীয় পার্ব্বত্য শোভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে এবং কতক গুলি সম্মিলিত হইয়া হ্রদাকার ধারণ করিয়াছে। মোগল সম্রাটগণ এই হ্রদতীরে বিলাস-নিকেতন নির্ম্মাণ করাইয়া অবসর কাল উৎসবা-মোদে অতিবাহন করিতেন। কাশ্মীরের গোলাপ ও জাফ্রান কুসুম সুগন্ধ ও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়।

কাশ্মীর অতিক্রম করিলে সহস্র মাইল দীর্ঘ ও ৮০ মাইল প্রস্থ তুষারাবৃত অদ্রিমালা দৃষ্টিগোচর হয়। যেন হিমমণ্ডিত প্রস্তরময় মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। কয়েক স্থানে সলিল প্রবাহ ফেনপুঞ্জ উদ্গিরণ করিয়া মেঘস্পর্শী শিখরবেষ্টিত অন্ধকারময় উপত্যকার উপর দিয়া প্রধাবিত হইতেছে। এই সকল উপত্যকার নিম্নে উন্নত প্রদেশ হইতে প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড শিলাবৃষ্টির ন্যায় অবিশ্রান্ত পতিত হইয়া থাকে। কোন স্থানে প্রবহমান নদীগর্ভে বিশাল শৈলশৃঙ্গ পতিত হইয়া জলস্রোত রুদ্ধ করিয়া জলপ্রপাত উৎপাদন করিতেছে ও উৎপাটিত বৃক্ষসকল সলিল-প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে। মানবের বুদ্ধি ও শিল্পনৈপুণ্য কি অদ্ভুত! এইরূপ দুর্গম স্থান ভেদ করিয়া অটল শ্রম ও অধ্যবসায়বলে পার্ব্বত্য পথ ও সোপানাবলী নির্ম্মাণে তিব্বত ও ভারতীয় বাণিজ্য কিরূপ সুগম ও সহজসাধ্য হইয়াছে। এই সকল পণ্য পার্ব্বতীয় ছাগ ও মেষ দ্বারা বাহিত হইয়া থাকে। এই স্থানের বায়ু অতিশয় লঘু সুতরাং শ্বাস প্রশ্বাস নিতান্ত কষ্টসাধ্য ও সামান্য শ্রমে এমন কি কয়েক পদ ভ্রমণ করিলেই শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, গাত্রচর্ম্মে ক্ষত, ওষ্ঠ দিয়া শোণিত ক্ষরণ ও শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয়।

এই ভয়োদ্দীপক দৃশ্য মধ্যে দুইটী অতি পবিত্র স্থান আছে। যথায় গঙ্গা ও যমুনা হিমময় প্রদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া সমতলভূমি তরুলতা-

ভূষণে ভূষিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। গঙ্গা ও যমুনা হিমালয়ের যে অত্যুন্নত স্থান হইতে প্রস্রবণাকারে নিঃসৃত হইয়াছে ঐ স্থান মানবের অগম্য। ঊর্দ্ধে রুদ্র হিমালয় ও যমুনোত্রি নামে দুইটী শিখর যেন রবি-মার্গরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ধবলগিরি, কাঞ্চনজঙ্ঘা, গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি বহু সংখ্যক অত্যুন্নত তুষার-ধবল-শিখর হিমাচল শিরে শোভমান।

যে স্থানে ভাগীরথী, প্রস্রবণের সলিল প্রবাহে সূক্ষ্মরেখার ন্যায় পরি-দৃশ্যমানা সেই স্থানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য দৃশ্য পরম রমণীয়। এই স্থানে মহাদেবের একটী মন্দির, কয়েকখানি পর্ণগৃহ, বিরল সন্নিবিষ্ট পাইন বৃক্ষ শ্রেণী, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড ও অন্ধকারময় গহ্বর দর্শনে এই স্থানটী যেন প্রাচীন ভূমণ্ডলের ভগ্নাবশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হয়ত এই দেবমন্দির ও পর্ণগৃহ গুলি একদিন পতনশীল প্রস্তরসম্পাতে চূর্ণীকৃত ও প্রোথিত হইয়া যাইবে।

গঙ্গোত্রির ঊর্দ্ধে গোমুখী পর্ব্বত। এই গোমুখীর মুখ হইতে গঙ্গার পূতপ্রবাহ পতিত হইতেছে। যমুনোত্রি ও গঙ্গোত্রি ব্যতীত অপেক্ষাকৃত নিম্নপ্রদেশে বদ্রিনাথ ও কেদারনাথ নামে আরও দুইটী পবিত্র পার্ব্বত্য তীর্থস্থান আছে। হরিদ্বারও একটী পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে মহাড়ম্বরে সুবিস্তৃত মেলা হইয়া থাকে এবং এই মহামেলায় বহু যাত্রী সমাগম হয়।

সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা।

আত্মনির্ভরতা শক্তি যেরূপ—বিশেষতঃ যখন উহা—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অপার করুণা ও মহীয়সী অনুকম্পা প্রবোধিত করিয়া আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি উদ্দীপিত করিয়া আমাদিগকে অসম সাহসিক কার্য্য সম্পাদনে প্রণোদিত করে সেইরূপ আমাদের হৃদয়-নিহিত সাহস আমাদিগকে দুরূহ ও দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন বিপত্তির সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিয়া থাকে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা আমাদের হৃদয়ে অবিচলিত ভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কৃতিত্ব লাভে উৎসাহিত করে।

বার্ক বলেন—সংসারে কঠিন পরীক্ষা এবং বিপদসঙ্কুলতাই আমাদের সাংসারিকতা শিক্ষার সোপান। ঈশ্বর আমাদের পিতৃসদৃশ রক্ষক ও মহান্ উপদেষ্টারূপে নিজ করুণায় আমাদের নানাবিষয়িনী শিক্ষার নিমিত্তই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির পথ নানাবিঘ্নরূপ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া থাকেন; যাহাতে আমরা সৎসাহস-প্রবোধিত-আত্মশক্তিবলে কর্ম্মক্ষেত্রে উহাদের সহিত ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া উহাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বকার্য্য সাধন ও আত্মশক্তির অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারি। বিপদের সম্মুখীন না হইলে আত্মশক্তির প্রস্ফুটন হয় না সুতরাং ভাগ্যবিপর্য্যয় বা বিপদ্‌পাত আমাদের শিক্ষা ও পরীক্ষার নিদান; অতএব বিপদ সমূহ অনিষ্টকারী ও বিপক্ষভাবে পরিদৃশ্যমান হইলেও পরোক্ষভাবে আমাদের মহৎ উপকারী। ঈশ্বরের সুদূর প্রসারিত দুর্ভেদ্য জটিলতাপূর্ণ অভিপ্রায়ের মর্ম্মোদ্ঘাটন মানবের অকিঞ্চিৎকর স্থূলবুদ্ধির সীমাতীত।

ফলতঃ কোন কার্য্যে আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে সফলতার পথও যেন অনায়াসলব্ধ হইয়া থাকে। কোন কার্য্য সম্পাদনে অটল একাগ্রতা থাকিলে সহস্র সহস্র প্রতিবন্ধক যেন বাত্যাবিতাড়িত মেঘমালার ন্যায়

অপসারিত হইয়া যায়। প্রবল-ইচ্ছা-শক্তিমান ব্যক্তি সর্ব্বশক্তিমান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ্ববিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ন বলিতেন —"অসম্ভব" এই বাক্যটী অভিধান হইতে একেবারে বিলুপ্ত করা উচিত কারণ উহা নির্ব্বোধের অভিধানে থাকিবার যোগ্য," 'আমি জানি না', 'আমি পারি না' ও 'অসম্ভব' এই বাক্যত্রয়ে তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। তিনি কোন কার্য্যে নিরুদ্যম বা নিরুৎসাহ বা পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। সর্ব্বদাই বলিতেন "শিক্ষা কর" "কর" ও "চেষ্টা কর" কারণ "দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাই মানবের প্রকৃত জ্ঞান"। তিনি কার্য্য মাত্রেরই সম্পাদনে সর্ব্বান্তঃকরণে নিরত থাকিতেন। তাঁহার সৈন্যগমনপথে "আল্প" পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"আল্প পর্ব্বত থাকিবে না"। তৎক্ষণাৎ "সিম্‌প্লন" নামক এক দুর্গম স্থানের উপর দিয়া তাঁহার বিপুলবাহিনীর জন্য নূতন বর্ত্ম নির্ম্মিত হইল।

তাঁহার জীবন-চরিত-রচয়িতা লিখিয়াছেন,—মানবের শক্তি সঞ্চালন এবং সাহস ও দৃঢ়তা সহকারে উহার পরিপুষ্টি সাধনে মানব কিরূপে কৃতিত্ব, উন্নতি ও গৌরবের শীর্ষতম শিখরে আরোহণ করিতে পারে নেপোলিয়ানের এই শক্তি তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এবং এই মহাশক্তির অন্ততঃ অনুপ্রমাণও মানব মাত্রেরই হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে।

সহিষ্ণুতা।

দুঃখ দারিদ্র্য কিম্বা শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার প্রপীড়ন, অনিষ্ট সংঘটন বিপদপাত কিম্বা অবমাননাস্থলে আত্মদমন অভ্যাসের নাম ধৈর্য্য বা সহিষ্ণুতা এবং এই ধৈর্য্যগুণ অভ্যাসে আমরা শোক দুঃখ ও প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী না হইয়া নীরবে অবমাননা সহ্য করিতে সক্ষম হইয়া

থাকি। এই সহনশক্তি বাস্তবিক সবল সাহসিক ও বীরোচিত প্রকৃতির পরিচায়ক। আমাদের সমগ্র আয়ুঃকাল মধ্যে এমন কি দৈনন্দিন জীবনে স্বল্প বা বৃহৎ, গুরু বা লঘু নানাবিধ বিপদ বা অনিষ্ট সংঘটন অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। আমরা ধীরভাবে এই বিপদ বা অনিষ্টনিচয় সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইলে অভ্যাসবশতঃ ইহাদের গুরুত্ব আর ততদূর অনুভূত হইবে না; বরং বিরক্তি ও রুষ্টভাব প্রকাশে ইহারা যেন বর্দ্ধিতায়তন হইয়া অধিকতর ক্লেশ ও যন্ত্রণাপ্রদ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

যেরিমি টেলার দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াও সহাস্যবদনে বলিয়াছিলেন—"দেখ, আমি এখন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত, নিঃসম্বল ও সর্ব্বস্বান্ত কিন্তু এখনও আমার সেই চন্দ্র সূর্য্য, সেই প্রিয়তমা পত্নী, ও সদয় বন্ধুগণ বর্ত্তমান। আমার বদনে পূর্ব্ব প্রফুল্লতা—অন্তরে উল্লাস ও বিবেকবাণী, সেই ঈশ্বরের অনুকম্পা, শাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা, ধর্ম্ম, ধর্ম্মবিশ্বাস, পরকালে স্বর্গের আশা, পরিপাক শক্তি, শান্তিদায়িনী নিদ্রা, অধ্যয়নশীলতা ও চিন্তাশক্তি সকলই পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যাহার এতগুলি সুখ ও আহ্লাদের নিদান বিদ্যমান সে অবিচলিতচিত্তে অনায়াসে দুঃখ ও কার্কশ্যের সহিত সৌহার্দ্দে মুষ্টিমেয় কণ্টকের উপর উপবেশনে কাতর নহে।"

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলিয়াছিলেন—ব্যসন ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আমাদের ধৈর্য্যচ্যুত হওয়া উচিত নহে কারণ আমাদের অবস্থাবিপর্য্যয় শুভ কি অশুভ তাহার নির্দ্ধারণশক্তি আমাদের নাই অথচ অধৈর্য্যেও আমরা কোন প্রকারে লাভবান হইতে পারি না; পরন্তু ধৈর্য্যাবলম্বনে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশমিত হইয়া আমরা অনেকাংশে প্রকৃতিস্থ হইতে পারি।

সহিষ্ণুতার সহিত ঔদার্য্যগুণেরও সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। কুৎসা-

কারী বা অনিষ্টপরায়ণ শত্রুর প্রতি বৈরনির্য্যাতন স্পৃহার পরিবর্ত্তে ক্ষমাপ্রদর্শনে তাহার শত্রুভাব অপগত হইয়া মিত্রভাবে পরিণত হইতে পারে। প্রতিহিংসাবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ জন্য আত্মপীড়ন ও পরপীড়ন উভয় পীড়নেই যাতনা অনুভব করিয়া থাকে। উদ্ভূত-রোষাবেগ-সংবরণে ও অনিষ্টকারী বা আততায়ীর প্রতি ক্ষমা-প্রদর্শনে আমাদের জীবনপথ নিষ্কণ্টক হইয়া থাকে। বিনয়গর্ভ ও সৌজন্যপূর্ণ মিষ্টবাক্যে বিপক্ষের ক্রোধ প্রশমিত হয়। জ্ঞানীর রসনা তাহার অন্তরে এবং নির্ব্বোধের অন্তর যেন তাহার রসনায় অবস্থিত। কোমল রাজহংস পক্ষজাত লেখনী সিংহের নখর অপেক্ষাও সাংঘাতিক আঘাত করিয়া থাকে। উদার ব্যক্তি সর্ব্বদা বিপক্ষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন, কখনই তাহার গ্লানিবাদে লেখনী ধারণ করিবেন না, সর্ব্বদা আত্মসংবরণদ্বারা সর্ব্বত্র শান্তিস্থাপন করিতে যত্নবান হওয়া উচিত। প্রশান্ত ভাব প্রদর্শনে ক্রোধীর ক্রোধশান্তি, অসৎ ব্যক্তিকে সৎ ব্যবহারে বশীভূত, নীচ ব্যক্তিকে মহত্ত্ব প্রদর্শনে আপ্যায়িত এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যে পরিতুষ্ট করিলে ঈশ্বর সর্ব্বথা মঙ্গল সাধন করিবেন।

বিনয়।

আত্মাভিমান ও আত্মশ্লাঘা অজ্ঞতাতিমিরাচ্ছন্ন অহমিকাপূর্ণ হৃদয়ের দুর্ব্বলতার নিদর্শন এবং আত্মসংযম শক্তিবলে এই দুই ঘৃণার্হ অপকর্ষ অপসারিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ যাহারা অসংযত অশিক্ষিত ও অমার্জ্জিত তাহারাই দাম্ভিক উদ্ধত ও অশিষ্টতা বাপন্ন এবং স্বীয় সঙ্কীর্ণ ও নিকৃষ্ট প্রকৃতি অনুসারে কোন বিশিষ্ট সদ্‌গুণে ভূষিত হইলেও সাহঙ্কার স্ফীতবক্ষে নিতান্ত প্রগল্‌ভভাবে আত্মগুণ-গরিমা-কীর্ত্তনে

প্রবৃত্ত হয়—যেন বিদ্যাবুদ্ধি নীতিজ্ঞান প্রভৃতি কোন বিষয়েই কেহ তাহার সমকক্ষ নহে। যে সকল ব্যক্তি স্বল্প শিক্ষিত কিম্বা যাহারা শিক্ষালাভে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহাদের মস্তিষ্ক সেই স্বল্পবিদ্যালাভপ্রসূতঃ শূন্যগর্ভ গর্ব্বে এরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া উঠে এবং আত্মসংযম শক্তির অভাবে তাহারা আপনাকে অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী ও অলোকসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া অন্ততঃ আপন মনে আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে। ইহা বাস্তবিক অতি নির্ব্বোধের কার্য্য এবং ঈদৃশ ব্যক্তিগণ সাধারণের নিকট উপহাসাস্পদ হয় মাত্র; কেবল তাহাই নহে তাহাদের ভবিষ্য উন্নতির আশাও সুদূর পরাহত হইয়া পড়ে; কারণ তাহারা আপন গরিমায় অন্ধ থাকিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চাহে না। মানব মাত্রেরই আমরণ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসব হওয়া উচিত। জীবনের এই অত্যাবশ্যক মহৎ ব্রতে উপেক্ষা প্রদর্শন নিতান্ত আলস্যপরতন্ত্র কাপুরুষের লজ্জাস্কর ও হীনতামূলক ঔদাসীন্যের পরিচয়।

আত্মসম্মানরক্ষণ সকলেরই সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য, কারণ শিষ্টাচার আত্মসম্মান ও শিষ্টতার সমানুপাতিক সংযোগ-সম্ভূত। বাহ্য আচার আন্তরিক সদ্‌বৃত্তির প্রতিরূপ মাত্র; যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি তাহার সেই-রূপ আচরণ সুতরাং সকলেরই সদাচার সদালাপ বিনয় প্রভৃতি সামাজিকতা গুণের উৎকর্ষ সাধনে নিরন্তর যত্নবান হইতে সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত।

৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মহানগরী কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুর নামক স্থানে ১৮২৪ খৃঃ অব্দে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রামধন মুখোপাধ্যায়ের ঔরসে রুক্মিণী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান এবং তাঁহার জননীও চির দুঃখিনী। ছয়মাস বয়ঃক্রম কালে হরিশ্চন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। হরিশ্চন্দ্র শৈশবে তাঁহার জননীর সহিত জননীর মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং শৈশব কাল হইতেই তাঁহার অবিচলিত ও আদর্শ মাতৃভক্তি ছিল। পাঠশালার পাঠ সমাপ্তির পর স্বীয় অগ্রজের নিকট কিঞ্চিৎ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া নিতান্ত দরিদ্রদশানিবন্ধন ভবানীপুরস্থ ইউনিয়ান স্কুলে অধ্যক্ষগণের অনুগ্রহে অবৈতনিক ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়া ৭ বৎসর কাল ঐকান্তিক শ্রম যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী ভাষায় বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

দারিদ্র্যের প্রচণ্ড কশাঘাতে প্রপীড়িত ও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া তিনি অল্পবয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টায় যত্নবান হইলেন; কিন্তু সহসা কোনরূপ কর্ম্মসংগ্রহে কৃতকার্য্য না হইয়া যৎসামান্য অনিশ্চিত দৈনন্দিন আয়ে অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে মিলিটরি অডিটার জেনেরলের আফিসে অতি সামান্য কেরাণীর পদে মাসিক পঞ্চবিংশতি মুদ্রা বেতনে প্রবিষ্ট হইয়া অসামান্য বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতায় মাসিক ৪০০৲ টাকা বেতনে সহকারী মিলিটরি অডিটার পদে উন্নীত হইলেন। তাঁহার স্বভাব-মাধুর্য্য

বশতঃ, সহসা এরূপ সৌভাগ্য-সঞ্চারে—অসম্ভাবিত ও অপ্রত্যাশিত পদোন্নতিলাভে তাঁহার হৃদয়ে অণুমাত্র অহমিকাভাবের উদয় হইল না। তিনি অধস্তন কর্ম্মচারিবর্গের সহিত সদালাপ ও অমায়িকতা পূর্ণ সুহৃদ ভাবে কার্য্য সম্পাদন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে সার্ব্বজনীন প্রীতি ও শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি এবং তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও সৌজন্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া দরিদ্র ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট নানা-বিষয়ক আবেদন পত্রাদি ইংরাজীতে অনুবাদ করাইয়া লইত সুতরাং সেই সূত্রে ব্যবহার শাস্ত্রে ও নানাবিষয়ে তাঁহার বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি হৃষ্টচিত্তে পরোপকার করিয়া উত্তরোত্তর আত্মোন্নতি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, কখন মুহূর্ত্তকাল আলস্যে অতিবাহন করেন নাই; অবকাশ কাল অভিনিবেশ সহকারে সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়নে অতিবাহিত করি-তেন। পুস্তক পাঠে তাঁহার যেরূপ অসাধারণ আগ্রহ, স্মৃতিশক্তিও তদ্রূপ প্রখরা ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিবার বিশেষ অনুরাগ ছিল; "হিন্দু-ইন্‌টেলিজেন্সার" ও "বেঙ্গল রেকর্ডার" নামক সংবাদ পত্রদ্বয়ে তিনি নিয়মিতরূপে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি লিখিতেন। পরে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে মধুসূদন রায় সর্ব্বপ্রথম "হিন্দু পেট্রি-য়ট" নামক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিলে হরিশ্চন্দ্র ঐ পত্রিকার সম্পাদক রূপে এই পত্র পরিচালন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহার গ্রাহক সংখ্যা ১০০ জন মাত্র হওয়ায় মধুসূদন রায় উহার ব্যয়ভার সম্পাদনে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইলে তিনি উহা ক্রয় করিয়া স্বয়ং উহার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হইয়া উহা পরিচালন করিতে লাগিলেন।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহকালে তৎকালীন ইংরাজী সংবাদ

পত্রের সম্পাদকগণ ভারতবাসিগণের সিপাহিদিগের সহিত গোপনে যোগদান সম্বন্ধীয় স্বকপোলকল্পিত অমূলক সন্দেহে অশেষবিধ দোষারোপ করিয়া স্ব স্ব সংবাদ পত্রের স্তম্ভ পূর্ণ করিতেন। একমাত্র হরিশ্চন্দ্রই এতদ্দেশীয়গণের হিতকামনা প্রণোদিত হইয়া রাজপুরুষগণের দেশীয়দিগের প্রতি অমূলক অবিশ্বাস ও অসন্তোষাপনোদনার্থ ঐ সকল অলীক অহিতকর ও গ্লানিজনক প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ভারতবাসিগণের আন্তরিক রাজভক্তি সম্যকরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তদানীন্তন গুণগ্রাহী প্রজাবৎসল রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং বাহাদুরও "হিন্দু পেট্রিয়টে"র প্রতি আন্তরিক আস্থা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। হরিশ্চন্দ্র রাজনীতি আন্দোলনেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে কলিকাতার "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান" নামক জমাদার সভা সংস্থাপিত হইলে হরিশ্চন্দ্র ঐ সভার অন্যতম সদস্যপদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং সুচারুরূপে সভার কার্য্য সম্পাদন করিয়া সকলের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিলেন।

তৎকালে কতিপয় জেলায় নীল-বপনোপলক্ষে নীলকর সাহেবদিগের সহিত দরিদ্র প্রজাবর্গের সাতিশয় বিরোধ উপস্থিত হয়। হরিশ্চন্দ্র ঐ সকল দুঃস্থ বিপন্ন ও নীলকর-নিপীড়িত নিরীহ কৃষিজীবী প্রজাপুঞ্জের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া তাহাদের দুঃখ-দূরীকরণ-মানসে অসঙ্কুচিত চিত্তে ও অবিচলিত-অধ্যবসায়-সহকারে উৎপীড়িত প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া "হিন্দু পেট্রিয়টে" তাহাদের দুরবস্থা-কাহিনী ও নীলকরগণের প্রবল-অত্যাচার-বিবরণ-সম্বলিত প্রবন্ধ লিখিয়া ও তাহাদিগকে নানা-প্রকারে সাহায্য করিয়া নীলকরগণের নিতান্ত বিদ্বেষ ও বিপক্ষতাভাজন হইয়া ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হইলেন। মোকদ্দমার ব্যয়ভারে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল। এদিকে নীলকরগণের মানহানির জন্য

ক্ষতি পূরণের দাবীতে তাঁহার বাসভবন নীলামে বিক্রয় হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা সমস্ত অর্থ পরিশোধ করিয়া তাঁহার বাসভবন ও মানসম্ভ্রম রক্ষা করিলেন।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে আটত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন।

বাবরের ভারত-বিজয় হইতে ইংরাজ-অভ্যুদয় কালমধ্যে ভারতের অবস্থা।

ভারতবর্ষে মোগল-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বাবরের দিল্লী-সিংহাসনা-রোহণ-কাল হইতে ইংরাজাভ্যুদয় অবধি প্রায় দ্বিসার্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে। এই উভয় রাজশক্তির অভিষেকান্তর্বর্ত্তী কাল ভারতের রাজ-নীতিক-ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিচিত্র-ঘটনা-পরম্পরায় পরিপূর্ণ। এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে ভারতের সামাজিক-অবস্থা-সম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য কোনরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। মুসলমান অধিকারের পরবর্ত্তী হিন্দু ও মুসলমানের তৎকালীন সামাজিক-সম্মিলন-সমুদ্ভূত অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তনই সমধিক পরিস্ফুটভাবে উল্লেখনীয়। যে সকল হিন্দু মুসলমানশক্তির সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিতেন তাঁহাদের ভাষা পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার-গত বৈলক্ষণ্য সহজেই স্বল্পকাল মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। সেইরূপে পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারও মুসলমানদিগের প্রতি অনেকাংশে সংক্রমিত হইয়াছিল। এইরূপে হিন্দু মুসলমান ক্রমশঃ পরস্পর মিলন-প্রবণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আকবর সাহের উদারনীতি ও অনুরঞ্জন গুণে এইরূপ সম্মিলন সত্বর সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু আরঙ্গ-

জেবের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও পক্ষপাতিতায় তাঁহার পিতামহের হিন্দু-সৌহার্দ্দ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া উভয় জাতির পরস্পর বিদ্বেষ ও অপ্রক্ষালনীয় মনোমালিন্য উৎপাদন করিয়াছিল।

সের শাহ ও আকবর শাহ কর্ত্তৃক শাসন-প্রণালীর বহু অংশে উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রদেশীয় বিভাগ "সুবাদার" বা "নবাব" অভিধেয় শাসনকর্ত্তার শাসনাধীন ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের নিম্নতন কর্ম্মচারিগণের সাহায্যে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই নিম্নতন কর্ম্মচারিগণের মধ্যে "দেওয়ান" পদমর্য্যাদায় সর্ব্বপ্রধান। দেওয়ান রাজস্ব-সংগ্রহ, সাধারণ-কার্য্য-তত্ত্বাবধান এবং রাজস্ব ও ভূসম্পত্তি-সম্বন্ধীয় অবং বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সুবাদার সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষ এবং ফৌজদারী-বিচারক-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সৈন্য-পরিচালন ও ফৌজদারী বিচার নিষ্পত্তি করিতেন। যতদিন তাঁহারা নিয়মিতরূপে দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার ও রাজকোষে নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদান করিতেন ততদিন একরূপ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব অধিকার মধ্যে নির্ব্বিবাদে আপন ঐশ্বর্য্য ভোগ ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, সম্রাট তাঁহাদের মতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহারা বংশপরম্পরাক্রমে রাজসম্পদ সম্ভোগ করিতেন।

পাঠান নৃপতিগণের শাসনকালে হিন্দুগণ যেরূপ সাধারণ ও সামরিক বিভাগে উন্নতপদে নিয়োজিত হইতেন মোগল সম্রাটগণের শাসন সময়েও হিন্দুদিগের প্রাধান্য সেইরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল। আকবরের রাজস্ব-সচিব টোডরমল্ল হিন্দুজাতীয় ছিলেন এবং তাঁহারই বুদ্ধি-কৌশলে রাজস্ব বিভাগে বিশিষ্টরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সাহজাহানের প্রধান মন্ত্রীও জনৈক স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দু।

বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় নৃপতিগণ অধীন কর্ম্মচারিবর্গ

বা অনুগৃহীত ব্যক্তিগণকে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে বা তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহ জন্য ভূসম্পত্তি প্রদান করিতেন। মুসলমানদিগের সময় ইহা "জায়গীর" নামে পরিচিত ছিল। জায়গীরদারগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজকর প্রদান পূর্ব্বক জায়গীরের তাবৎ উপস্বত্ব ভোগ করিতেন। মুসলমান নৃপতিগণ তাঁহাদের সৈনিকদিগকে নির্দ্দিষ্ট বেতনের পরিবর্ত্তে এইরূপ জায়গীর প্রদান করিতেন কিন্তু এইরূপ প্রণালীতে রাজস্ব ও রাজকীয় ভূমি সম্পত্তির সঙ্কোচসাধন অনিবার্য্য দেখিয়া আকবর শাহ জায়গীরের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ তাঁহাদের রাজত্বকালে জায়গীর প্রথা প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়াছিলেন। জায়গীরদার ব্যতীত "জমিদার" নামে অপর এক ভূস্বামী-সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহারা রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে স্ব স্ব দেয় কর প্রদান করিতেন এবং স্ব স্ব অধিকারভুক্ত স্থানে রাজশক্তি পরিচালন করিয়া শান্তিস্থাপন ও বিচার নিষ্পত্তি করিতেন এবং কখন কখন পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ ও লুণ্ঠনে নিযুক্ত হইয়া ও সুবাদারকে অতিরিক্ত করপ্রদানে তাঁহাকে তাঁহাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপে নিরস্ত করিতেন।

ভারতীয় ইতিহাস মুসলমানগণের নিকট অনেকাংশে ঋণী। মুসলমানগণ ইতিহাসগ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। তন্মধ্যে ফেরিস্তা, আবুল ফাজেল, খাফিজ খাঁ, মির গোলাম হোসেন খাঁ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলিয়া তাঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য। ফেরিস্তা আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক; তিনি আকবরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আবুল ফাজেল "আকবরনামা" ও "আইন-ই-আকবরী" নামক গ্রন্থদ্বয়ে আকবরের জীবনচরিত ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধীয় বিবরণী রচনা করিয়াছেন। মির গোলাম হোসেন খাঁ তাঁহার প্রণীত "সায়ার-উল

মুতাক্ষরিণ" নামক গ্রন্থে মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি হইতে ইংরাজ অভ্যুদয়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সহিত বঙ্গসাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীদাস ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বল রত্ন। মারহাট্টা পণ্ডিত তুকারামের মহারাষ্ট্র ভাষায় প্রণীত আধ্যাত্মিক কবিতা ও কবি তুলসীদাসের হিন্দি ভাষায় প্রণীত কবিতা মহারাষ্ট্র ও হিন্দি সাহিত্যের বিশিষ্ট উন্নতির পরিচায়ক।

মুসলমান শিল্প ভারতীয় শিল্পের বিশিষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছে। মুসলমানগণ স্থপতিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তাঁহাদিগের সূক্ষ্ম ও পরম রমণীয় শিল্পকার্য্যভূষিত এবং স্থপতিবিদ্যার চরম উৎকর্ষপরিচায়ক সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী পরম সুন্দর দৃশ্যশোভায় সমগ্র জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আগ্রায় আকবরের লোহিতবর্ণ প্রস্তর দুর্গ, সিকন্দ্রায় তাঁহার সুরম্য সমাধি মন্দির, ফতেপুরশিক্রির রাজপ্রাসাদ, জগদ্বিখ্যাত তাজমহল প্রভৃতি সাহজাহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত রম্যহর্ম্ম্যাবলী মোগল স্থপতিগণের অত্যদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য ও মার্জ্জিত রুচির উৎকৃষ্ট আদর্শ। সঙ্গীত বিদ্যারও সেইরূপ উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মোগল সাম্রাজ্যের অবনতিকালে বাণিজ্যের বিপুল পরিমাণে খর্ব্বতা লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডীয় ও ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ওলন্দাজগণ ইয়োরোপ ও ভারতীয় বাণিজ্যসম্বন্ধ বহুল পরিমাণে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগিজগণই ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের পথপ্রদর্শক।

মোগল রাজত্বের সমসাময়িক ইয়োরোপীয় পরিব্রাজকগণের লিখিত বিবরণ হইতে তদানীন্তন ভারতীয় অবস্থার বিষয় বহুল পরিমাণে অবগত

হইতে পারা যায়। কাপ্তেন হকিন্স সম্রাট জাহাঙ্গীরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি সম্রাটের চরিত্র বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জাহাঙ্গীরের কর্ম্মচারিগণের অশেষবিধ দোষ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে ভারতে পর্য্যটন বিপদসঙ্কুল ছিল। সার টমাস রো জাহাঙ্গীরের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—সম্রাট জাহাঙ্গীর নিরতিশয় বদান্য এবং সদ্‌বুদ্ধি-শালী ছিলেন। যদিও স্বয়ং সুরাপায়ী তথাপি সাধারণের সমক্ষে অতিশয় কঠোরতা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার রাজসভা জাঁকজমকে পূর্ণ এবং সচিব সদস্য ও পারিপার্শ্বিকগণ সকলেই সুসভ্য কিন্তু সাধারণতঃ অব্যবস্থচিত্ত। শাসনকার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহিত হইত। কোন কোন শাসনকর্ত্তা অতিশয় অর্থগৃধ্নু ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। কতকগুলি নগর একেবারে পরিত্যক্তাবস্থায় পতিত ছিল। শিল্পের অবস্থা নিতান্ত সন্তোষজনক। এদেশে অনেকগুলি ইয়ুরোপীয় প্রবাসী অবস্থিতি করিতেন। মুসলমানগণ তাঁহাদের প্রতি সৎ ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতেন ও তাঁহাদের যথেচ্ছ ধর্ম্মানুশীলনে কোনরূপ বিঘ্নোৎপাদন করিতেন না। মোগলদিগের সামরিক গৌরব ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল। রাজপুত ও পাঠানগণই তৎকালীন বীর্য্যবান সৈনিক মধ্যে পরিগণিত; পারসী ও উর্দ্দু তৎকালীন প্রচলিত ভাষা ছিল।

বারনিয়ার ও টেভারনিয়ার নামক দুইজন ফরাসী পরিব্রাজক তৎকালীন ভারতীয় অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যৎকালে সাহজাহানের ভ্রাতৃদ্রোহী পুত্রগণ সাম্রাজ্যলাভে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বারনিয়ার সেই সময়ে ভারতে পদার্পণ করেন। তিনি মোগল সম্রাটের গৃহচিকিৎসক নিয়োজিত হইয়া সাহজাহান, মোগল রাজপরিবার ও রাজকুমারগণের চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ্য অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আরঙ্গজেবকে অনন্যসুলভ প্রতিভা-

শালী ও রাজনীতি-বিশারদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজকোষে যেরূপ বিপুল অর্থাগম হইত তদ্রূপ ব্যয় বাহুল্যও ছিল। রাজসভা অতুল সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠাব্যঞ্জক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। বাণিজ্যের অতি বিস্তৃতির ফলে দেশ যেন স্বর্ণপ্রসবিনী হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি সাধারণ প্রজামণ্ডলী নিরতিশয় দারিদ্র্যদশা-প্রপীড়িত ছিল; কারণ মুসলমান রাজপুরুষগণ সমুদয় ধনসম্পত্তি ও উৎকৃষ্ট দ্রব্যসকল আত্মসাৎ করিয়া আপন ভোগ্যরূপে নিয়োজিত করিতেন এবং সময়ে সময়ে প্রজাবর্গ মুসলমান অত্যাচারে নিতান্ত উপদ্রুত হইয়া সন্নিহিত হিন্দু-রাজ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত। ব্যবহারবিধি সুন্দর কিন্তু বিচারকগণ উৎকোচগ্রাহী সুতরাং পক্ষপাতে রাজবিধির যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষিত হইত না। শিল্পজীবী, স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারগণ উপযুক্ত পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে কোড়া প্রহারে পুরস্কৃত হইত। বিপুল সৈন্যসংখ্যা, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ও পাঠান; হিন্দুরাজগণই সমরক্ষেত্রে শৌর্য্যবীর্য্যে রণজয় করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন। সকল প্রদেশই জনাকীর্ণ ও কৃষিবহুল ছিল তন্মধ্যে বঙ্গদেশই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর, ধনধান্যপূর্ণ, শোভা-সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও ইয়োরোপীয় বণিকগণের প্রধান বাণিজ্য স্থান। বাণিজ্যের সুবিধার্থ রাজমহল হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত প্রদেশে বহুসংখ্যক কৃত্রিম সরিৎ গঙ্গানদীর শাখারূপে খনিত হইয়াছিল। এই সকল সরিতের উভয় তট জনাকীর্ণ গ্রাম নগর ও বিশাল শস্যক্ষেত্রে শোভিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে ধান্য, শর্করা, সরিষা প্রভৃতি শস্যোৎপাদন করিত। গঙ্গার উপরিস্থ দ্বীপসকল হরিৎবর্ণ বৃক্ষগুল্মে সুশোভিত কিন্তু মোহানার নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের উপদ্রবে পরিত্যক্ত হইয়া শার্দ্দুল বন্যশূকর কুম্ভীর ও বনবিহঙ্গের আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছিল।

টেভাবনিয়ার মোগল সম্রাটগণকে এসিয়া মহাদেশে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও প্রতাপশালী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

বিবেক।

মানবমাত্রেরই অন্তঃকরণে ঈশ্বর প্রদত্ত এক মহীয়সী শক্তি নিহিত রহিয়াছে যাহার নাম বিবেক। এই বিবেক-শক্তি-প্রভাবে আমরা প্রত্যেক কর্ত্তব্য ব্যক্তব্য ও চিন্তনীয় সদসৎ বা সঙ্গতাসঙ্গত সম্বন্ধে বিচার ও সুমীমাংসায় কৃতকার্য্য হইতে পারি। আমাদের এই হিতাহিত বিচার শক্তিই সন্দেহ-জাল-জড়িত বিষয়বিশেষের কর্ত্তব্যনিরূপণে ও যাথার্থ্য-নির্ণয়ে যেন হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্থল হইতে এক অস্ফুট দৈববাণীর মত সদুপদেশ প্রদান করে—ইহাই বিবেকবাণী। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন, তাঁহার অনন্ত ও অনির্ব্বচনীয় মহিমায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ, জীবকুলের প্রতি তাঁহার সদয় যত্নে ঐকান্তিক বিশ্বাস ও নির্ভরতা এবং ঐশিক ইচ্ছাপরতন্ত্রতায় এই বিবেকবৃত্তির উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি সাধন হইয়া থাকে এই বিবেকবিহিত নীতি ও কর্ত্তব্যজ্ঞান আমাদের প্রত্যেক চিন্তা বাক্য ও কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

একদা একটী বালক যষ্টিদ্বারা একটী কূর্ম্মের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিবার জন্য অতিশয় প্রলুব্ধ হইয়া যষ্টি উত্তোলন করিবামাত্র যেন এক অশরীরী বাণী স্পষ্ট ও উচ্চৈঃস্বরে তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে নিষেধ করিল। বালক তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া জননীর নিকট আদ্যোপান্ত যথাযথ ভাবে নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন—এই নিষেধবাণী মনুষ্যের আত্মাশ্রিত ঈশ্বরের বাণী; যদি তুমি আজীবন এই বাণীর বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে যত্নবান হও তাহা হইলে এই স্বর আরও স্পষ্টরূপে

তোমার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া তোমাকে উত্তরোত্তর সৎপথে চালিত করিয়া তোমার সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করিবে; অন্যথা তোমার হৃদয় হইতে এই দিব্যবাণী একেবারে বিলুপ্ত হইয়া তোমাকে বিপদকালে, যথেচ্ছাচারে ও বিপথগমনে সতর্ক করিবে না; সুতরাং তোমার চিরজীবন দুর্দ্দশায় অতিবাহিত হইবে, অতএব দেখ বিবেকের মত বন্ধু আর নাই।

লর্ড আর্স্কিন একজন উন্নত চরিত্রবান ও অশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে যে তিনি সর্ব্বদা বিবেক-পরিচালিত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন ও কার্য্যফল ঈশ্বরের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। তিনি বলিতেন—বিবেকবাণী যেন আমার জনকমুখনিঃসৃত উপদেশ বাণীর ন্যায় সর্ব্বদা আমাকে অভ্রান্ত সত্যপথে চালিত করিয়া সর্ব্বথা সফলতা প্রদান করিয়াছে। বিবেকবশে কখন আমার কোন স্বার্থহানি হয় নাই, বরং তৎপরিবর্ত্তে দেখিয়াছি ইহাই পার্থিব উন্নতি ও অর্থোপার্জ্জনের সুপ্রশস্ত পথ।

সতর্কতা, ধীরতা, সত্যনিষ্ঠা, শ্রমশীলতা, চিত্তৌদার্য্য, কর্ত্তব্যপালন, আত্মপরীক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমষ্টিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে বিবেকের স্বর যেন অভ্রান্ত দৈববাণীর ন্যায় প্রতি কার্য্যারম্ভের প্রাক্কালেই শুভাশুভ বিজ্ঞাপিত করে।

মিতাচার

আত্মসংযমের প্রকার ভেদে মিতাচার ইহার অঙ্গীভূত। মিতাচারিতা আমাদিগের আহারবিহারাদিসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ ভোগ্যবিষয় পরিমিত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ভক্ষ্য ভোগ্য পানীয়াদি স্বাস্থ্যরক্ষার অনুরূপ পরিমাণে উপভোগ করা উচিত। প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে আহার্য্য গলাধঃকরণ করা নিতান্ত ঔদরিকতার পরিচায়ক। এবং ঈদৃশ ঔদরিকতা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টজনক। পরিমিত আহার আয়ুঃ ও বলবৃদ্ধিকর। সর্ব্বদা রসনাতৃপ্তিকর উপাদেয় আহার্য্যের বিষয় স্মরণ বা আন্দোলন কিম্বা কার্য্যতঃ উপভোগ নিতান্ত ইন্দ্রিয়সুখভোগী বিলাসীর লক্ষণ; ঈদৃশ উদরপরায়ণ ব্যক্তি অত্যাহারজনিত পীড়ায় নিরন্তর পীড়িত হইয়া শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভে বঞ্চিত হয়। এই সম্বন্ধে নানা ভাষায় নানাবিধ উদ্ধৃত পদাবলী প্রচলিত আছে—"উদরপরায়ণ ব্যক্তি দন্তদ্বারা স্বীয় কবর খনন করে। উদরই মনুষ্যের ভীষণ শত্রু।"

অমিতাচারের শোচনীয় দুর্লক্ষণ মদ্যপানেই সমধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। মদ্যপানের মাত্রাধিক্যে যে কেবল ইন্দ্রিয়াসক্তি পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে সুরার তীব্র মাদকতা গুণে সুরাসেবী লুপ্তজ্ঞান ও বিকলচিত্ত হইয়া তাহার শরীর ও মন উভয়েরই বিকৃতি ঘটে।

স্মাইল্‌স পানদোষ সম্বন্ধে জলন্তভাষায় লিখিয়াছেন—যদি এমন কোন মর্ম্মন্তুদ অত্যাচারীর অস্তিত্ব কল্পনা সম্ভবপর হইত যাহার অমানুষিক অত্যাচার ও বলপ্রয়োগে তাহার অধীন ব্যক্তিগণ স্বেদজলাপ্লুত কঠোর শ্রমার্জ্জিত অর্থের এক তৃতীয়াংশ তাহার চরণে উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইত কিম্বা যে অনিষ্টকর বস্তুবিশেষের ব্যবহারে তাহাদিগকে প্রলোভিত

ও পশুভাবাপন্ন করিয়া তাহাদেব পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা হবণ এবং তাহাদিগেব দেহে দুবাবোগ্য ব্যাধি ও অকালমৃত্যুর বীজ বপন করিত তাহা হইলে সেই অত্যাচারখর্ব্বোদ্দেশ্যে কত সভাসমিতি কত আন্দোলন অনুষ্ঠান হইত; কিন্তু তুল্যাংশে সেইরূপ নৃশংস অত্যাচাবী কাহাবও কাহারও মনোরাজ্যে অবস্থিতি করিতেছে—সেই অত্যাচারী আমাদেব অসংযত ভোগলিপ্সা! যাহার নিকট অস্ত্রবল পরাভূত, উপদেশ অনুযোগ যুক্তি তর্ক সকলই নিষ্ফলপ্রায় এবং যাহার নিকট মানব স্বেচ্ছাক্রমে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ।

সেনেকা দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডাব সম্বন্ধে বলেন—দেখ যে শৌর্য্যবীর্য্যশালী বীরপুঙ্গব স্বীয় অসামান্য ভুজবলে ও অদম্যপ্রতাপে কত সমবে বিজয়লক্ষ্মী লাভ করিয়া পুরাকালে জগতেব ইতিহাসে চিবস্মবণীয় হইয়াছেন; যিনি শীতবাতাতপাতিশয্য ও সুদূর দেশে পদব্রজে সমবাভিযান ক্লেশ অবিচলিত ভাবে ও অম্লানবদনে সহ্য কবিয়াছেন—যিনি সমবে অজেয় সেই বীরকেশবী অবশেষে মদিবাব প্রভাবে অভিভূত হইয়া সমাধি শয়নে শয়িত।

নীতিজ্ঞান-প্রণোদিত-আত্মদমন, আত্মসম্মান ও আত্মদর্শন ভিন্ন এই প্রবল শত্রুর প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতিলাভেব আর উপায়ান্তব নাই।

সন্তোষ ও প্রফুল্লতা।

সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়সহকারে শ্রমসাধ্য কার্য্যসাধনার্থ আন্তরিক সন্তোষ ও প্রফুল্লতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ সন্তোষের এইরূপ মোহিনী শক্তি যে, প্রসন্ন ও হৃষ্টমনে কার্য্যসাধনে যত্নবান হইলে বহুল শ্রমসাধ্য কার্য্যও সহজসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু হৃদয়ের এই প্রসন্নতা আবার সমবায়ীরূপে শারীরিক অনাময় ও স্বাচ্ছন্দ্যসাপেক্ষ; পক্ষান্তরে ইহা আবার অনেক পরিমাণে অভ্যাসলব্ধ। স্মাইলস্ বলেন—আমরা স্বেচ্ছামত আমাদের জীবন সুখময় বা দুঃখময় করিতে পারি; কারণ আমাদের যেরূপ অবস্থাই হউক তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেই সুখময় এবং তদ্‌বৈপরীত্য হেতু দুঃখময় অনুভূত হইয়া থাকে। আমাদের জীবনের এক পার্শ্ব অত্যুজ্জ্বল ও অপর পার্শ্ব অন্ধকারময় এবং আমরা ইচ্ছামত একপার্শ্ব গ্রহণ করিয়া তদুপযোগী অভ্যাসগঠন ও প্রকৃতির পরিপুষ্টিসাধন করিতে থাকি সুতরাং সুখময় কিম্বা দুঃখময় জীবন আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নির্ব্বাচনশক্তির অধীন। সেইরূপে আমরা ইচ্ছামত সকল বিষয়েই অন্ধকারাচ্ছন্ন পার্শ্বের পরিবর্ত্তে আলোকময় পার্শ্ব দর্শন করিবার অভ্যাস ও সঙ্কল্পে প্রবৃত্ত হইতে পারি। যখন প্রাবৃট্‌কালে গগনব্যাপী বর্ষণোন্মুখ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জে সকৌতুকে সংসক্তদৃষ্টি হইয়া থাকি তখন যুগপৎ ঐ মেঘপ্রান্তে রজতকান্তি শুভ্রোজ্জ্বল গগনশোভা দর্শন করিতে আপত্তি কি?

ইতর সারমেয় চরিত্রেও আমরা কতকগুলি সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখিতে পাই—তাহারা কত অল্পে তুষ্ট—তাহাদের কত গাঢ় সুষুপ্তি অথচ সঙ্গে সঙ্গে নিমেষমধ্যে জাগরণশীলতা—সতর্কতা—কৃতজ্ঞতা—সহিষ্ণুতা। দেখ বনচারী কিরাত ও শাকুনিকগণ নিবিড় অরণ্যে পর্ণগৃহে

বাস করিয়া সামান্য ধনুঃশর-মাত্র অবলম্বনে আরণ্যপ্রকৃতি ও আরণ্যৈশ্বর্য্যে কত সুখী ও সন্তুষ্ট। আহার্য্যদ্রব্যে যেরূপ শরীব পোষণ হয় সন্তোষগুণে সেইরূপ মনোবৃত্তির প্রসন্নতা জন্মিয়া থাকে। যাহার হৃদয় আত্মপ্রসাদে পূর্ণ সে ব্যক্তি নিরন্তর দারিদ্র্যক্লেশপ্রপীড়িত ও দুঃস্থভাবাপন্ন হইয়াও আপন মনে রাজসুখ ভোগ করিয়া থাকে। সন্তোষ স্পর্শমণির ন্যায় সুবর্ণপ্রসূঃ।

যে সকল অকল্যাণ বা অনিষ্টপরম্পরা আমাদের শ্রমশীলতাবলে বিদূরিত হইতে পারে আধিদৈবিক প্রভাবে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া নীরবে ও নিশ্চেষ্টভাবে সহ্য করা প্রকৃত সন্তোষগুণের পরিচায়ক নহে বরং ঐরূপ প্রকৃতি নিতান্ত কাপুরুষতার পরিচায়ক। ন্যায়ানুমোদিত সংবৃত্তি অবলম্বনে হীনাবস্থার উন্নতিসাধনে সাধ্যমত সচেষ্ট হওয়া উচিত অথচ যে সকল আপতিত অনিষ্ট ও বিপদাদি অনর্থপরম্পরা নিতান্ত দুষ্পরিহার্য্য বা অপ্রতিবিধেয় সে সকল ধীরভাবে ও নির্ব্বিবাদে সহ্য করাই সন্তোষের উৎকৃষ্ট পরিচায়ক। অবস্থাবিশেষে কোন বিষয়ে বঞ্চিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও অপর পক্ষে ঈশ্বরের অন্যবিধ ভূয়সী বদান্যতার বিষয় সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ অন্তরে ধন্যবাদ প্রদান করিবার প্রবৃত্তিই সন্তোষপূর্ণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ের অভ্রান্ত পরিচায়ক। যখন ইচ্ছাশক্তি চিন্তাশক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ তখন সেই ইচ্ছাশক্তিকে বিমল ও বিশুদ্ধ সুখের বিষয়ীভূত করাই উচিত।

আমাদের অধিকাংশ আয়ুঃকাল নিশ্চেষ্টতায় অতিবাহিত হইয়া থাকে। দিবসে যখন বৃত্তিলাভে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন ও মনোরঞ্জন জন্য প্রভুমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় তখন সেই জীবনাংশ দাসত্বব্যঞ্জক অধীনতায় যাপিত হয়।

নিশাকালে যখন অনিদ্রায় পলকহীননেত্রে জাগরিত হইয়া থাকি তখন হৃদয় নানা চিন্তা, নানা কল্পনা ও নানা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকে। পথপর্য্যটনে কিম্বা গৃহে অবস্থানে হৃদয় কখন শূন্যভাবে থাকিতে পারে না; কোন না কোন চিন্তার বিষয় অনিবার্য্যভাবে নিরন্তর হৃদয়মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে; হয়ত সেগুলি প্রয়োজনীয় অলীক বা অনাবশ্যক কিম্বা প্রকৃত সুখের অন্তরায়স্বরূপ। তাহাদিগকে সম্মার্গে প্রবর্ত্তিত করিলে সুখচিন্তার অভ্যাস অন্যান্য সদভ্যাসের ন্যায় হৃদয়ে অঙ্কুরিত ও ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া মন নিরন্তর সন্তোষে পূর্ণ থাকিবে।

সময়নিষ্ঠা।

সর্ব্বদা সতর্ক ও সুশৃঙ্খলভাবে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ ও তদুপযোগী কাল-নিরূপণে আমাদের শ্রমসাফল্য ও কালের সদ্ব্যবহার হইয়া আমাদিগকে কখন কালাভাব কিম্বা কর্ত্তব্যপালনে পশ্চাৎপদ্‌হেতু নিরাশভাবাপন্ন হইতে হয় না; সুতরাং যথাকালে প্রবুদ্ধ থাকিবার অভ্যাস গঠনে ও সময়ের অসদ্ব্যবহার নিবারণে তৎপর হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

কোল্‌রিজ বলেন—যদি আলস্যপবতন্ত্র ব্যক্তির হস্তে কালের অসদ্ব্যবহারহেতু তাঁহার হস্তে কালের বিনাশ সাধন হইতেছে এরূপ বলা যায় তবে যিনি কালের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহাকে কালের রক্ষক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়; আর তাঁহার কালরক্ষণ প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই তাঁহার বিবেকসম্ভূত। নির্দ্ধারিত কালে নিরূপিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠার যে কিরূপ সুফল তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে জলন্তরূপে প্রমাণিত হইবে।

একখানি বাষ্পীয় শকট বিদ্যুৎবেগে ধাবমান হইতেছিল। মস্তকোপরি এক প্রকাণ্ড খিলানের নিম্নে একই সাধারণ লৌহবর্ত্মের উপর

দিয়া দুইখানি শকট পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিয়া থাকে। এই স্থানে আর একটী শাখাবর্ত্ম প্রসারিত হইয়াছে। এক ব্যক্তি এই স্থানে এক বর্ত্ম হইতে বর্ত্মান্তরে শকটের গতি সঞ্চালিত করে। সেই ব্যক্তি কার্য্যে অনাবিষ্ট ছিল সুতরাং তাহার কর্ত্তব্যপালনে স্বল্পকালমাত্র বিলম্ব-বশতঃ আর একখানি বাষ্পীয় শকট বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া নিমেষ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ধাবমান শকটের সহিত সংঘর্ষণে শকটগুলি ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত এবং কত অমূল্য জীবন বিনষ্ট হইল।

ভীমবেগে সংগ্রাম চলিতেছে। সৈন্যদল পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া বিপক্ষের অবিশ্রান্ত অনলবর্ষণে দলে দলে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইতেছে। সান্ধ্যরবি অস্তোন্মুখ। ক্ষীয়মান সৈন্যদলের সাহায্যার্থ নবাগত সৈন্যদল অদূরে পরিদৃশ্যমান। এই শেষবার বিপুলবিক্রমে বিপক্ষবাহিনীকে আক্রমণ করিলেই বিজয়লক্ষ্মী করতলগত। যদি যথা-সময়ে সেনাপতি গ্রাউচি সসৈন্যে আসিয়া মিলিত হইতে পারিতেন তাহা হইলে নেপোলিয়ান জয়শ্রীলাভে হাস্যমুখে ওয়াটারলু সমরক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিতেন।

একব্যক্তি নরহত্যাপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া শিরশ্ছেদনার্থ বধ্যভূমিতে নীত হইয়াছিল। তাহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতিহেতু রাজদ্বারে তাহার প্রাণভিক্ষার্থ সর্ব্ববাদিসম্মত একখানি আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। সকলেই আশ্বস্তভাবে রাজার সম্মতি পত্রের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু পূর্ব্বাদিষ্ট প্রাণ-দণ্ডের শেষ মুহূর্ত্ত আগত তথাপি রাজার প্রত্যাদেশ পত্র আসিল না। ঘাতুকের খড়্গাঘাতে তাহার দ্বিখণ্ডিত মস্তক ভূমি চুম্বন করিল। এমন সময়ে এক অশ্বারোহী প্রাণদণ্ডরহিতাজ্ঞাপত্রহস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল—আর ৫ মিনিটকাল পূর্ব্বে আসিলে হতভাগ্যের প্রাণরক্ষা হইত।

দেখ এক ব্যক্তির দীর্ঘসূত্রতা ও ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সংঘটিত ক্ষণমাত্র বিলম্বে কত আবশ্যক কার্য্য, কত লোকের ভাগ্য, সমগ্র জাতীয় সুখ সম্মান এমন কি অসংখ্য অমূল্য জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতেছে। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা দীর্ঘসূত্রতা বা আলস্যবশতঃ কদাচ নিরূপিত সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইতে পারে না। আবার অনেকে "কল্য হইতে ইহা যথারীতি সম্পন্ন করিতে থাকিব"—এইরূপে কালের পর কাল—কত কাল যাপন করিয়া অবশেষে অনুতপ্ত হৃদয়ে অনন্তকালে মিলিত হইয়া থাকে। আসন্ন বিপদ্‌কালে ৫ মিনিটের মূল্য ৫ বৎসরের অধিক। ৫ মিনিটকাল অতি স্বল্প সময় কিন্তু এই ৫ মিনিটের অগ্র-পশ্চাৎ হেতু কত বহুমূল্য সম্পত্তি ও কত অমূল্য জীবন রক্ষিত বা বিনষ্ট হইতেছে। সুতরাং আলস্য দীর্ঘসূত্রতা ও ঔদাসীন্য বর্জ্জন করিয়া নিরূপিত সময়ে যথাস্থানে উপস্থিতির অভ্যাসলাভে সর্ব্বতোভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সযত্ন হওয়া উচিত।

সীতার বনবাস

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

একদিন মহর্ষি বাল্মীকি বিরলে বসিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন —"আমি যজ্ঞদর্শনে আসক্ত হইয়া এতদিন বৃথা অতিবাহিত করিলাম এ পর্য্যন্ত অভিপ্রেত সাধনের কোন উপায় নিরূপণ করিলাম না। যাহা হউক এক্ষণে কি প্রণালীতে কুশ ও লবকে রামচন্দ্রের দর্শনপথে পাতিত করি? একবারেই উহাদের দুই সহোদরকে সমভিব্যাহারে করিয়া রাজসভায় লইয়া যাই, অথবা রামচন্দ্রকে কৌশল করিয়া এখানে আনাই এবং বিরলে সকল বিষয়ের সবিশেষ কহিয়া এবং কুশ ও লবকে

দেখাইয়া সীতার পরিগ্রহ প্রার্থনা করি।" মনে মনে এইরূপ বিবিধ বিতর্ক করিয়া, পরিশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, কুশ ও লবকে রামায়ণ গান করিতে আদেশ করি। তাহারা স্থানে স্থানে গান করিলে ক্রমে ক্রমে রাজার গোচর হইবে; তখন তিনি অবশ্য স্বীয়চরিতশ্রবণ মানসে উহাদিগকে স্বসমীপে আহ্বান করিবেন এবং তাহা হইলেই বিনা প্রার্থনায় আমার অভিপ্রেত সিদ্ধি হইবে।"

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, মহর্ষি কুশ ও লবকে স্বসমীপে আহ্বান করিলেন, এবং কহিলেন, "বৎস কুশ! বৎস লব! তোমরা প্রতিদিন সময়ে সময়ে সমাহিত হইয়া, ঋষিগণের বাসকুটীরের সম্মুখে, নরপতিগণের পটমণ্ডপমণ্ডলীর পুরোভাগে, পৌরগণ ও জানপদবর্গের আবাস শ্রেণীর সমীপদেশে এবং সভাভবনের অভিমুখভাবে, মনের অনুরাগে, বীণা-সংযোগে রামায়ণ গান করিবে। যদি রাজা পরম্পরায় অবগত হইয়া, তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার সম্মুখে গান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তৎক্ষণাৎ গান করিতে আরম্ভ করিবে। আর যতক্ষণ নিকটে থাকিবে কোন প্রকার ধৃষ্টতা বা অশিষ্টতা প্রদর্শন করিবে না। রাজা সকলের পিতা, অতএব তোমরা তাঁহার প্রতি পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিবে। যদি সঙ্গীতশ্রবণে প্রীত হইয়া, রাজা অর্থ দানে উদ্যত হন, লোভপরবশ হইয়া, কদাচ তাহা গ্রহণ করিবে না, বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে নিস্পৃহতা দেখাইয়া, ধনগ্রহণে অসম্মতি প্রদর্শন করিবে; কহিবে, 'মহারাজ! আমরা বনবাসী, আমাদের ধনে প্রয়োজন কি, তপোবনে থাকিয়া ফলমূলদ্বারা প্রাণধারণ করি'। আর যদি রাজা তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন কহিবে—"আমরা বাল্মীকি শিষ্য"।

এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া, মহর্ষি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন,

এবং তাহারাও দুই সহোদরে তদীয় আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, বীণাসহযোগে মধুরস্বরে স্থানে স্থানে রামায়ণ গান করিতে আরম্ভ করিল, যে সঙ্গীত শ্রবণ করিল, সেই মোহিত ও নিস্পন্দভাবে অবস্থিত হইয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিল। না হইবেই বা কেন? প্রথমতঃ, রামের চরিত্র অতি বিচিত্র ও পরম পবিত্র; দ্বিতীয়তঃ বাল্মীকির রচনা অতি চমৎকারিণী ও যারপরনাই মনোহারিণী; তৃতীয়তঃ কুশ ও লবের রূপমাধুরী দর্শন করিলেই মোহিত হইতে হয়, তাহাতে আবার তাহাদের স্বর এমন মধুর যে উহার সহিত তুলনা করিলে কোকিলের কলরব কর্কশ বোধ হয়, চতুর্থতঃ বীণাযন্ত্রে তাহাদের যেরূপ অলৌকিক নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। যে সঙ্গীতে এ সমুদায়ের সমবায় আছে, তাহা শ্রবণ করিয়া কাহার চিত্ত অনির্ব্বচনীয় প্রীতিরসে পরিপূর্ণ না হইবে?

কিঞ্চিৎ কাল পরেই অনেকে রামের নিকট গিয়া কহিতে লাগিল— "মহারাজ! দুই সুকুমার ঋষিকুমার বীণাযন্ত্রসহযোগে আপনার চরিত্র গান করিতেছে; যে শুনিতেছে, সেই মোহিত হইতেছে। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও এমন মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করি নাই। তাহারা যমজ সহোদর। মহারাজ! মানবদেহে কেহ কখন এরূপ রূপের মাধুরী দেখে নাই। স্বরের মাধুরীর কথা অধিক কি কহিব, কিন্নরেরাও শুনিলে পরাভব স্বীকার করিবে। আর, তাহারা যে কাব্যগান করিতেছে তাহা কাহার রচনা বলিতে পারি না; কিন্তু এমন অভূতপূর্ব্ব ললিত রচনা কখন শ্রবণ করেন নাই। মহারাজ! আমাদের প্রার্থনা এই, তাহাদিগকে রাজসভায় আনাইয়া, আপনার সমক্ষে সঙ্গীত করিতে আদেশ করেন। আপনি তাহাদিগকে দেখিলে ও তাহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিলে, মোহিত হইবেন, সন্দেহ নাই।"

শ্রবণমাত্র রামের অন্তঃকরণে অতি অদ্ভুত কৌতূহলরসের সঞ্চার হইল। তখন তিনি, এক সভাসদ্ ব্রাহ্মণদ্বারা তাহাদের দুই সহোদরকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা "রাজা আহ্বান করিয়াছেন" শুনিয়া ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে, অতি বিনীতভাবে সভায় প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে অবলোকন করিবামাত্র, রামের হৃদয়ে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল। প্রীতিরস অথবা বিষাদবিষ সহসা সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইল, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না; কিয়ৎক্ষণ, বিভ্রান্তচিত্তের ন্যায়, সেই দুই কুমারকে নিস্পন্দনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং অকস্মাৎ এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল কেন, কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, চিত্রার্পিত প্রায় উপবিষ্ট রহিলেন।

কুমারেরা ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিল, এবং সমুচিত প্রদেশে উপবেশন করিয়া, যথোচিত বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ! আমাদিগকে কিজন্য আহ্বান করিয়াছেন?" তাহারা সন্নিহিত হইলে, রাম তাহাদের কলেবরে আপনার ও জানকীর অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিকলচিত্ত হইলেন। কিন্তু তৎকালে, রাজসভায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল, এই নিমিত্ত অতি কষ্টে চিত্তের চাঞ্চল্য সংবরণ করিয়া, সম্পূর্ণ অপ্রতিভের ন্যায় কহিলেন, "শুনিলাম তোমরা অপূর্ব্ব গান করিতে পার; যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মোহিত হইয়া প্রশংসা করিতেছেন। এজন্য আমিও তোমাদের সঙ্গীত শুনিবার মানস করিয়াছি। যদি তোমাদের অভিমত হয়, কিঞ্চিৎ গান করিয়া আমাকে প্রীতিপ্রদান কর"। তাহারা বলিল—"মহারাজ! আমরা যে কাব্য গান করিয়া থাকি, তাহা অতি বিস্তৃত; তাহাতে মহারাজের

চরিত্র সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা আপনার সমক্ষে ঐ কাব্যের কোন্ অংশ গান করিব, আদেশ করুন।"

সেই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া অবধি রামের চিত্ত এত চঞ্চল ও সীতাশোক এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে লোকলজ্জাভয়ে আর ধৈর্য্যাবলম্বন করা অসাধ্য ভাবিয়া, তিনি সহসা সভাভঙ্গ করিয়া, বিজন প্রদেশ সেবার নিমিত্ত, অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন; এজন্য কহিলেন "অদ্য তোমরা নিজ অভিপ্রায়ানুরূপ যে কোন অংশ গান কর, কল্য প্রভাত অবধি প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া তোমাদের মুখে সমুদয় কাব্য শ্রবণ করিব।" তাহারা "যে আজ্ঞা মহারাজ!" বলিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক মোহিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাম, কবির পাণ্ডিত্য ও রচনার লালিত্য-দর্শনে চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কাব্য কাহার রচিত, কাহাব নিকটেই বা তোমরা সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছ?" তাহারা বলিল "মহাবাজ! এই কাব্য ভগবান বাল্মীকির রচিত; আমরা তাঁহাব তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি এবং তাঁহার নিকটেই সমুদয় শিক্ষা করিয়াছি।" তখন রাম কহিলেন—"ভগবান বাল্মীকি স্বরচিত কাব্যে অতি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অল্প শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারা যায় না। কিন্তু অদ্য তোমাদের অনেক পরিশ্রম হইয়াছে, আর তোমাদিগকে অধিক কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; আজি তোমরা আবাসে গমন কর।"

এই বলিয়া তাহাদের দুই সহোদরকে বিদায় করিয়া রাম সে দিবস অতি সত্বর সভাভঙ্গ করিলেন এবং আপন বাসভবনে প্রবেশ করিয়া একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এই দুই কুমারকে অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ এত আকুল হইল কেন বুঝিতে পারিতেছি না।

আপন সন্তানকে দেখিলে লোকের চিত্তে যেরূপ স্নেহ ও বাৎসল্যরসের সঞ্চার হয় বলিয়া শুনিতে পাই, আমারও ইহাদের দেখিয়া ঠিক সেইরূপ হইতেছে। কিন্তু এরূপ হইবার কোন কারণই দেখিতেছি না। ইহারা ঋষিকুমার। আর যদিই বা ঋষিকুমার না হয়, তাহা হইলেই বা আমার সে আশা করিবার সম্ভাবনা কি? আমি যে অবস্থায় যেরূপে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, তাহাতে তিনি দুঃসহ শোকে ও দুরপনেয় অপমানভবে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, হয় তিনি আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, নয়, দুরন্ত হিংস্র জন্তু তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে। তিনি যে তেমন অবস্থায় প্রাণধারণে সমর্থ হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করিয়াছেন, এবং তাহাদের লালন পালন করিতে পারিয়াছেন, এরূপ আশা করা নিতান্ত দুরাশা মাত্র। আমি যেরূপ হতভাগ্য তাহাতে এত সৌভাগ্য কোন ক্রমেই সম্ভবিতে পারে না।

এই বলিয়া একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া রাম অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন "কিন্তু ইহাদের আকার প্রকার দেখিলে, ক্ষত্রিয়কুমার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। অধিক কি, উহাদের কলেবরে আমার অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। দেখিলেই আমার প্রতিরূপ বলিয়া বিলক্ষণ বোধ হয়। আর অভিনিবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিলে সীতার অবয়ব-সৌসাদৃশ্য নিঃসংশয়িতরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে; ভ্রূ, নয়ন, নাসিকা, কর্ণ, চিবুক, ওষ্ঠ ও দন্তপংক্তিতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এত সৌসাদৃশ্য কি কেবল অনিমিত্ত ঘটনামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে? আর ইহারা কহিল, বাল্মীকি-তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছে। আমিও লক্ষ্মণকে, সীতারে বাল্মীকি-তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে

কহিয়াছিলাম। হয়ত মহর্ষি কারুণ্যবশতঃ সীতারে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন, তথায় তিনি এই দুই যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। লক্ষণ দেখিয়া সকলে এরূপ সম্ভাবনা করিতেন যে জানকী গর্ভযুগল ধারণ করিয়াছেন। এ সকল আলোচনা করিলে, আমার আশা নিতান্ত দুরাশা বলিয়া বোধ হয় না। অথবা আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া, অনর্থক আপনাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছি। যখন আমি নৃশংস রাক্ষসের ন্যায় নিতান্ত নির্দ্দয় ও নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া তাদৃশী পতিপ্রাণা কামিনীরে সম্পূর্ণ নিরপরাধে বনবাস দিয়াছি, তখন আর সে সব আশা করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। হা প্রিয়ে! তুমি তেমন সাধুশীলা ও সবলহৃদয়া হইয়া কেন এমন দুঃশীলের ও ক্রূরহৃদয়ের হস্তে পড়িয়াছিলে? আমি যখন তোমায় নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধাচারিণী জানিয়াও অনায়াসে বনবাস দিতে ও বনবাস দিয়া এ পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করিতে পারিয়াছি তখন আমা অপেক্ষা নৃশংস ও পাষাণহৃদয় আর কে আছে?"

এই প্রকার আক্ষেপ করিতে করিতে, দুঃসহ-শোকভরে-অভিভূত হইয়া, রাম বিচেতনপ্রায় হইলেন এবং অবিরলধারায় বাষ্পবারি বিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, "বাল্মীকি সীতারে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন এবং সীতা তথায় এই দুই যমজ তনয় প্রসব করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা যে প্রকৃত ঋষিকুমার নহে তাহার এক দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আকার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহারা অল্পদিনমাত্র উপনীত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের অধিক নহে; বোধ হয় একাদশ বর্ষে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়কুমার না হইলে এ বয়সে উপনয়ন হইবে

কেন? প্রকৃত ঋষি-কুমার হইলে, মহর্ষি অবশ্যই অষ্টমবর্ষে ইঁহাদের সংস্কার সম্পাদন করিতেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত উপনীত ঋষিকুমারদিগের যেরূপ বেশ হয়, ইহাদের বেশ সর্ব্বাংশে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে না। যদি ইহারা ক্ষত্রিয়কুমার হয়, তাহা হইলে ইহাদের সীতার সন্তান হওয়া যত সম্ভব, অন্যের সন্তান হওয়া তত সম্ভব বোধ হয় না। কারণ অন্য ক্ষত্রিয় সন্তানের তপোবনে প্রতিপালিত ও উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা কি? আমার মত হতভাগ্য লোকের সন্তান না হইলে ইহাদের কদাচ এ অবস্থা ঘটিত না।"

মনে মনে এইরূপ বিতর্ক ও আক্ষেপ করিয়া রাম কহিতে লাগিলেন, "যদি প্রিয়া এ পর্য্যন্ত জীবিতা থাকেন, এবং এই দুই কুমার আমার তনয় হয় তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হয়। প্রিয়া পুনরায় আমার নয়নের ও হৃদয়ের আনন্দদায়িনী হইবেন, ইহা ভাবিলেও আমার সর্ব্বশরীর অমৃত-রসে অভিষিক্ত হয়।" এই বলিয়া যেন সীতার সহিত সমাগম অবধারিত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া কহিতে লাগিলেন, "এই দীর্ঘ বিয়োগের পর যখন প্রথম সমাগম হইবে তখন বোধ হয় আমি আহ্লাদে অধৈর্য্য হইব, প্রিয়ারও আহ্লাদের একশেষ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রথম সমাগমক্ষণে উভয়েরই আনন্দাশ্রুপ্রবাহ প্রবলবেগে বাহিত হইতে থাকিবে।" কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া, হর্ষবাষ্প বিসর্জ্জন করিলেন। পরক্ষণেই এই চিন্তা উপস্থিত হইল যে, আমি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে প্রিয়ার সহিত সমাগম হইলে, কেমন করিয়া তাঁহার নিকট মুখ দেখাইব। অথবা তিনি যেরূপ সাধুশীলা ও সরলহৃদয়া, তাহাতে অনায়াসেই আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি দেখিবামাত্র তাঁহার চরণে ধরিয়া, বিনয়-বচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিব। কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার এই চিন্তা উপস্থিত হইল যে, পাছে প্রজালোকে

ঘৃণা ও বিরাগ প্রদর্শন করে এই আশঙ্কায় আমি প্রিয়ারে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছি; এক্ষণে যদি তাঁহাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে পুনরায় সেই আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। এতকাল আপনাকে ও প্রিয়াকে দুঃসহ বিরহ যাতনায় যে দগ্ধ করিলাম, সে ত সকলই বিফল হইয়া যায়।"

এই বলিয়া নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, রাম কিয়ৎক্ষণ অপ্রসন্ন মনে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর, সহসা উদ্ভূত-রোষাবেশ-সহকারে কহিতে লাগিলেন, "আর আমি অমূলক লোকাপবাদে আস্থা প্রদর্শন করিব না। অতঃপর প্রিয়ারে গ্রহণ করিলে যদি প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয়, হউক, আর আমি তাহাদের ছন্দানুবৃত্তি করিতে পারিব না। আমি যথেষ্ট করিয়াছি। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, কে কখন আমার ন্যায় আত্মবঞ্চন করিয়াছে? প্রথমেই প্রিয়ারে বনবাস দেওয়াই নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম হইয়াছে। এক্ষণে আমি অবশ্যই তাঁহারে গ্রহণ করিব। নিতান্ত না হয় ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, প্রিয়া সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিব। প্রিয়া-বিরহিত হইয়া রাজ্যভোগ অপেক্ষা, তাঁহার সমভিব্যাহারে বনবাস আমার পক্ষে সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর, তাহার সন্দেহ নাই।"

রাম আহার-নিদ্রা-পরিহার-পূর্ব্বক এইরূপ বহুবিধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রজনী যাপন করিলেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা।

সন্তোষ ও প্রফুল্লতাশীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মানসিক প্রসন্নতা বহুল পরিমাণে শারীরিক-স্বচ্ছন্দতা-সাপেক্ষ এবং শরীর সুস্থ থাকিলে সুচারুরূপে হৃষ্ট ও একাগ্রচিত্তে কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অভিলাষ জন্মে। যদিও পীড়িতাবস্থায় আমাদের সহিষ্ণুতাসহকারে ধৈর্য্যাভ্যাসের প্রশস্ত সুযোগ লাভ হয়, তথাপি আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া অতি অবশ্য কর্ত্তব্য।

মিতাচারিতা ও পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যরক্ষার দুইটী প্রকৃষ্ট ও অন্যতম উপাদান; কারণ অমিতাচার ও অপরিচ্ছন্নতা যেরূপ আমাদের দৈহিক অনিষ্টকর সেইরূপ অপরের চক্ষেও ঘৃণাজনক। পরিচ্ছন্নতাই দেবভাব-সূচক শুচিভাবের পরিচায়ক। সাময়িক স্নান; অঙ্গপ্রক্ষালন ও দেহ-মার্জ্জনাদিদ্বারা কেবলমাত্র দেহের মালিন্য দূর করিলেই যে পরিচ্ছন্নতা-জনিত স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল তাহা নহে; পরিধেয় বস্ত্রাদিও সেইরূপ সর্ব্বদা প্রক্ষালনদ্বারা পরিষ্কার রাখা ও পরিবর্ত্তনানন্তর কিয়ৎক্ষণ উন্মুক্তভাবে রৌদ্রে রাখা উচিত। বাসভবনের অভ্যন্তরভাগ ও বহির্দ্দেশের চতুস্পার্শ তুল্যাংশে পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য; এবং গৃহমধ্যে পর্য্যাপ্ত রৌদ্র প্রবেশ ও নির্ম্মল বায়ুসঞ্চালন আবশ্যক ও গৃহের অভ্যন্তরস্থ ও বহির্দ্দেশে পতিত গলিত ও পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনা ও পঙ্কিল দূষিত পদার্থ অবিলম্বে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য; বিসূচিকা ও প্রবল জ্বরাদি পীড়া এই সকল দূষিত পদার্থের বিষাক্ত-দুর্গন্ধময়-বাষ্প-আঘ্রাণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপেক্ষা প্রদর্শনের অন্যতম ফল।

মিতাচারিতা ও পরিচ্ছন্নতা ব্যতীত স্বাস্থ্যরক্ষার আরও অন্যবিধ

আবশ্যক উপাদান আছে—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল বায়ুসেবন। গৃহমধ্যস্থ রুদ্ধ বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রমে বিষাক্ত হইয়া থাকে; সুতরাং রুদ্ধ-বায়ুপূর্ণ সঙ্কীর্ণায়তন প্রকোষ্ঠে বহু সংখ্যক ব্যক্তির একত্র শয়ন করা উচিত নহে। এইরূপ স্বল্পায়তন গৃহে জনতাধিক্যবশতঃ বিশুদ্ধ বায়ু অভাবেই সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক অনুষ্ঠিত ইতিহাসবিখ্যাত অন্ধকূপহত্যায় একরাত্রি মধ্যে ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩ জন মাত্র জীবিত ছিল। বায়ু উত্তপ্ত হইলে নিম্নস্তরের শীতল বায়ু অপেক্ষা লঘুভাব ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধ-গামী হয় সুতরাং প্রশ্বাসদূষিত দ্ব্যম্ল-অঙ্গারক বায়ু লঘু আকারে গৃহের উপরে শীতল বায়ুর উপরিতন স্থানে ভাসমান হইতে থাকে; এই জন্য গৃহের দেওয়ালের শীর্ষদেশে নিঃশ্বাসদূষিত-উষ্ণ-বায়ু-নির্গম ও শীতল বিশুদ্ধ বহির্বায়ুপ্রবেশজন্য গবাক্ষ বা ছিদ্র রাখা কর্ত্তব্য।

আলোক ও উত্তাপ স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম উপাদান। আর্দ্র ভূমি-তলে শয়ন ও উপবেশন এবং অধিকক্ষণ আর্দ্রবস্ত্রে অবস্থিতি এবং অত্যধিক শৈত্যক্রিয়া বা অনাবৃত দেহে অধিকক্ষণ শীতল বায়ু সেবন সর্ব্বদা পরিহার্য্য।

আহারীয় দ্রব্য উপাদেয় পুষ্টিকর ও রসনাতৃপ্তিকর হইলেও ভোজন-সুখ-উপভোগ জন্য অপরিমিত ভোজন করা উচিত নহে। সর্ব্বদা ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তি-অনুসারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লঘুপাক অথচ শরীর পোষণোপযোগী উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ দ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃ-করণ করা উচিত; নতুবা পাকযন্ত্র প্রপীড়িত হইয়া উদরাময়, অম্ল প্রভৃতি ক্লেশসাধ্য পীড়া উৎপাদন করে। রন্ধন, পানীয় ও স্নানার্থ নির্ম্মল জল ব্যবহার করা উচিত। বিশুদ্ধ জলাভাবে বালুকা ও অঙ্গারপূর্ণ কয়েকটী সচ্ছিদ্র মৃৎপাত্র উপর্য্যুপরি রাখিয়া অবিশুদ্ধ জল পরিস্রুত করিয়া লইলে বিশুদ্ধ জল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অপক্ক ফলাদি ভক্ষণ করা উচিত নহে। শারীরিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে উপযুক্ত পরিমাণে ব্যায়াম অভ্যাস করা উচিত; ব্যায়াম দ্বারা শরীরের মাংসপেশী দৃঢ় ও কর্ম্মক্ষম হইয়া থাকে; এবং শারীরিক বলাধান, শ্রমসহিষ্ণুতা, ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সকল ইন্দ্রিয়ের সুষুপ্তিলব্ধ উপযুক্ত বিশ্রামও আবশ্যক। অভ্যাস ও শারীরিক অবস্থাভেদে প্রত্যহ রাত্রে ৬ ঘণ্টা হইতে ৯ ঘণ্টা কাল নিদ্রাসুখ ভোগ করা উচিত।

প্রকৃতির নিয়মপালনে পরাঙ্মুখ হইলে তাহার দণ্ডস্বরূপ আমরা নানাবিধ ব্যাধির প্রকোপে প্রপীড়িত হইয়া থাকি। স্বাস্থ্যরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শনে জগতে কত দুরারোগ্য ব্যাধির উৎপত্তি ও অসংখ্য ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবগণকে আজীবন শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালমৃত্যু আলিঙ্গন করিতেছে। যদিও মৃত্যু মরজগতের অপরিবর্ত্তনীয় ও অপরিহার্য্য নিয়ম, তথাপি যথাসাধ্য স্বাস্থ্যরক্ষণে যত্নবান হইলে মানব অশীতিবর্ষবয়সে বার্দ্ধক্য উপভোগ করিয়া সৎকার্য্যলব্ধ যশার্জ্জন ও পুণ্যসঞ্চয় করতঃ মানবজন্মলাভের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা লাভ করিতে পারে। অন্তিমে ব্যাধিক্লিষ্ট, সর্ব্ব-সুখে-বঞ্চিত ও জীবন্মৃত ভাবে অসার জীবনভার বহন করা কদাচ স্পৃহণীয় নহে।

সাহিত্য-কুসুম।

প্রথম ভাগ।

পদ্য।

আশা-বিনোদ।

Translated from "Pleasures of Hope" by Campbell.

যবে শোভে ইন্দ্রধনু নিদাঘ-সন্ধ্যায়,
উজ্জ্বল-ভূধর-শিরে বিচিত্র তোরণ;
কেন আঁখি ভাবাবেশে অদ্রি পানে ধায়
ভানুদীপ্ত শির যার চুম্বিছে গগন?
কেন সে অচল মাখি ছায়ার বরণ,
প্রকৃতির চিত্র হ'তে রম্য দরশন?

দূরতায় করে তায় দৃশ্য-বিমোহন,
নীলিম বরণ এবে ভূধরে সাজায়;

(আমি) সেই মত যাপি কাল করিতে দর্শন,
ইষ্ট-সুখ জীবনের অনন্ত পন্থায়।
সুদূর-ভবিষ্য-দৃশ্য ক্ষীণ-দরশন,
অতীত ঘটন হতে মুগ্ধ করে মন।

বিস্মৃতির তমোগর্ভে প্রত্যেক মূরতি,
কল্পনা-উদ্ভূত দিব্য-জ্যোতিঃ-বিকিরণ;
কোন্ শক্তি-সঞ্জীবনে আঁখি ধায় মাতি
ভেদিবারে ভবিষ্যৎ-তমঃ-আবরণ?
প্রজ্ঞা দিব্য-শক্তি-বলে সক্ষম প্রদানে
ভবিষ্যৎ-সুখ-কাল পূর্ব্ব আভাষণে?

প্রজ্ঞা নরভাগ্য করে আঁধারে দর্শন,
দৃষ্টির পরিধি তা'র সংযত সীমায়;
প্রজ্ঞা যদি চিত্র এবে করে প্রদর্শন
সে চিত্র স্বভাব-চিত্র কঠোরতাময়;
কিন্তু আশা! তুমি স্বর্গ-জ্যোতিঃ-প্রভাসিত
সুদূর আনন্দ নেত্রে কর বিভাষিত।

তব আশ্বাসনী শক্তি উদ্ভ্রান্ত পরাণে
ম্রিয়মাণা মনোবৃত্তি করে সঞ্জীবিতা;
তব স্পর্শে জাগি হেরি তব সখিগণে
তব আজ্ঞাধীনা সবে হয় সম্মিলিতা;
তোমার আদেশে যথা তথা সঞ্চরণ;
আনন্দ-গৌরব-পথে করে বিচরণ।

গ্রাম্য সমাধিক্ষেত্রে বিষাদ-গাথা।

Translated from "An Elegy written in a Country churchyard" by *Gray*.

সান্ধ্য-ঘণ্টা-রোলে ঘোষে দিবা অবসান,
হাম্বারবে গোষ্ঠে গাভী মন্থর গমন;
ক্লান্ত-পদে গৃহ-মুখে ফিরিছে কৃষাণ,
আঁধারে—আমারে বিশ্ব করি সমর্পণ।

অনুজ্জ্বল ভূমি-চিত্র আঁধারে বিলীন,
নীরব স্তম্ভিত এবে রহে সমীরণ,
ঝিল্লী সুধু চক্রাকারে সরবে উড্ডীন,
তন্দ্রিত ঘণ্টিকা-রবে সুপ্ত মেষগণ;

"আইভী"-লতা-বিজড়িত সৌধ-শিরে বসি,
বিষণ্ণ পেচকী চন্দ্রে করে আবেদন,
যবে কোন পথভ্রান্ত পান্থ তথা আসি
নির্জ্জন আবাসে করে বিঘ্ন-উৎপাদন।

প্রাচীন "এলম্"-তলে "ইউ"-তরু-ছায়,
বিগলিত-মৃৎ স্তূপে তৃণ-আস্তরণ;
সঙ্কীর্ণভূকক্ষমাঝে সমাধি-শয্যায়
পল্লী-পিতৃ গণ চির-নিদ্রায় মগন;

সুরভি-পূরিত-মন্দ-প্রভাত-পবন,
তৃণ-বিনির্ম্মিত নীড়ে চাতক-কূজন,
কুক্কুট-কর্কশ-কণ্ঠ, শৃঙ্গ-নিনাদন,
সমাধি-শয়ন হ'তে জাগাবে না পুনঃ।

জ্বলিবে না চুল্লী তা'র কৃশানু-সেবনে,
গৃহিণীর সান্ধ্য কার্য্যে নাহি নিয়োজন ঃ
আধ ভাষে ধেয়ে শিশু পিতৃ-আগমনে
বসিবে না পিতৃ-অঙ্কে লভিতে চুম্বন।

করিয়াছে তা'রা কত শস্য আহরণ ;
সুকঠিন ক্ষেত্র-ভূমে হল-সঞ্চালন ;
গোষ্ঠে বলীবর্দ্দ লয়ে সহর্ষে গমন !
সবল কুঠারাঘাতে অটবী-ছেদন !

যেন নাহি উপহাসে উচ্চ অভিলাষ,
কৃষি-স্বল্প-সুখ-শ্রম-অজ্ঞাত-জীবন ;
সম্ভ্রান্ত-বদনে কিম্বা অবজ্ঞার হাস,
সামান্য আখ্যান তা'র করিয়া শ্রবণ।

শক্তির গৌরব, আভিজাত্য-অভিমান,
সুরূপ-সম্পত্তি-লব্ধ অবদান যত,
তুল্যরূপে দুর্নিবার-কালে লীয়মান ;
গৌরবের পথ মৃত্যুমুখে প্রধাবিত।

স্মৃতি যদি কীর্ত্তি-স্তম্ভ না করে নির্ম্মাণ,
দোষারোপ করিও না গরবিত জন,
(যেথা) মন্দিরের পার্শ্ব হ'তে বিচিত্র খিলান,
ধ্বনিময় স্তোত্র সহ প্রশংসাকীর্ত্তন।

চিতা-ভস্ম, কীর্ত্তি-স্তম্ভ, সদৃশ মূরতি,
পারে পুনঃ প্রাণবায়ু দেহে সঞ্চারিতে ?
ধূলিরাশি সঞ্জীবিতে পারে মৃতে স্তুতি,
তোষামোদে বধির সে শ্রবণে তুষিতে ?

হয়ত এ উপেক্ষিত সমাধি-শয়নে
স্বর্গীয়-প্রতিভা-পূর্ণ কতই হৃদয় ;
কত বাহু রাজদণ্ড সক্ষম ধারণে,
বীণার নিক্কণে প্রাণ মোহিত নিশ্চয়।

জ্ঞান-গ্রন্থ তা'র নেত্রে নহে উন্মোচিত,
কালের গৌরব কীর্ত্তি যাহাতে বর্ণন ;
দারিদ্র্য-পীড়নে তা'র হয়েছে দমিত,
অন্তর-প্রবাহ আর সাধু উত্তেজন।

অমল-কোমল-প্রভা অসংখ্য রতনে,
সাগর অতল-গর্ভে আঁধারে লুকায় ;
কুসুম-স্তবক কত সলাজে গোপনে,
ফুটি মরু-সমীরণে মাধুরী বিলায়।

তথা—হামডেন্ সম গ্রাম্যবীর কোন জন,
নিজ ক্ষেত্র-দ্রোহী জনে দমিতে সক্ষম ;
কবিত্ব-কল্পনে কেহ সাক্ষাৎ মিণ্টন ;
(কেহ) দেশরক্তে অরঞ্জিত ক্রমোয়েল সম।

নহে ভাগ্যে তা'র—
বাগ্মিতায় সভাস্থলে প্রশংসা-অর্জ্জিতে,
নেতৃত্বের বিঘ্ন-ধ্বংস তথা উপেক্ষিতে,
হাস্যময় দেশে সুখ বর্দ্ধন করিতে,
জাতীয় নয়নে নিজ সাফল্য হেরিতে ;

হীন ভাগ্যবশে স্বল্প-মহত্ত্ব-সাধন,
গুরু পাপ-ভারে নহে চিত কলুষিত ;
শোণিত সন্তরি নহে লব্ধ সিংহাসন ;
যেবা কভু নহে দয়া-ধর্ম্ম-বিরহিত।

(নহে) জ্ঞাত-সত্য-অপলাপ-বেদন সহিতে,
কিম্বা অকপট লজ্জা-রাগ-প্রশমিতে,
বিলাস-মন্দির গর্ব্বে পূরণ করিতে,
সুরভি-পূরিত-ধূপ-অগ্নি জ্বালাইতে ;

উচ্ছৃঙ্খল-প্রতিদ্বন্দ্বী-দ্বন্দ্ব হ'তে দূরে,
(যেথা) প্রশান্ত বাসনা তার নহে বিচলিত ;
স্নিগ্ধ-শান্ত জনশূন্য-জীবন-প্রান্তরে,
নীরব করম-স্রোত ছিল প্রবাহিত।

অসম্মান হোতে অস্থি করিতে রক্ষণ,
ভঙ্গুর-স্মরণ-স্তম্ভ করি উত্তোলন,
উদ্ভট-কবিতা আর ভাস্কর-গঠন,
যাহা হেরি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে পান্থজন।

(তাদের) নাম-বর্ষ নিরক্ষর-ভাস্কর-ক্ষোদিত,
শোক-গীতি, কীর্ত্তিস্থল করে সম্পূরণ :
পদাবলী শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত,
শিক্ষা দেয় পল্লী-জনে সুখের মরণ :

নির্ব্বাক-বিস্মৃতি-গর্ভে হইতে মগন,
কে ত্যজেছে চিন্তাময় সুখের জীবনে ?
তেয়াগিতে ভানু-দীপ্ত উজ্জ্বল ভুবন,
পশ্চাতে হেরেনি এবে সংসক্ত লোচনে ?

মুমূর্ষুর আত্মা প্রিয়-বক্ষ আলম্বিয়া,
মুদিত নয়নে চাহে পূত নেত্রাসার ॥
স্বভাবের স্বর উঠে সমাধি ভেদিয়া,
মোদের ভস্মেতে জাগে তেজ-বহ্নি তা'র ॥

অবোধ জগত নৃপে হয় অবনত,
গৌরবে সাহসে, কৃতিজনে দেব জ্ঞান ;
ভাবে না নির্ব্বিঘ্ন তার নির্দ্দোষ-প্রসূত,
ক্ষমতা প্রতিভা নহে তাহার সমান ।

হের কি বিমল শান্তি হ'য়ে বিরাজিত,
প্রশমিছে উচ্ছৃঙ্খল চিত্তের উচ্ছ্বাস ;
ভূমি ভেদি ক্ষীণ স্বর হইয়া উত্থিত ;
প্রদানিছে অনন্ত শান্তির পূর্ব্বাভাষ ।

বিবেকের সহ এবে নিয়ত সংগ্রামে,
অনন্ত বাসনা চিন্তা করোনা সঞ্চিত ;
নিরজনে শান্তিময় এ জীবন-ভূমে,
ভাগ্যের নীরব স্রোত হোক প্রবাহিত ॥

কবিবর ! অনাদৃত মৃত জনে স্মরি,
করহ বর্ণন তার সরল আখ্যান ;
ভাগ্যক্রমে নিভৃত চিন্তায় অনুসরি,
কেহ যদি তব ভাগ্য করয়ে সন্ধান,

গ্রাম্য বৃদ্ধ সম্ভবতঃ দিবে এ উত্তর,
হেরিয়াছি সদা মোরা তাঁরে ঊষাকালে,
শিশির-নিষিক্ত পথে গমনে তৎপর,
হেরিতে প্রভাত-রবি গগন-মণ্ডলে ॥

বায়ুভরে আন্দোলিত "বিচ্" বৃক্ষ-তলে,
মালাকারে মূল যা'র ঊর্দ্ধে বিলম্বিত ,
অসম্বর ভাবে শুয়ে মধ্য-অহ্ন-কালে,
হেরিতে তটিনী কল-নাদে প্রবাহিত ॥

শ্যামল-অটবী-প্রান্তে হেরিয়াছি পুনঃ,
শ্রমান্তে সায়াহ্নে তাঁরে নিরত ভ্রমণে ;
(যবে) বিদায়-সঙ্গীত গাহি চক্রবাকগণ,
ছল ছল নেত্রে ধায় দিনমণি সনে ॥

সেই বনভূমি মাঝে (যেন) ঘৃণায় সস্মিত,
ভ্রমিতেন মনোভাব করি উচ্চারিত ;
(এবে) নত-শির, শোক-শীর্ণ, চিত বিষাদিত,
(যেন) পরিত্যক্ত, চিন্তাজীর্ণ, প্রেমে প্রতারিত ॥

না হেরিনু একদিন তাঁরে শৈলোপরে,
শষ্প-ক্ষেত্রে কিম্বা তাঁর প্রিয় তরুমূলে :
পরদিন প্রাতে না হেরিনু নদী-তীরে,
ভ্রমিতে প্রান্তরে কিম্বা বনভূমি-তলে ॥

পরদিন শোকযাত্রা শোকের সঙ্গীত,
শবাধারে তাঁর শব হেরি বহমান :
এস এস ! পাঠ কর এ বিষাদ-গীত,
ক্ষোদিত পাষাণ-গাত্রে হেথা বিদ্যমান :
বর্ষের প্রারম্ভে হেরি আস্তীর্ণ হেথায়,
অদৃশ্য হস্তেতে শুভ-পুষ্প-বরিষণ ;
বিহঙ্গ কূজনে রত নির্ম্মিয়া কুলায়,
ক্ষুদ্র পদচিহ্ন হেরি ভূমিতে অঙ্কন ॥

সমাধি-প্রস্তরে ক্ষোদিত লিপি।

ধরণীর কোলে শুয়ে লভিছে বিরাম,
যশভাগ্য-অজ্ঞাত সে যুবক হেথায় ;
বিদ্যা-বিড়ম্বিত নহে সামান্য জনম,
বিষাদের প্রিয়জন বিষাদেই রয় ॥

বহু দানশীল তার অন্তর সরল ;
লভেছিল স্বর্গ হ'তে দিব্য প্রতিদান :
প্রদানি দরিদ্রে এক বিন্দু অশ্রুজল ;
স্বর্গ-লব্ধ প্রিয়বন্ধু-ধনে ভাগ্যবান॥

(তার) গুণাবলী প্রকাশিতে করোনা উদ্যম,
(কিম্বা) সমাধি-আগার হ'তে দোষ-উদ্ঘাটন :
বিচঞ্চলভাবে সবে লভিছে বিরাম,
বক্ষে জনকের তার—তার ভগবান॥

পরিত্যক্ত পল্লী।

Translated from the "Deserted Village" by Oliver Goldsmith

রম্য "অবরণ" গ্রাম প্রান্তর-শোভন।
(যেথা) স্বাস্থ্য প্রাচুর্য্যেতে তুষ্ট শ্রমজীবিগণ॥
ত্বরিত উদয় হেথা বাসন্তী সুষম'।
নিদাঘ-অত্যয়ে রহে নিদাঘ-কুসুম॥
নিষ্পাপ স্বাচ্ছন্দ্যময় রম্য কুঞ্জবন।
(সম) যৌবনে আসন, ক্রীড়া মাত্রে প্রসাদন॥
শ্যাম ক্ষেত্রে কত ভ্রমিয়াছি ধীর-গতি।
(যেথা) সামান্য সুখেতে দৃশ্যাবলী রম্য অতি!
কতবার হেরিবারে লয়েছি বিরাম।
সুরক্ষিত পর্ণ-গৃহ, ক্ষেত্র অভিরাম॥

পেষণের কল, পূর্ণতোয়া সে সরিৎ।
সুরম্য মন্দির শৈলশিরে অবস্থিত ॥
"হথরণ" কুঞ্জ-ছায়ে সজ্জিত আসন।
গল্পপ্রিয় বৃদ্ধ আর প্রণয়ী-কারণ!
আসন্ন বিরাম দিনে স্মরিয়াছি কত।
(যবে) শ্রমের বিরামে সবে ক্রীড়ায় নিবত ॥
যখন শ্রমান্তে সব গ্রামবাসিগণ।
সুবিস্তীর্ণ তরুতলে ক্রীড়ায় মগন ॥
ছায়াতলে বৃত্তাকারে করিত নর্ত্তন।
যুবা-প্রতিযোগী ক্রীড়া হেরে বৃদ্ধগণ ॥
হর্ষ-লম্ফ-ক্রীড়া বহুবিধ ভূমিতলে।
(কেহ) বল-পরিচয়ে রত, হস্তের কৌশলে ॥
বারংবার এক ক্রীড়া ক্লান্তি উপজিলে।
অভিনব আমোদেতে উল্লসিত দলে ॥
নর্ত্তক-নর্ত্তকী-বৃন্দ প্রশংসা কারণে।
নর্ত্তনে সযত্ন উভে ক্লান্তি-সঞ্চারণে ॥
কৃষক না জানে তার মলিন বদন,
ধূমাঙ্গারে; হেরি সবে সস্মিত-আনন ॥
সলজ্জ-কুমারী-নেত্রে প্রেমদৃষ্টিপাত।
পরুষ কটাক্ষে প্রৌঢ়া করে প্রতিঘাত ॥

রম্য পল্লি!
এই সব ক্রীড়া তব সুখের নিদান।
মধুর পর্য্যায়ে শ্রমে সন্তোষ-বিধান ॥

এই সব কুঞ্জ ছিল প্রসন্নতাময়।
অন্তর্হিত হের এবে সেই সুখচয়॥
হাস্যময়ি পল্লি! তুমি প্রান্তরের শোভা।
তিরোহিত তব সুখ লীলা মনোলোভা॥
তব কুঞ্জ অত্যাচারী করে অধিকার।
জনশূন্য বিষাদিত প্রান্তর তোমার॥
একমাত্র প্রভু এবে হ'য়ে সর্ব্বময়।
অর্দ্ধমাত্র-ক্ষেত্র-কর্ষে শস্যাভাব হয়॥
নদী-জলে রবিকর নহে মুকুরিত।
রুদ্ধগতি ধীরস্রোত শৈবাল-পূরিত॥
"বিটারণ" পক্ষী তব অরণ্যে নির্জ্জনে।
ভীমরবে রত নিজ কুলায়-রক্ষণে॥
পরিত্যক্ত পথে হেরি "ল্যাপ্‌উইং" ধায়।
অবিশ্রান্ত রবে প্রতিধ্বনি ক্লান্ত তায়॥
নিকুঞ্জ-আবাস ধ্বংস-স্তূপে পরিণত।
জীর্ণ প্রাচীরের শীর্ষ তৃণ-আবরিত॥
লুণ্ঠকের ভয়ে ভীত তোমার সন্তান।
দেশত্যাগী দূর দেশে করয়ে প্রয়াণ॥
আসন্ন অশুভে দেশে উচ্ছেদের ভয়।
(যেথা) সমৃদ্ধি বর্দ্ধন কিন্তু ঘটে জন-ক্ষয়॥
আভিজাত্য হ'তে পারে বর্দ্ধিষ্ণু বিলীন।
নিঃশ্বাসে গঠিত ভাগ্য নিঃশ্বাস-অধীন॥
(কিন্তু) দেশের গৌরব সাহসিক কৃষীবল।
তা'র ধ্বংস-সংপূরণে যতন বিফল॥

ছিল না ইংলণ্ডে যবে দুঃখের কারণ।
এক "রুড্" জাত শস্যে হইত পোষণ॥
স্বল্প শ্রমে ছিল তার ভাণ্ডার পূরণ।
(শুধু) গ্রাস-আচ্ছাদন, নহে বিলাস-সাধন॥
সহচরমাত্র—স্বাস্থ্য আর পবিত্রতা।
শ্রেষ্ঠ ধন তার—ধনে অনভিজ্ঞতা!
নির্ম্মম বণিকদল কাল-বিবর্ত্তনে।
ক্ষেত্র হ'তে নিষ্কাশিত করে কৃষিগণে॥
যে প্রান্তর পূর্ব্বে ছিল কুটীরে শোভিত।
(এবে) দুর্ব্বহ ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বর-বিরাজিত,
প্রত্যেক অভাব যাহা বিলাস-প্রসূত,
প্রত্যেক যাতনা নির্ব্বোধের গর্ব্বোদ্ভূত॥

প্রাচুর্য্য-পূরিত সেই শান্তি-কাল গত।
স্বল্পে তুষ্ট ছিল সবে, বাসনা সংযত॥
স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া সদা দৃশ্য-বিমোহন।
উজলি প্রান্তর-ভূমি, দৃষ্ট সর্ব্বজন॥
বিদায় লইয়া সব গেছে দূর দেশে।
গ্রাম্য-সুখ আচরণ নাহি অবশেষে॥

অবরণ! শান্তিময়-কাল-প্রসবিনি!
(তব) বনস্থলী প্রকাশিছে পীড়ন-কাহিনী॥
হেথায় যখন আমি ভ্রমি নিরজনে।
স্তূপময় ভূমে কিম্বা গুল্মাকীর্ণ বনে॥

বহুকাল পরে আসি করিতে দর্শন।
যথায় কুটীর আর ছিল "হথরণ"॥
স্মৃতি জাগে জাগাইয়া অতীত ঘটনা।
দীর্ঘশ্বাসে স্ফীতবক্ষঃ, অতীতে যাতনা॥
(যবে) চিন্তাপূর্ণ হৃদে রত জগৎ ভ্রমণে।
দুঃখ ভোগে ঈশ্বরের নিদেশ-পালনে॥
সততই ছিল আশা এই কুঞ্জবনে।
জীবনের অবশেষ যাপি স্বভবনে॥
জ্বলন্ত বর্ত্তিকা যদি সহে প্রভঞ্জন।
সত্বর নির্ব্বাণ হয় তাহার জ্বলন॥
নির্ব্বাত বিরামে তারে করিলে রক্ষণ।
বিলম্বেতে হয় তার নির্ব্বাণ সাধন॥
জীবন-বর্ত্তিরে করি বিরামে রক্ষণ।
সেইরূপে আয়ুঃ মম করিব বর্দ্ধন॥
ছিল আশা—হৃদয়েতে গর্ব্বের ছলনে।
শিক্ষা-লব্ধ-জ্ঞান দেখাইতে কৃষিজনে॥
সান্ধ্য-অগ্নি-সেবা কালে সম্মিলিত দলে।
ভুক্ত দৃষ্ট যাহা কিছু কহি গল্পচ্ছলে॥
সারমেয়-অনুসৃত শশকের প্রায়।
যথা হোতে আসে পুনঃ সেই স্থানে ধায়॥
ক্লেশ অবসানে মম আশা ছিল মনে।
পুনঃ আসি এই স্থানে মরি স্বভবনে॥
সুখের নির্জ্জন! তুমি অন্তিম আশ্রয়!
চিন্তাহীন স্থান, নহি ভাগ্যে সুনিশ্চয়॥

(যার) শ্রমেতে যৌবন, সুখে বার্দ্ধক্য যাপন,
এ বিটপ-বিতানেতে ; সুখী সেই জন ॥
সংসারে হেরিয়া এবে বহু প্রলোভন।
সংগ্রামে বিমুখ, তাই করে পলায়ন ॥
যার লাগি ভাগ্যহীন কেহ অশ্রুজলে।
পশে না খনির গর্ভে, সাগরের তলে ॥
কটুভাষী দৌবারিক দ্বার আগুলিয়া।
নিরন্ন ভিক্ষুকগণে দেয় তাড়াইয়া ॥
অগ্রসর হেরিবারে অন্তিম সময়।
দেবগণ (সে) অনঘাত্মা-সহগামী হয় ॥
অজর-অক্ষয়-দেহে প্রবেশে কবরে।
সুগম মৃত্যুর মার্গ বিভু-ভক্তি-ভরে ॥
ভবিষ্য স্বর্গের আশা সদা উজলিয়া।
স্বরগের সুখ ভুঞ্জে মরতে রহিয়া ॥
সন্ধ্যা আগমনে কিবা ধ্বনি সুমধুর।
পল্লী-কলরব-পূর্ণ পর্ব্বত অদূর ॥
ভ্রমিতাম যবে চিন্তাহীন ধীর-গতি।
শুনিতাম মিশ্রধ্বনি সুকোমল অতি ॥
গোপবালা-গান শুনি কৃষি তান ধরে।
বৎস-দরশনে গাভী হাম্বারব করে ॥
কলহংস-কলরবে পূর্ণ জলাশয়।
বিদ্যালয় হ'তে শিশু গৃহমুখে ধায় ॥
চীৎকারে কুক্কুর শুনি সমীরণ-ধ্বনি।
অট্টহাস্তে প্রকাশিত শূন্যমন গণি

সুমধুর-মিশ্রধ্বনি-পূরিত এ স্থান।
শ্রুত এবে স্তব্ধ যবে "নাইটিঙ্গেল" গান॥
জন-কোলাহল-শূন্য নিকুঞ্জ কানন।
হর্ষ-কলরবে পূর্ণ নহে সমীরণ॥
তৃণাবৃত পথে নাহি পদ-সঞ্চালন।
সকলই বিবস যেন বিগতজীবন॥
একমাত্র বৃদ্ধা ওই বিধবা রমণী।
দাঁড়াইয়া নতদেহে যেথা নির্ঝরিণী॥
দুঃখিনী রমণী নিজ অন্নের কারণ।
নদী হ'তে শাক পাতা করে আহরণ॥
কণ্টক গুল্মেতে তা'র শীতের ইন্ধন।
কুটীরেতে সারানিশি রোদনে যাপন॥
গ্রাম্যজন-অবশেষ এই সে রমণী।
বিষাদ-ভূমির দিতে বিষাদ-কাহিনী॥

গ্রাম্যযাজক।

অদূরে উদ্যান ছিল কত শোভাময়।
এখনও অযত্নে ফুটে কুসুম-নিচয়॥
ছিন্ন গুল্মে অদ্যাপি সে স্থানের প্রকাশ।
যেথা ছিল যাজকের সামান্য আবাস॥
সর্ব্বজনপ্রিয় সেই যাজক-প্রবর।
ধনিকল্প চল্লিশ পাউণ্ডে সম্বৎসর॥
নগরের দূরে থাকি রাখি ধর্ম্মে মন।
সেই সে আবাসে তাঁর বাস চিরন্তন॥

অনিপুণ প্রসাদনে, ক্ষমতা-অর্জ্জনে।
কালোচিত মনোবৃত্তি-পন্থানুসরণে॥
মহত্তর-লক্ষ্য-পথে হৃদয়ের গতি।
আত্মোন্নতি-পরাঙ্মুখ, পরোন্নতি-প্রীতি॥
ভবঘুরে যত তাঁর চিনিত ভবন।
তিরস্কৃত কিন্তু তা'রা শমিত-বেদন॥
ভিক্ষুক অতিথি এক দীর্ঘ পরিচিত।
দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু তার আবক্ষ-লম্বিত॥
অপব্যয়ে নিঃস্ব এবে গর্ব্বহীন জন।
আত্মীয় ভাবেতে আসি কামনা পূরণ॥
খঞ্জ বীর লভি রাত্রিবাস অভিমত।
অগ্নিপার্শ্বে গল্পে করে রজনী প্রভাত॥
ক্ষত হেরি কাঁদে কহে দুঃখ-বিবরণ।
খঞ্জ-যষ্টি স্কন্ধে করে রণ প্রদর্শন॥
যাজক প্রসন্ন এবে ভাবপূর্ণ চিত।
দুঃখের কাহিনী শুনি দোষ বিস্মরিত॥
পাত্রাপাত্র দোষ গুণ না করে বিচার।
বদান্যতা রহে পিছে, দয়ার বিস্তার॥
দুঃখ বিমোচনে তাঁর উল্লাস সতত।
যাহা কিছু ত্রুটি তা'ও সৎকার্য্য-প্রসূত॥
কর্ত্তব্য পালনে এবে সদা উত্তেজনা।
রক্ষণ, রোদন, অনুভব, উপাসনা॥
(যথা) বিহঙ্গম শাবকেরে সস্নেহ আদরে।
শিখায় সে পক্ষোদ্গমে উড়িতে অম্বরে॥

(তথা) শিক্ষা-দীক্ষা-দানে নিন্দি বিলম্ব কারণ
উজ্জ্বল স্বর্গের পথ করে প্রদর্শন॥
মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে কভু দণ্ড'মান।
শোক-তাপ-ক্লেশ-ভয় যেথা দৃশ্যমান॥
ধর্ম্মবীর যাঁর পুণ্য-তেজের প্রভাবে।
নিরাশা মৃত্যুর জ্বালা দূরে যায় তবে॥
স্বর্গীয় সান্ত্বনা আসি আশ্বাসে তাহারে।
ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে ভগ্ন স্বরে॥
গির্জা গৃহে তাঁর দৃষ্টি স্নিগ্ধ সুকোমল।
সৌম্য শান্ত ভাবে পূর্ণ বেদিকা-মণ্ডল॥
সত্য দ্বিগুণিত বলে হ'য়ে উচ্চারিত।
বিদ্রূপকারীর দল উপাসনে রত॥
উপাসনা-অন্তে এবে তাঁর চারি পাশে।
ধর্ম্মভাব-পূর্ণ-প্রাণে কৃষিগণ আসে॥
সস্নেহ-কৌতুকে হাস্য-আশে শিশুগণ।
আদরে বসন-প্রান্ত করে আকর্ষণ॥
তাঁর হাস্যে বিভাষিত পিতার আদর।
তা'দের সুখেতে সুখী, দুঃখেতে কাতর॥
স্নেহ-মন-দুঃখ তাঁর সবে সমর্পিত।
আধ্যাত্মিক উচ্চ চিন্তা স্বর্গে নিয়োজিত॥
যথা তুঙ্গ শৈল উঠে ত্যজি নিম্নভূমি।
সুদূর মধ্যেতে প্রভঞ্জনে অতিক্রমি॥
প্রসারিত-মেঘ-চুম্বী তার বক্ষঃস্থল।
শীর্ষদেশ রবিকরে সতত উজ্জ্বল॥

গ্রাম্যগুরু।

পথিপার্শ্বে হেথা ব্যবধান সীমাচ্যুত।
অভুক্ত-দর্শন "ফার্জ" পুষ্পে সুশোভিত॥
ছাত্রবৃন্দ-কোলাহলে গৃহ শব্দ'মান।
শিক্ষায় নিপুণ গুরু বিদ্যা করে দান॥
কঠোর আকৃতি তাঁর, মম পরিচিত।
কর্কশ স্বভাব সর্ব্ব বালকে বিদিত॥
প্রভাতে হেরিয়া তাঁর বদন বিরস।
বুঝিত সকলে কিবা যাইবে দিবস॥
হাস্যময় সবে এবে কপট হরষে।
শিক্ষকের উচ্চারিত কৌতুক সরসে॥
পরুষ কটাক্ষ হেরি সভয় অন্তরে।
কুসংবাদ আন্দোলন করে মৃদুস্বরে॥
তবুও সদয়, যদি কঠিন কথন।
শিক্ষা-অনুরাগ অতি তাহার কারণ॥
গ্রাম্যজন সবে তাঁর পাণ্ডিত্য বাখানে।
অঙ্ক শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য লিখনে॥
বিজ্ঞ কার্য্য-কাল-পর্ব্বদিন-নিরূপণে।
জমীর জরিপ, পিপাকালি সমাধানে॥
যাজক বাখানে তাঁর তর্ককুশলতা।
তর্কে পরাজিত তবু বিতর্কশীলতা॥
আড়ম্বর-পূর্ণ-বাক্য-বিন্যাস-শ্রবণে।
চমৎকৃত সমবেত যত কৃষিগণে॥

এক দৃষ্টে চাহে সবে বিস্মিত লোচনে।
এ ক্ষুদ্র মস্তকপূর্ণ এত বহু জ্ঞানে!
(এবে) খ্যাতি অবসান, জয়োল্লাসপূর্ণ স্থান,
অতীত-বিস্মৃতি-গর্ভে হয় মজ্জমান!

শৌণ্ডিকালয়।

ঊর্দ্ধশীর্ষ কণ্টক তরুর সন্নিহিত।
চিহ্ন-স্তম্ভে পান্থজন-দৃষ্টি আকর্ষিত॥
ধ্বংসে পরিণত সেই শৌণ্ডিক আলয়।
বৃদ্ধ আর শ্রমিকের প্রমোদ-নিলয়॥
রাজনীতি-বিশারদ পল্লীবাসিজন।
(করে) গম্ভীর বদনে রাজনীতি আন্দোলন॥
"এল" মদ্য হ'তে এবে বহু পুরাতন।
নানাবিধ সংবাদের হয় আলোচন॥
কল্পনা হরষে ধায় স্বরূপ বর্ণনে।
সেই সব গৃহসজ্জা প্রমোদভবনে॥
সুধাধবলিত গৃহ, বালুময় তল।
দ্বারের পশ্চাতে সেই ঘটিকা উজ্জ্বল॥
সিন্দুক নির্ম্মিত কিবা দ্বিবিধ উদ্দেশে।
নিশাকালে শয্যা আর দেরাজ দিবসে॥
শোভা, ব্যবহার তরে আলেখ্য লম্বিত।
ক্রীড়া-চিত্র, দ্বাদশ-সুনীতি-সুশোভিত॥
শৈত্যহীন দিবসেতে চুল্লীপার্শ্বস্থান।
"আস্‌পেন" পল্লব ও পুষ্পে শোভমান॥

ভগ্ন চা-পাত্রগুলি সযত্নে রক্ষিত।
"চিমনী" উপরে শ্রেণীবদ্ধ-সুসজ্জিত॥
অক্ষম এ শূন্যগর্ভ নশ্বর শোভনে।
করিতে উদ্ধার ধ্বংসোন্মুখ এ ভবনে॥
ধ্বংসে পরিণত এবে, করিবে না আর।
দরিদ্রের হৃদে স্বল্প উল্লাস সঞ্চার॥
কৃষকের গতিবিধি হবে না তথায়।
দিন-গত-শ্রম-চিন্তা বিস্মৃত যথায়॥
কৃষক-সংবাদ, ক্ষৌরকারের কাহিনী।
শুনিব না কাঠুরিয়া-সঙ্গীতের ধ্বনি॥
কর্ম্মকার দৃঢ় বপু করিয়া বিস্তার।
অঙ্গার-মলিন মুখ মুছিবে না আর॥
গৃহস্বামী আর নাহি করিবে দর্শন।
ফেনময় পানপাত্র সুখে সঞ্চালন॥
সলজ্জ সে "বার"নারী ক্রেতৃ-অনুনয়ে।
চুমিবে না পান-পাত্র শৌণ্ডিক-আলয়ে॥
নিম্নসম্প্রদায়-ভোগ্য এই সুখচয়।
ধনী পরিহাসে, গর্ব্ব-চক্ষে ঘৃণাময়॥
স্বভাবজ স্বল্প সুখ মম প্রিয়তম।
কৃত্রিমতা বাহ্য শোভা নহে তার সম॥
নিরপেক্ষ সুখ যা'তে স্বভাব-প্রকাশ।
আত্মগ্রাহ্য সেই সুখ প্রথম বিকাশ॥
ঈর্ষ্যাহীন, অনুত্যক্ত, অনাবদ্ধ ভাবে।
সহজে নিশ্চিন্ত মনে সানন্দে উদ্ভবে॥

শোভাযাত্রা, আড়ম্বর, নিশীথ-বিলাস।
অযথা-ব্যয়িত ধনে উদ্ভ্রান্ত উল্লাস।
না পূরিতে অর্দ্ধমাত্র আমোদ-বাসনা।
আমোদ-প্রয়াসী ভুঞ্জে পীড়া ও যাতনা॥
আদর্শের প্রলোভনে বিপথে প্রয়াণ।
(শেষে) "এই কি আমোদ ?" বলে হয় সন্দিহান।
রাজনীতি-বিশারদ! কিম্বা সত্যপ্রিয়!
(যারা) হের ধনী-সুখ-বৃদ্ধি, দারিদ্রের ক্ষয়॥
বিচারিয়া বল মধ্যে কত ব্যবধান।
আড়ম্বরপূর্ণ আর সুখময় স্থা'ন॥
ধাতু-পিণ্ডে পরিপূর্ণ হেরিয়া তরণী।
তীর হ'তে নির্ব্বোধের উচ্চ হর্ষ-ধ্বনি॥
ধাতু-রাশি কৃপণের কামনা অতীত।
যা'র আশে ধনিগণ সর্ব্বতঃ ধাবিত॥
(কিন্তু) কিবা লভ্য! এ সমৃদ্ধি নামেই কেবল।
(যাতে) ব্যবহার্য্য উৎপন্ন (দ্রব্য) রহে অবিকল॥
(কিন্তু) ক্ষতি অনুরূপ—ধন-গরবিত জন।
গ্রাসে ভূমি যাহে বহু দরিদ্র-পোষণ॥
বাপী, উপবন তরে ক্ষেত্র অধিকার।
কুক্কুর, শকট আর অশ্বের আগার॥
যে রেসম বস্ত্রে তার অঙ্গ আবরণ।
হরিয়াছে অর্দ্ধ-ক্ষেত্র-শস্য-উৎপাদন॥
যেখানে নির্জ্জনে তার বিলাস বিহার।
পদাঘাতে পর্ণগৃহ করে পরিহার॥

দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য স্থানান্তরে যায়।
বিলাস-সামগ্রী সনে হয় বিনিময়॥
আমোদের তরে শেষে শোভিত সে স্থান।
উষর, জমকপূর্ণ, ধ্বংসাপেক্ষমান॥

(যথা) বেশ-ভূষা-অঙ্গরাগ-বিহীনা কামিনী।
স্বভাব-সুন্দরী তাই মানস-মোহিনী॥
অবহেলি যৌবনেতে সুবেশ-শোভন।
চারু নেত্রে অপাঙ্গেতে দৃষ্টি সম্মোহন॥
নশ্বর লাবণ্য যবে হয় পরিম্লান।
বয়োধর্ম্মে প্রেমিকেরা হয় অন্তর্ধান॥
বেশ-ভূষা-অঙ্গরাগে সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনে।
বিমোহিতে ব্যগ্র এবে প্রণয়-ভাজনে॥
দেশেরও তুল্য দশা বিলাস-বিভ্রমে।
স্বভাব-সৌন্দর্য্যে যাহা ভূষিত প্রথমে॥
ধ্বংসোন্মুখ হয় যবে বাড়ে আড়ম্বর।
বৃক্ষবর্ত্মে শোভে সৌধ চুম্বিয়া অম্বর॥
দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নে কাতর অন্তরে।
কৃষি শেষে দেশ ত্যজি যায় দেশান্তরে॥
তাহার উদ্ধারে কেহ নহে অগ্রসর।
দেশ হাস্যময় বটে—উদ্যানে কবর॥

গর্ব্বিতের নির্য্যাতনে কবি পলায়ন।
কোথায় দরিদ্র তবে লইবে শরণ?

(যদি) গোচারণ হেতু কিম্বা স্বল্প-তৃণ-আশে।
ব্যবধানহীন কোন প্রান্তরে প্রবেশে॥
এ সকল ভূমি হয় ধনী-অধিকৃত।
তৃণহীন গোষ্ঠে এবে সে জন বঞ্চিত॥
(যদি) নগরে প্রবেশে, তথা সেই ব্যবহার।
হেরিবে প্রাচুর্য্য, তার নাহি অধিকার॥
হেরিবে অনিষ্টকর উপায় নিচয়।
বিলাস-বৰ্দ্ধন বটে কিন্তু জন-ক্ষয়॥
প্রত্যেক আনন্দ যাহা বিলাসী সম্ভোগে।
কৃষি-উৎপীড়ন-লব্ধ, কৃষি-দুঃখ-ভোগে॥
(হেথা) রাজ-সভাসদ্ শোভে বিচিত্র বসনে।
(তথা) শ্রম-ম্লান শিল্পী যত শিল্প সম্পাদনে॥
গৰ্ব্বিতের আড়ম্বর হেথায় বিকাশে।
কৃষ্ণবর্ণ ফাঁসি কাষ্ঠ রহে পথ পাশে॥
প্রাসাদ ধ্বনিত এবে নিশীথ বিলাসে।
সুসজ্জিত ধনিদল সগর্ব্বে প্রবেশে॥
জন-কোলাহল-পূর্ণ উজ্জ্বল প্রাঙ্গণ।
শ্রেণী-বদ্ধ রম্য যান, আলোক-স্ফুরণ॥
মনোরম দৃশ্য!—নহে বিরক্তি উদয়!
দেশব্যাপী আনন্দের ইহা পরিচয়!
এই কি মন্তব্য তব?—ফিরাও নয়ন।
যেথা দরিদ্রা রমণী ওই করিয়া শয়ন।
গৃহহীনা কম্পমানা, সুখ অস্তমিত।
প[illegible] কাঁদিয়াছে কত॥

শোভিত কুটীর তার সলজ্জ বদন।
"হথরণে" "প্রিম রোজ" শোভিত যেমন॥
পরিত্যক্তা বামা, ধর্ম্ম বন্ধু-বিবর্জ্জিতা।
প্রণয়ীর দ্বারদেশে রয়েছে শয়িতা॥
শীত ক্লিষ্টা, আকুঞ্চিতা ধারা-বরিষণে।
অনুতাপ-দগ্ধা সদা স্মরিয়া কুক্ষণে॥
যবে নগর দর্শনে কৌতূহল-নিবন্ধন।
ত্যজে তর্কু আর গ্রাম্য পিঙ্গল বসন॥
রম্য অবরণ! তব অধিবাসিগণ।
অনুভবে ব্যথিতা এ নারীর বেদন?
হয়ত এখনও সবে শীতে অনাহারে।
দুঃস্থ-ক্লিষ্ট ভিক্ষা মাগে গর্ব্বিতের দ্বারে॥
না—দূরতর দেশ অতি দৃশ্য-ভয়ঙ্কর।
(যেথা) গোলার্দ্ধের ব্যবধান দূর-দূরান্তর॥
অবসন্ন-পদে যায় নিদাঘোষ্ণ দেশে।
ভীষণ "আল্টামা" তা'র দুঃখেতে উচ্ছ্বাসে॥
পূর্ব্ব-শোভা-বৈপরীত্য হেথা সুভীষণ।
আতঙ্কের দেশে সব ভীম-দরশন॥
জ্বলন্ত তপন বর্ষে ঋজুভাবে কর।
প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-তাপ দুঃসহ প্রখর॥
নিবিড় অরণ্যে সব বিহঙ্গ স্তম্ভিত।
তন্দ্রাবিষ্ট করপক্ষ শাখা-বিলম্বিত॥
বিষাক্ত-উদ্ভিজ্জ-পূর্ণ বিষাক্ত প্রান্তর।
[illegible] ॥

প্রতি পদক্ষেপে পান্থ শিহরয় ত্রাসে।
জাগায় সে পাছে খলমতি আশীবিষে॥
হিংস্র ব্যাঘ্র উল্লম্ফনে শিকার উপর।
অসভ্য মানব বন্য আরও ভয়ঙ্কর॥
প্রচণ্ড বেগেতে ঘূর্ণীবায়ু বহমান।
উৎপাটিত অরণ্যানী ব্যোম-ক্ষিপ্যমান॥
পূর্ব্ব দৃশ্য হেথা এবে নিতান্ত বিরল,
শীত-বারি পূর্ণ নদ, প্রান্তর শ্যামল,
সমীরিত কূজনিত মঞ্জু কুঞ্জবন,
গোপনে নিঃশঙ্কে যেথা প্রেম-আলাপন॥

জগদীশ!

কিবা দুঃখে যাত্রাদিন করিল আঁধার।
(যবে) গ্রামবাসী জন্মভূমি করে পরিহার॥
সুখ-অবসানে যবে নির্ব্বাসিত জন।
শেষ বার জন্মভূমি করিল দর্শন॥
সুদীর্ঘ বিদায় ল'য়ে, মনে বৃথা আশ।
পাশ্চাত্য সাগর-পারে সুখের আবাস॥
সুদূর বারিধি হেরি ভয়ে কম্পমান।
বার বার ফিরে চায় সবে 'ক্রন্দমান॥
বৃদ্ধ পিতা সেই দেশে নব আবিষ্কৃত।
সাশ্রুনেত্রে প্রথমেই গমনে উদ্যত॥
পর দুঃখে নেত্রে নীর, ধর্ম্মেতে অটল।
মৃত্যু পারে স্বর্গধামে বাসনা কেবল॥

দুহিতা লাবণ্য-লতা, বর্দ্ধিতা সুষমা,
অশ্রুমুখে—বার্দ্ধক্যেতে সহচরী সমা,
নীরবে জনক সহ করয়ে গমন,
অবহেলি প্রেম, রূপ ;—পিতৃ-আলম্বন ॥
উচ্চকণ্ঠে সকাতরে বিলাপে জননী।
আশীষিয়া সে কুটীরে শান্তি-সুখ-খনি ॥
নির্ব্বিকার শিশুমুখ চুমে অশ্রুজলে।
বক্ষে চাপি প্রিয়তরে দুঃখের কবলে ॥
স্বামী অতি প্রিয় ভাবে সযত্নে সান্ত্বনে।
বীর সম নীরবেতে দমি ক্ষুব্ধ মনে ॥

বিলাস !

অভিশপ্ত তুমি এবে বিধাতৃ-বিধানে।
শোচনীয় বিনিময় তব অবদানে ॥
তব গরলাক্ত পানীয়ের সম্মোহনে।
দৃশ্য-মনোরম সুখ ধ্বংসের কারণে ॥
তোমার প্রপঞ্চে দেশে জমক-বর্দ্ধন।
ধরে যেন পুষ্প-শোভা, নহেক আপন ॥
প্রতিমাত্রা পানে তার বৃদ্ধি আয়তন।
(ক্রমে) স্ফীতগর্ভ অসহ্য সে দুঃখ প্রস্রবণ ॥
শেষে বল-নাশে রুগ্ন সর্ব্বাংশ তাহার।
যায় অধঃপাতে, ধ্বংস করয়ে বিস্তার ॥
আপতিত উচ্ছেদের হেরি নিদর্শন।
অর্দ্ধ পরিমাণ ধ্বংস হয়েছে সাধন ॥

হেরি চিন্তাবিষ্ট-হৃদে দাঁড়ায়ে হেথায়।
যেন ধর্ম্মশীল গ্রামবাসী লইছে বিদায়॥
নদীবক্ষে জলযান ওই উদ্ভাসিত।
বায়ু ভরে পালগুলি হয় আন্দোলিত॥
বিষণ্ণ অন্তরে সবে তরী পানে যায়।
শোক-অন্ধকারে হায় আঁধারি বেলায়॥
শ্রমতৃপ্ত শ্রমাজীব, অতিথি-বৎসল।
পরস্পর অভেদাত্মা প্রণয়ী-যুগল॥
ধর্ম্মপরায়ণ চিত ঈশ্বরে নিহিত।
অটল সে রাজভক্ত, হেথা সম্মিলিত॥
কবিতে!
মোহিনী প্রতিভা তুমি ললনা ললিতা।
ইন্দ্রিয়সুখের দেশ হতে অবসৃতা॥
অযোগ্যা নিন্দিত দিনে ভাগ্যবিরহিতা।
লভিতে সুযশ হায়! হৃদে উদ্দীপিতা॥
উপেক্ষিতা তিরস্কৃতা সুন্দরি মোহিনি!
জনতায় লজ্জা, নিরজনে গরবিনী॥
তোমা হ'তে হয় মম সুখ দুঃখ যত।
প্রথমে হেরিলে দুঃখী (এবে) রাখ সেই মত॥
তোমার প্রসাদে শ্রেষ্ঠ শিল্পে অতিক্রমি।
ধর্ম্ম-ধাত্রি! এখন বিদায় হও তুমি॥
বিদায়!—কিন্তু—
যে দেশে যে স্থানে তব স্বর পরীক্ষিত।
"পাম্বামার্কা" পার্শ্বে কিম্বা "টর্ণো" শীর্ষে স্থিত॥

(কিম্বা) বিষুবরৈখিক দেশে ভানু উজলিত ।
(কিম্বা) মেরুদেশে যেথা সদা তুহিনাবরিত ॥
সর্ব্বত্র তোমার স্বর কাল অতিক্রমি,
কার্কশ্য-পূরিত দেশে কাঠিন্য প্রশমি ;
উপেক্ষিত সত্যে সবে করে প্রবর্ত্তন,
শিখায় সে ভ্রান্ত নরে ধনাশা-বর্জ্জন,
শিখায় তাহারে যদি দবিদ্র সে দেশ ;
সেদেশীয় বলে তবু সুখী সবিশেষ ॥
বাণিজ্য-গর্ব্বিত রাজ্য ক্ষিপ্র ধ্বংসশীল ।
(যথা) বপ্র চূর্ণীকৃত করে সাগর-সলিল ॥
আত্মনির্ভরতা কালে করে উপহাস ।
যথা অদ্রি প্রতিবোধে তবঙ্গ আকাশ ॥

সাহিত্য-কুসুম।

দ্বিতীয় ভাগ।

গদ্য।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুষ্মন্ত নামে চন্দ্রবংশ-বিভূষণ-সুমহান তেজঃসম্পন্ন বেদবেদাঙ্গবিশারদ সর্ব্বরাজগুণান্বিত পৌরব রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ধনুর্বিদ্যায় সুনিপুণ, সৌন্দর্য্যে কন্দর্পতুল্য, ধৈর্য্যে অটল হিমাচল সদৃশ, গাম্ভীর্য্যে মহার্ণব, ঐশ্বর্য্যে কুবের, প্রতাপে দেবেন্দ্র বাসব; সূর্য্যসম তেজস্বী, স্নিগ্ধভাবে চন্দ্র-তুল্য, এবং ধর্ম্মতত্ত্বে মনুতুল্য ছিলেন। তিনি প্রজাদিগকে স্বীয় আত্মজ-নির্ব্বিশেষে পালন করিতেন।

একদা তিনি নানামণিখচিত সুরম্য রথে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণ পরিবৃত হইয়া মৃগয়ার্থ অরণ্যমধ্যে গমন করিলেন। অনন্তর অরণ্যমধ্যে এক ঊর্জ্জিত মৃগ অবলোকন করিয়া শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসৃত মৃগ প্রাণভয়ে উৎপ্লব গতিতে সবেগে ধাবিত হইল, রাজাও সরোষে তাহার অনুধাবন করিলেন। এইরূপে মহাবল

নৃপতি মহর্ষি কণ্বের তপোবন সন্নিহিত হইয়া মৃগের প্রতি অত্যুগ্র শব্দভেদী শর লক্ষ্য করিবামাত্র কণ্বশিষ্যগণ দূর হইতে বলিয়া উঠিলেন—"মহীপতে! এ আশ্রমমৃগ, ইহাকে শরবিদ্ধ করিবেন না।" গৌরবান্বিত পৌরবরাজ তচ্ছ্রবণে আকর্ণাকৃষ্ট-মৌর্ব্বি-যোজিত নিশিত সায়ক সংহরণ করিলেন।

অনন্তর রাজা মৃগবধে বিফলোদ্যম এবং মৃগানুসরণে তৃষ্ণাতুর হইয়া সলিল অন্বেষণ করিতে করিতে অশেষ তপঃপ্রভাপুঞ্জপ্রভাসিত কশ্যপনন্দন মহর্ষি কণ্বের মধুকর-নিকর-গুঞ্জিত, নানা-বিহঙ্গ-কূজন-মুখরিত, শান্তিরসাভিষিক্ত আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আশ্রমপাদপমূলে জলসেচন-নিরতা অপ্সরাসমা মুনিকন্যা-পরিবৃতা নিরভরণা স্বভাবসুন্দরী তাপসবেশ-ধারিণী আশ্রমললামভূতা অনবদ্যাঙ্গী শকুন্তলার রূপমাধুরী সন্দর্শন করিলেন। বরারোহা শকুন্তলা রাজাকে দর্শন করিয়া সুস্নিগ্ধমধুরবচনে কহিলেন—"আপনি অতিথিরূপে আগমন করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সংকৃত হইয়া প্রতিগমন করিবেন; এই আসন পাদ্য ও অর্ঘ্য গ্রহণ করুন"—রাজা তাঁহার অমৃতায়মান বচন শ্রবণে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া আতিথ্য গ্রহণানন্তর বলিলেন—"ভাবিনি! তুমি কাহার কন্যা? তোমাকে স্বর্গভ্রষ্টা দেবীর ন্যায় দেখিতেছি। আমি ক্ষত্রিয়, পুরুবংশ সম্ভূত—আমার নাম দুষ্মন্ত।' শকুন্তলা শুনিয়া সখীকে বলিলেন—"তুমি আমার জন্ম বিবরণ বর্ণন কর"।

শকুন্তলার আদেশে তাঁহার সখী বলিলেন—"গাধিরাজতনয় মহামনা বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের সহিত সংগ্রামে তদীয় ব্রহ্মণ্যবলে পরাজিত হইয়া ব্রহ্মণ্যবলের শ্রেষ্ঠতাবলোকনে ব্রহ্মণ্যলাভহেতু বহুসহস্রব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধ্য তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। সখী শকুন্তলা সেই রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আত্মজা এবং মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভজাতা। মেনকা ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে প্রত্যাবৃত্তা হইলে শকুন্তগণ ইঁহাকে পোষণ

করে ; শকুন্ত-পোষিতা বলিয়া এই বরবর্ণিনীর নাম শকুন্তলা। অনন্তর সুমহাতেজা মহর্ষি কণ্ব ইঁহাকে বনমধ্যে পতিতা দর্শনে অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক আপন পুত্রীত্বে গ্রহণ করিয়া পালন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! শকুন্তলা মুনিকেই পিতৃসম দর্শন করেন সুতরাং আপনি ইঁহাকে মুনিবর কণ্বের কন্যা বলিয়া অবগত হউন"।

দুষ্মন্ত কহিলেন—"কল্যাণি! তোমার কথা সত্য, এই কন্যা প্রকৃতই রাজকুমারী। ইনি আমায় পতিত্বে বরণ করুন আমি ইঁহাকে সুবর্ণ মালা, বিচিত্র পরিধেয়, সুবর্ণময় কর্ণাভরণ, শুভ্র শোভন মণিবত্ন, অতুল নিষ্কাদি এবং সর্ব্ব রাজ্য প্রদান করিব"।

সরলা বেপমানা কুমারী শকুন্তলা আত্মগৌরব, অনঘ-ঋষিকুল-পবিত্রতা, আর্য্যনারী-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া ঈষৎ স্ফুরণোন্মুখী নলিনীর ন্যায় সলজ্জ-গম্ভীর-বচনে বলিলেন "আমার পিতা ফলাহরণ জন্য আশ্রমের বহির্দ্দেশে গমন করিয়াছেন। আপনি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, তিনি প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিবেন"।

দুষ্মন্ত শুনিয়া নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিলেন—"অনিন্দিতে! আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার গতি—আর ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ বিবাহ বেদসঙ্গত এবং পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মনু এই সকল বিবাহকে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়াছিলেন। বিশেষতঃ গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুমোদিত সুতরাং তুমি ধর্ম্মসঙ্গত গান্ধর্ব্ব বিধানে আপনাকে আপনি সম্প্রদান কর"।

শকুন্তলা বলিলেন—"যদি এইরূপ ধর্ম্মপথ তবে আপনি অঙ্গীকৃত হউন যে আমার গর্ভজাত পুত্র আপনার পর যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হইবে; আর আপনি আমাদের এই পরিণয়াভিজ্ঞানস্বরূপ আপনার অঙ্গুরীয় আমাকে প্রদান করুন"।

রাজা—"তাহাই হউক" বলিয়া শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে অভিজ্ঞান অঙ্গুরী প্রদান করিয়া প্রস্থান কালে বলিয়া গেলেন—"আমি তোমাকে অচিরকালমধ্যে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য মন্ত্রিগণের সহিত বাহিনী প্রেরণ করিব"! এইরূপে কণ্বের তপোবনে পৌরবশ্রেষ্ঠ দুষ্মন্তের সহিত তাপসকুমারী শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিধানে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। রাজা নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহাযশা ত্রিকালদর্শী তপোধন কণ্ব ফলমূলাহরণানন্তর স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন; এবং যোগবললব্ধদিব্যজ্ঞানে শকুন্তলার পরিণয়-বিবরণ সম্যক অবগত হইয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে ব্রীড়াবনতমুখী শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন -"শকুন্তলে! তুমি যে আমার অজ্ঞাতসারে পুরু-বংশাবতংশ মহারাজ দুষ্মন্তের সহিত গোপনে ক্ষত্রিয়রাজধর্ম্মানুমোদিত গান্ধর্ব্ব বিধানে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছ ইহাতে তোমার পাতকস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা নাই। দাবানলে যেরূপ বৃক্ষ দগ্ধ হয় সেইরূপ তোমার অনুরূপ পাত্রের হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিবার চিন্তায় আমি দগ্ধ হইতেছিলাম। এক্ষণে আমার সে চিন্তার অবসান হইল। মহারাজ দুষ্মন্তই তোমার যোগ্য পাত্র। তোমার গর্ভে মহাবল মহাত্মা পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র সাগরমেখলা পৃথ্বীর অধীশ্বর হইয়া স্বনাম-প্রসিদ্ধ বংশ-প্রতিষ্ঠা করিবে এবং বিপক্ষের বিরুদ্ধে সমরাভিযানকালে ঐ মহাত্মা রাজচক্রবর্ত্তীর রথচক্র নিরন্তর অপ্রতিহত থাকিবে"।

শুচিস্মিতা শকুন্তলা তাঁহার পদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক ফলাদি আনয়ন করিলেন এবং মহর্ষি উপবেশন করিয়া বিশ্রামানন্তর অপগতক্লান্তি হইলে

তাঁহাকে বলিলেন—"পিতঃ তবে আমি যে পৌরবরাজকে বিবাহ করিয়াছি ইহা আপনার অনুমোদিত—আমি কৃতার্থ হইলাম—এক্ষণে প্রার্থনা সেই সামান্য মহীপতির প্রতি প্রসন্ন হউন"।

ত্রিকালজ্ঞ শংসিতব্রত মহর্ষি দৈবশক্তিপ্রভাবে জানিয়াছিলেন শকুন্তলা-দুষ্মন্তের নির্জ্জন-সম্মিলন অপরিহার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী—বিশেষতঃ অগ্নিহোত্র গৃহে "হে ব্রহ্মণ। তোমার এই দুষ্মন্ত-তেজগর্ভা কন্যাকে অগ্নিগর্ভা শমীলতার ন্যায় জানিবে—"এই যে অশরীরী মহা দৈবাদেশ-বাণী উত্থিত হইয়াছিল তাহা তিনি কিরূপে নিবারণ করিবেন—সুতরাং তিনি দৈববাণীর সাফল্য দর্শনে প্রসন্নচিত্তে বলিলেন—"রাজা দুষ্মন্ত পরম ধার্ম্মিক; আমি তাঁহার প্রতি পূর্ব্বেই প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে আর কি বর প্রার্থনা কর?"

শকুন্তলা দুষ্মন্তের হিতকামনায় বলিলেন—"পৌরব রাজ্য যেন অস্খলিত ও পৌরবগণের ধর্ম্মে মতি থাকে—"।

পরদিবস মহর্ষি কণ্ব স্থানান্তরে গমন করিলেন। একদিবস দুষ্মন্ত-বিরহ-বিধুরা শকুন্তলা দুষ্মন্তের ধ্যানে স্তিমিতলোচনে ধরাশয্যাশায়িতা, এমন সময়ে জ্বলন্ততপঃপ্রভাসম্পন্ন কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা দ্বিজসত্তম মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে সমাগত হইয়া দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে এই পর্ণোটজে আছ? আমি ভোজনার্থী আতিথ্য-প্রত্যাশী"। বারংবার উচ্চৈঃস্বরে আভাষণ পূর্ব্বক অতিথি সৎকার না পাইয়া উদ্ভূতরোষাবেশে অভিসম্পাত করিলেন—"বালিকে! তুমি অভ্যাগত অতিথির আভাষণে নিরুত্তর থাকিয়া অনন্যমনে যাহার ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়াছ তৎকর্ত্তৃক বিস্মৃতা হইবে"। দুর্ব্বাসা ক্রোধে এইরূপ অভিশাপবাণী উচ্চারণ করিলে প্রিয়সখী প্রিয়ম্বদা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আসিয়া মুনি-বরের পদতলে বিলুণ্ঠিতমস্তকে ক্ষমাপ্রার্থনা ও তাঁহাকে পাদ্যার্ঘ্যাদি

প্রদানে তাঁহার ক্রোধ প্রশমন ও তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া বলিল "ইনি পৌরবরাজ দুষ্মন্তের মহিষী—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আত্মজা, অপ্সরা মেনকার গর্ভজাতা কন্যা—মহর্ষি কণ্বের পালিতা দুহিতা। পতিব্রতা পতিবিরহবিহ্বলা পতিচিন্তায় মোহাচ্ছন্নবশতঃ আপনার আগমন বা আভাষণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাতা ছিলেন। অবজ্ঞা বা গর্ব্ববশতঃ আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই; অতএব ইঁহাকে ক্ষমা করুন। মহারাজ যেন ইঁহাকে বিস্মৃত না হন—আপনার অভিশাপ প্রত্যাহার করুন"।

দুর্ব্বাসা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"অভিজ্ঞান প্রদর্শনে রাজার বিস্মৃতি বিমোচন হইবে"—এই বলিয়া তিনি অভিশাপ সংহরণ ও আতিথ্য গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এদিকে শকুন্তলার গর্ভ শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভগবান কণ্ব দোহদ উপস্থিত দেখিয়া পরমানন্দে তাঁহার অভিলষিত ফলমূলাদি আনিয়া দিলেন। সপ্তম মাসে গর্ভ উপচিত হইলে মহর্ষি কণ্ব স্নেহার্দ্রচিত্তে মুনিমণ্ডলমধ্যগামিনী শকুন্তলাকে কহিলেন—"অচিরকালমধ্যেই তুমি আসন্নপ্রসবা হইবে, আর তোমার গর্ভজাত পুত্র মহাবল রাজকুমার; রাজপুত্রের বনবাসে থাকা উচিত নহে, তোমাকে স্বামিগৃহে প্রেরণ করিব"।

ঋষিপত্নীগণ শুনিয়া প্রেমাশ্রু-পরিপ্লুত-লোচনে শকুন্তলার বেশ-বিন্যাস ও অঙ্গরাগাদি সমাপন করিয়া অনুকূল আশীর্ব্বাদ প্রয়োগে কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। শকুন্তলা গগনবিচ্যুতা চন্দ্রলেখার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। মহর্ষি কণ্ব শোকাশ্রুধারাভিষিক্ত বদনে বৃদ্ধা গৌতমী, সখী প্রিয়ম্বদা ও শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামক প্রিয় শিষ্যদ্বয়কে আদেশ করিলেন—"তোমরা শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের করে সমর্পণ করিয়া

আইস"। তদনুসারে তাঁহারা সকলে মহর্ষির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শকুন্তলা সমভিব্যাহারে দুষ্মন্তালয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথে অশুভসংশয়জনক নানা দুর্লক্ষণ নয়নগোচর করিয়া শকুন্তলা সাতিশয় উদ্বিগ্না হইলেন। অনন্তর মধ্যাহ্নকাল সমাগত দেখিয়া শিষ্যদ্বয় সরস্বতীজলে স্নানাহ্নিকাদি মধ্যাহ্নক্রিয়া সমাধান করিলেন। শকুন্তলাও অবগাহনার্থ প্রিয়সখী প্রিয়ম্বদাহস্তে অভিজ্ঞান অঙ্গুরী রক্ষণার্থ অর্পণ করিয়া সরস্বতীজলে অবতরণ করিলেন। প্রিয়ম্বদা অঙ্গুরী গ্রহণান্তর যেমন বস্ত্রাঞ্চলে স্থাপন করিবেন অমনি উহা তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া নদীগর্ভে নিপতিত হইল ; সেই সঙ্গে যুগপৎ দুর্ব্বাসার অমোঘ অভিশাপের বিষাঙ্কুর রোপণ হইল। শকুন্তলা অঙ্গুরীর বিষয় বিস্মৃত হইয়া প্রিয়ম্বদার নিকট হইতে প্রতিগ্রহণ করিলেন না। প্রিয়ম্বদাও এ বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লেখ করিলেন না। অনন্তর সকলে স্নানান্তে দুষ্মন্তপুরে সমুপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনন্তর সকলে রাজদ্বারে সমাগত হইলে মহর্ষি-কণ্ব-শিষ্যদ্বয় দৌবারিককে বলিলেন—"সত্বর মহারাজের নিকট নিবেদন কর যে মহর্ষি কণ্বের তপোবন হইতে মহর্ষির আদেশে তাঁহার দুই শিষ্য, তাঁহার তনয়া ও দুইটী বিপ্র-রমণী আসিয়া রাজসাক্ষাৎকারলাভার্থ দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। দৌবারিক তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া রাজসকাশে সবিশেষ নিবেদন করিলে দুষ্মন্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া পুরোধা গৌতমকে বলিলেন—"মুনি-শিষ্যগণের আশ্রম-মহিলা সমভিব্যাহারে আগমন করিবার কারণ কি? আপনি স্বয়ং যাইয়া [illegible]

কোন রাক্ষস কি আশ্রমে কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদনে আশ্রমপীড়া বিস্তার করিতেছে না সিংহশার্দ্দূলাদি শ্বাপদগণ আবালবৃদ্ধবনিতার প্রতি অত্যাচার করিতেছে কিম্বা কাননে বনফলাদি উৎপন্ন না হওয়াতে তপোবনবাসিগণ আহারাভাবে ক্লিষ্টভাবাপন্ন হইয়াছে। যাহা হউক আপনি তাঁহাদিগের আতিথ্য-পরিচর্য্যা-সম্পাদন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বগৃহে বিশ্রামার্থ আশ্রয় প্রদান করুন এবং তাঁহাদিগের বাক্তব্য শ্রবণ করিয়া আমার নিকট যথাযথ বর্ণন করিলে আমি তদনুসারে কর্ত্তব্য-বিধানে তৎপর যত্নবান হইব"।

পুরোধা রাজনিদেশানুবর্ত্তী হইয়া তৎক্ষণাৎ পাদ্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারদেশে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাদিগের নিকট রাজভাষিত সবিশেষ বর্ণন করিলেন; অনন্তর অবগুণ্ঠনবতী অধোমুখী ও চন্দ্রকলার ন্যায় দীপ্তিমতী শকুন্তলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ লজ্জাবনতমুখী অন্তঃসত্ত্বা সুন্দরী কে?"

শিষ্যদ্বয় তদুত্তরে কহিলেন—"ইনি মেনকার গর্ভজাতা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র-কন্যা—মহর্ষি কণ্বের পালিতা দুহিতা এবং মহারাজ দুষ্মন্তের ধর্ম্মপত্নী। মহর্ষি কণ্ব ইঁহাকে স্বামিসকাশে প্রেরণ করিয়াছেন; আপনি মহারাজকে নিবেদন করুন। রাজমহিষীর এরূপ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকা উচিত নহে"।

পুরোহিত সসম্ভ্রমে রাজসমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ দুর্ব্বাসাশাপপ্রভাবে বিস্মৃতপরিণয় হইয়া পরুষ বাক্যে বলিলেন—"আমি কোথায় কাহাকে বিবাহ করিয়াছি স্মরণ নাই, বোধ হয় কোন কুলটা প্রতারণাচ্ছলে ছদ্মবেশে আসিয়াছে"।

পুরোহিত কহিলেন—"সেই বরাঙ্গনার আকার প্রকার দর্শনে তাঁহাকে অসন্দিগ্ধরূপে কুলনারী বলিয়া প্রতীতি হয়, তাঁহাকে আপনার

সমক্ষে আনয়ন করিলে তাঁহাকে দেখিয়া আপনার পূর্ব্বস্মৃতি উদয় হইবে। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী ও অন্তঃপুরচারিণী। তাঁহার ন্যায় অন্তঃসত্ত্বা নিষ্কলঙ্করূপলাবণ্যশালিনী অনিন্দ্যসুন্দরীর দ্বারদেশে অধিকক্ষণ অবস্থান করা নিতান্ত অনুচিত"।

রাজা পুরোহিতের এইরূপ সনির্ব্বন্ধ অনুনয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। পুরোহিত তাঁহাদিগকে রাজসমক্ষে আনয়ন করিলে কণ্বশিষ্যদ্বয় সসম্ভ্রমে ও সসম্মানে রাজাকে যথারীতি আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক উপবেশনানন্তর সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন—"গুরুদেব আপনাকে সস্নেহ সম্ভাষণে বলিয়াছেন—এই শকুন্তলা বিশ্বামিত্রাত্মজা—এবং তাঁহার পালিতা দুহিতা; আপনি মৃগয়া প্রসঙ্গে গান্ধর্ব্ববিধানে তাঁহার অজ্ঞাতসারে ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন ইহা ক্ষত্রিয়কুলধর্ম্মানুমোদিত। ইনি এক্ষণে রাজমহিষী ও আপনার সহধর্ম্মিণী আপনি এক্ষণে আপনার এই কল্যাণী মহিষীকে গ্রহণ করুন। আমরা পূজ্যপাদ মহর্ষির আদেশে ইঁহাকে আপনার করে সমর্পণ করিবার জন্য আনয়ন করিয়াছি"—তাঁহারা এইরূপ বর্ণন করিলে বৃদ্ধা গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিলেন।

রাজা দুর্ব্বাসার অনিবার্য্য অভিশাপফলে নিতান্ত ভ্রান্তচিত্তে ঋষি-বাক্য অবহেলা করিয়া শকুন্তলার প্রতি অত্যুগ্র কঠোর ঘৃণাব্যঞ্জক বাক্যে তাঁহাকে পত্নীত্বে অস্বীকার করিয়া কঠোর তীব্রতাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

তখন সেই স্বভাবধীরা কমনীয় কান্তিময়ী শকুন্তলার ক্রোধ অবমাননা ও অভিমানে নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইল, গণ্ডস্থল আরক্ত ও ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি তির্য্যক্ দৃষ্টিতে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! মৃগয়ার্থ তপোবনে প্রবেশ করিয়া গান্ধর্ব্ববিধানে

আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন—আপনি কিজন্য এরূপ স্মৃতি-ভ্রংশ হইয়াছেন ?"

মহারাজ এখনও অভিশাপবিভ্রান্ত--তিনি পুনরায় বলিলেন—দুষ্টতাপসি ! তোমার সহিত আমার ধর্ম্মকামার্থ-সম্বন্ধ আছে কি না স্মরণ নাই ; সুতরাং তুমি থাক বা যাও তোমার যাহা ইচ্ছা কর—"।

শকুন্তলা হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক প্রিয়ম্বদাকে কহিলেন—"সখি প্রিয়ম্বদে। কোথায় সেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরী ?—শীঘ্র দাও—এই ধূর্ত্ত নৃপতিকে সভামধ্যে অপ্রতিভ করিব—দাও--দাও—শীঘ্র অভিজ্ঞান দাও—"

প্রিয়ম্বদা শকুন্তলার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার কর্ণান্তিকে মৃদুস্বরে বলিলেন—"সেই অঙ্গুরী সরস্বতী-জলে নিপতিত হইয়াছে"। শকুন্তলা এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্র "হা হতোঽস্মি" বলিয়া বাতাভিহতা কদলীর ন্যায় মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন এবং গৌতমার আশ্লেষ ও সান্ত্বনায় কিয়ংক্ষণ পরে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া স্বভাব-সলজ্জ ফুল্লেন্দুনিভাননা দুর্ব্বাসঃ শাপানভিজ্ঞা শকুন্তলা রাজাকর্তৃক সভাতলে এইরূপে লাঞ্ছিতভাবে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া স্খলিতপুচ্ছা ফণিনীর ন্যায় সরোষে ও মর্ম্মান্তিক মনো-যাতনায় আত্মশুদ্ধচারিতা ও রাজার পত্নীত্বপ্রতিপাদনার্থ কখন রোষ কষায়িতলোচনে ভর্ৎসনাবাক্যে কখন বা সানুনয় ও জ্ঞানগর্ভ-উপদেশ পূর্ণ বাক্যবিন্যাসে রাজাকে সম্বোধন করিয়া নানা কথা বলিলেন কিন্তু সমুদয় নিষ্ফল হইল। রাজা বলিলেন—"অনর্থক বাগ্‌জাল বিস্তারের আবশ্যক নাই ; তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর"।

শকুন্তলা নিরাশ-বিক্ষোভিত অন্তরে বলিলেন—"রাজন! আপনি অপুত্রক, আমার গর্ভে আপনার পুণ্যব্রত রাজচক্রবর্ত্তী ও সর্ব্বধনুর্ধরা-গ্রগণ্য পুত্র জন্মিবে এবং আপনি আমায় পত্নীভাবে আশ্রয়প্রদান না করিলেও সেই পুত্র মহর্ষি কণ্বের অমোঘ আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে এই অবনিরাজ্য পালন করিবে।" এই বলিয়া চিরআশ্রমপালিতা শকুন্তলা শার্ঙ্গরবের সহিত কণ্বাশ্রমে প্রতিগমন করিতে উদ্যতা হইলেন; কিন্তু শার্ঙ্গরব স্বামিপরিত্যক্তা শকুন্তলাকে লইয়া যাইতে সম্মত না হইয়া শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত-ভবনে পরিত্যাগ করিয়া শারদ্বত ও গৌতমী-সহ কণ্বাশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন; অবশেষে পুরোহিতের উপদেশে শকুন্তলার পুরোহিতগৃহে অবস্থানই শ্রেয়স্কল্প বলিয়া অবধারিত হইল। পুরোহিত রোরুদ্যমানা শকুন্তলাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে তিনি মন্থরগমনে তাঁহার অনুগামিনী হইবামাত্র তেজরূপা দিব্যাঙ্গনা মেনকা তড়িদ্বেগে ব্যোমমধ্য হইতে সভাতলে আবির্ভূতা হইয়া শকুন্তলাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া অম্বরপথে অন্তর্হিতা হইলেন। দুষ্মন্ত এই অভাবনীয় দৈবমায়াবলোকনে ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল-চিত্ত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একদা মহীপতি দুষ্মন্ত অমাত্য ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে প্রজা-বর্গের মনোভাব-পরিজ্ঞানার্থ নগর ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলে একজন রাজভট কোন এক ধীবরকে বন্ধন করিয়া রাজসমক্ষে আনয়নপূর্ব্বক নিবেদন করিল—"মহারাজ! এই ধীবর আপনার নামাঙ্কিত রত্ননির্ম্মিত সর্ব্ব-

লোকবিদিত অঙ্গুরী অপহরণ করিয়া বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল— এই চৌর্য্যাপরাধে ইহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি”।

রাজা শুনিয়া ধীবরকে অভয়দানপূর্ব্বক কহিলেন—“ওহে মৎস্তজীবিন্! সত্য করিয়া বল তুমি এই অঙ্গুরী কোথায় ও কিরূপে পাইলে?”

ধীবর নিবেদন করিল—“মহারাজ! আমি সামান্য মৎস্যজীবী মাত্র, আমি চৌর্য্য বা ধূর্ত্ততায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এক দিবস সরস্বতীজলে মৎস্যলাভাশায় জাল নিক্ষেপ করিয়া তীরতরুমূলে বসিয়াছিলাম এমন সময়ে এক বৃহৎ রোহিত মৎস্য জালনিক্ষিপ্ত হইল দেখিয়া পরম হর্ষে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পাশমুক্ত করিয়া খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিলাম। তাহার উদর হইতে এই অঙ্গুরী বহির্গত হইল। কাহার অঙ্গুরী তাহা আমি অবগত নহি”।

রাজা ধীবরকে বহুসংখ্যক মুদ্রা প্রদান করিয়া হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক অঙ্গুরী গ্রহণ করিয়া উহা অবলোকন করিবামাত্র তাঁহার নয়নযুগল হইতে দরবিগলিতধারে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। দুর্ব্বাসার শাপ-সংহারক অভিজ্ঞান দর্শনে তাঁহার শকুন্তলা-পরিণয়-স্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠিল। তিনি প্রিয়তমা শকুন্তলাকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস-নিরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—“আমি নিতান্ত হতভাগ্য, বরারোহা পত্নীকে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। পরিণয়-অভিজ্ঞানাঙ্গুরী দর্শনে সমস্ত ব্যাপার স্মৃতিপথাবিষ্ট হইয়া ক্ষোভে ও অনুশোচনায় আমার মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। মৃগয়াকালে কথাপ্রসঙ্গে নিতান্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে গান্ধর্ব্ববিধানে তাহার পাণিপীড়ন করিয়া প্রস্থানকালে তাহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম তাহাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য অনতিবিলম্বে সামাত্য চতুরঙ্গবল প্রেরণ করিব। দুর্নিবার দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ আমার স্মৃতিবিভ্রম সংঘটিত হইয়াছিল। হায়! আমি

দেবসুতোপমা আসন্নপ্রসবা পত্নীকে প্রত্যাখ্যান ও তাহার প্রতি অমানুষিক নৃশংসাচরণ করিয়া দুরপনেয় প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়াছি। সেই লক্ষ্মীরূপিণী পরমপবিত্রা পুত্রফলা পতিব্রতা ব্যগ্রভাবে সাক্ষাৎ চিন্তামণির ন্যায় বারংবার সানুনয় আত্মসমর্পণ প্রার্থনা করিলেও তাহাকে দূর হইতে বর্জ্জন করিলাম। সেই চারুশীলা তপস্বিনী কল্পলতাব ন্যায় অভীষ্ট সম্প্রদানার্থ স্বয়ং সমাগতা হইলেও তাহাকে নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে উন্মূলিতা করিলাম। অতীত স্মৃতিযন্ত্রণায় আমার হৃৎপিণ্ড শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে—”

রাজার এবম্ভূত সকরুণ বিলাপোক্তি শ্রবণে ও তাঁহাকে শোকাবসাদে মুহ্যমান দর্শনে পুরোহিত তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—“হে পরন্তপ! আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন—এরূপ অনুতপ্ত হইবেন না ; আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম—এই মনস্বিনী দেবী-স্বরূপিণীব অবমাননা করিবেন না—ইনি নিশ্চয়ই আপনার পরিণীতা। আপনার পত্নীপ্রত্যাখ্যানে অতীব বিস্ময়োদ্দীপক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে এবং পৌরজনবর্গ সকলেই শোকাচ্ছন্ন। শুভ অশুভ, প্রিয় অপ্রিয় যাহা হইবার হইয়াছে আপনি আর অপ্রতীকার্য্য শোকে এরূপ অভিভূত হইবেন না।”

এই প্রকারে দিবানিশি বিলাপ ও মর্ম্মোচ্ছ্বাসে রাজা দুষ্মন্তের তিন বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। অনন্তর তিনি দেবরাজ কর্ত্তৃক সমাহুত হইয়া স্বর্গে অসুরনাশার্থ গমন করিলেন। দেবকার্য্য নির্ব্বাহান্তে মাতলি-সঞ্চালিত বিমানারোহণে মর্ত্ত্যে প্রত্যাগমন কালে মারীচাশ্রমে অবতরণ করিলেন। তথায় একটী বালক পাঁচটী সিংহশিশুকে লতাপাশে বন্ধন করিয়া তাঁহার সমক্ষে আনয়ন করিল। পত্নীবিরহবিধুর মেধাবী দুষ্মন্ত বালকের অদ্ভুত বিক্রম ও রাজশ্রী দর্শনে চমৎকৃত হইলেন ; তাঁহার হৃদয়ে বাৎসল্য সঞ্চার হইল।

ইত্যবসরে কশ্যপ মুনি কুশসমিধ আহরণপূর্ব্বক অরণ্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজাকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং যথারীতি আতিথ্যপ্রদানে তাঁহার পথক্লেশাপনোদন করিলেন। রাজা নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তপোধন! এবালকটী কে?"—কশ্যপ কহিলেন—"এই বালক তোমার মহিষী মনস্বিনী শকুন্তলা-গর্ভজাত এবং তোমারই আত্মজ। এই মহাবল বালক সিংহাদি সমস্ত প্রাণীরই দমন করিয়া তাহাদের সহিত নির্ভয়ে ক্রীড়া করিয়া থাকে এই জন্য আমি ইহার "সর্ব্বদমন" নাম নির্দ্দেশ করিয়াছি; তুমি এই বালককে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিপালন কর। এই বালক ভরত নামে তোমার পৌরব বংশধুরন্ধর ও পরম ভগবদ্ভক্ত হইবে। অভিজ্ঞান-অঙ্গুরী-দর্শনে দুর্ব্বাসা-প্রদত্ত অভিশাপের অবসান হইয়াছে।" এই বলিয়া দেবগুরু ভগবান কশ্যপ বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—"শকুন্তলাকে আনয়ন করিয়া মহীপতির হস্তে সমর্পণ কর"—মহর্ষির আদেশে তৎক্ষণাৎ শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের সম্মিলন হইল। রাজা বহুবৎসরব্যাপী, হৃদয়ের অন্তস্তলনিহিত, নিদারুণ জ্বালাময় বিরহান্তে সেই পতিপ্রাণা, মর্ম্মপীড়িতা, শীর্ণদেহা, পরিধূসর-বসনপরিহিতা শকুন্তলাকে গ্রহণ করিয়া সপুত্রক দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে স্বপুরে সমাগত হইলেন।

হলদিঘাটের যুদ্ধ।

প্রবলপ্রতাপান্বিত প্রাতঃস্মরণীয় বিক্রমকেশরী রাণা প্রতাপসিংহ শিশোদীয় ক্ষত্রিয়রাজবংশসম্ভূত। তিনি রাজ্যহীন, নিঃসহায়, নিরবলম্ব ও নিঃসম্বল; দুর্গম পার্ব্বত্যারণ্যপরিবেষ্টিত নির্জ্জন গিরিদুর্গ তাঁহার আবাস ভবন। উপর্য্যুপরি যবনোপদ্রব, নানাবিধ বিপৎপাত, পুনঃ পুনঃ আশাভঙ্গ, বনজ ফল মূল ভক্ষণ দ্বারা ক্ষুন্নিবারণ, অনশন, অর্দ্ধাশন, ক্ষোভ প্রভৃতি মহা সঙ্কটেও তাঁহার অদম্য বীর হৃদয় মুহূর্ত্তকাল জন্য বিচলিত হয় নাই। তাঁহার হৃদয় ভারতের বীরক্ষেত্র মিবারের প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার সঙ্কল্পে অধ্যবসায়ের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত ও দুর্জ্জয় বীরত্বপ্রতাপে উদ্দীপ্ত। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দিল্লীশ্বর আকবর সাহ—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ও বিপুল সহায়সমৃদ্ধিসম্পন্ন—তাহাতে আবার রাজপুত রাজন্যবর্গ কেহ কেহ বৈবাহিক সম্বন্ধে কেহ বা প্রলোভনে বিমোহিত হইয়া এবং কেহবা মোগল সম্রাটের দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শান্তিলাভার্থ অধীনতাস্বীকারে আত্মবিক্রয় দ্বারা তাঁহার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার বলবর্দ্ধন করিতেছে। অধিকাংশ রাজপুতসর্দ্দারের বীরত্ব ও তেজস্বিতা অন্তর্হিত হইয়াছে।

আকবরের শ্যালক অম্বররাজ মানসিংহ শোলাপুরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জয়শ্রীলাঞ্ছিতদেহে দিল্লীতে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে কমলমীরে প্রতাপ-ভবনে অনাহূতভাবে উপনীত হইয়া আতিথ্যপ্রত্যাশী হইলেন। যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা ও অভিনন্দন কার্য্য সম্পন্ন হইলে উদয়সাগরের তীরে শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত তটভূমে তাঁহার ভোজনস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি আহারে উপবেশন করিয়া নিতান্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে প্রতাপসিংহের সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিলেন। প্রতাপ-

সিংহ শিরঃপীড়াব্যপদেশে উপস্থিত হইলেন না। মানসিংহের সন্দেহ বর্দ্ধিত হইল, তিনি অন্নগ্রহণে অসম্মত হইলেন। সুতরাং অগত্যা প্রতাপ সিংহকে আসিতে হইল। তিনি মানসিংহকে গর্ব্ববিস্ফারিতবদনে বলিলেন "যে রাজপুতকুলে জন্মিয়া যবনকে ভগ্নী দান করিয়া যবনের সহিত একত্র পান ভোজন করিতে পারে সূর্য্যবংশীয় মহারাণা তাঁহার সহিত পানভোজনে অক্ষম।"

অম্বরপতি রোষে ও অপমানে কিয়ৎক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া ক্রোধ-কষায়িত-কুটিল-কটাক্ষে প্রতাপকে বলিলেন—"আপনার সম্মান ও গৌরব রক্ষার জন্যই আমরা আত্মসম্মানবিসর্জ্জন করিয়া যবনহস্তে ভগ্নী ও কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি; এখন বুঝিলাম আজীবন বিপদালিঙ্গনই আপনার অভিপ্রেত; যাহা হউক অচিরে আপনার দর্প খর্ব্ব হইবে নতুবা আমি মানসিংহ নামের যোগ্য নহি—"

প্রতাপ রুক্ষস্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন—"রণক্ষেত্রে আপনার সহিত সাক্ষাতে সুখী হইব—"। মানসিংহ আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া স্বদলে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মানসিংহের অবমাননার বিবরণ আদ্যোপান্ত আকবরের কর্ণগোচর হইলে তাঁহার রোষানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাণার বিরুদ্ধে সমরাভিযানের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। চিরস্মরণীয় হলদিঘাটই সমরক্ষেত্র নির্দ্ধারিত হইল। আকবর সাহ সেলিমকে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। মহবৎ খাঁ তাঁহার সহকারিতায় নিযুক্ত হইলেন।

রাণা প্রতাপ নিতান্ত নিঃস্ব; দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুতবীর এবং কতিপয় ভীল মাত্র তাঁহার পতাকানুবর্ত্তী। প্রতাপ হৃদয়নিহিত প্রচণ্ড

সাহস ও ঐকান্তিক উৎসাহে নির্ভব করিয়া এই মুষ্টিমেয় সহায় ও সম্বল সহ জলবিম্বের ন্যায় প্রবল প্রতাপশালী যবন-অক্ষৌহিণীর বিপুল প্রবাহে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ অব্যাহতভাবে আরাবলী পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া ক্রমশঃ নিবিড় পর্ব্বতমালার পশ্চিম সীমাবর্ত্তী পথে মোগলবাহিনীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বীরপুঙ্গব প্রতাপসিংহ উদয়পুরের পার্শ্ববর্ত্তী এক দুর্গম সঙ্কীর্ণ গিরি-বর্ত্ম দিয়া গমন করিয়া উদয়পুরের পশ্চিমে অবস্থিত এক সুবিস্তীর্ণ চতুষ্কোণ দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য প্রদেশে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এই পার্ব্বত্যারণ্যপরিবৃত সুবিস্তীর্ণ প্রদেশের চারিদিক অভ্রভেদী পর্ব্বতপ্রাকার ও ঘন-সন্নিবিষ্ট-বৃক্ষ-শ্রেণী দ্বারা বিপক্ষের অতর্কিত আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র সরিৎ বক্রগতিতে প্রবাহিত—এই দুর্গম প্রদেশই হলদিঘাট নামে পরিচিত।

রাজপুত বীরগণ সমরোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া এই হলদিঘাটের রমণীয় গিরিবর্ত্মের অধিত্যকা প্রদেশে অমিত-সাহস-প্রদীপ্ত হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া মোগলবাহিনীর আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিল। মহাবল ভীলগণও শিলাসম্পাতে বিপক্ষমস্তক চূর্ণীকৃত করিবার জন্য সেই মেঘস্পর্শী শৈল-সানুদেশে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড সঞ্চিত করিয়া হস্তে কার্ম্মুক ও পৃষ্ঠে তূণীর গ্রহণ করিয়া রণপ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল।

১৫৭৭ খৃঃ শ্রাবণ মাসের ৭ম দিবসে যবন সৈন্য রাণাপ্রতাপের সৈন্যদলের সম্মুখীন হইল। অনতিবিলম্বে মহাসমর আরম্ভ হইল। মিবারের স্বাধীনতারক্ষা ও চিতোর-গৌরব যবন-কবল হইতে অক্ষুণ্ণ রাখিবার উৎসাহে রাজপুত বীরগণ রণমদে উন্মত্ত হইয়া বিপুল বিক্রমে মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হইল। বীরপুঙ্গব প্রতাপসিংহ ভীম বিক্রমে

অলৌকিক সাহস ও রণ-নৈপুণ্য-সহকারে সকলের পুরোবর্ত্তী হইয়া মোগল ব্যূহভেদে প্রবৃত্ত হইলেন। মোগল সৈন্য তাঁহার প্রচণ্ড শক্তি প্রতিরোধে অসমর্থ ও ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় সুভীষণ বিক্রম-প্রভাবে ভীত হইয়া স্বল্প কাল মধ্যেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। বীর-কেশরী প্রতাপ সসৈন্যে উন্মত্তের ন্যায় অমিত প্রতাপে সেই বিশৃঙ্খল-বিতাড়িত-সৈন্যমণ্ডলী দলিত করিয়া ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার মানসিংহের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কৃপাণাঘাতে দ্বিখণ্ডিত, ভল্লাস্ত্রে ছিন্ন এবং সায়কাঘাতে বিদ্ধ হইয়া দলে দলে মোগল সৈন্যগণ ভূমি লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

প্রতাপ মানসিংহকে দেখিতে পাইলেন না, তৎপরিবর্ত্তে সেলিম তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। দ্বিগুণ সাহস-উৎসাহ-বিক্রমে প্রতাপের হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল; তিনি তৎক্ষণাৎ শাণিত খড়্গাঘাতে সেলিমের শরীর-রক্ষকগণকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন এবং সেলিমকে লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত বর্ষা সবলে নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু লৌহ-মণ্ডিত হাওদায় প্রতিহত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সেই বর্ষা উৎক্ষিপ্ত হইয়া মাহুতের প্রাণনাশ করিল। মাহুতের বিনাশে এই প্রমত্ত রণমাতঙ্গ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সেলিমকে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। প্রতাপ অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

এ দিকে মহাসমর ক্রমে ভীষণতর হইয়া আসিতে লাগিল। রাজপুতগণ প্রচণ্ড বিক্রমে শত শত মোগলমুণ্ড ভূমি লুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন কিন্তু দলে দলে অসংখ্য মোগল সৈন্য আসিয়া রণভূমি পরিব্যাপ্ত করিতে লাগিল। প্রতাপের পরিমিতসংখ্যক সৈন্যদল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে তথাপি প্রতাপ অটল প্রতাপে মানসিংহের অন্বেষণে ব্যগ্র হইয়া উন্মত্তের ন্যায় সমর-প্রাঙ্গণ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে মিবারের রাজছত্র দেখিয়া মোগল সৈন্যগণ চারিদিক হইতে

তাঁহাকে আক্রমণ ও পরিবেষ্টন করিল। চারিদিকেই শক্রমুণ্ড, এইবার তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন কিন্তু তথাপি ভগ্নোদ্যম বা ভগ্নোৎসাহ না হইয়া মহাবিক্রমে ও অদম্য-অধ্যবসায়-সহকারে শত্রুদল বিদলিত করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব শরীরে একে একে সাতটী আঘাত প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাপ্লুত হইল তথাপি অমিত বিক্রমে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া প্রস্থান করিবার জন্য যত্নবান হইলেন; ইত্যবসরে ভীমনাদে রণস্থল প্রতিধ্বনিত করিয়া ঝালাপতি মান্না প্রচণ্ডবেগে উল্লম্ফন পূর্ব্বক সসৈন্যে শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রতাপের নিকটবর্ত্তী হইয়া অবিলম্বে তাঁহার মস্তক হইতে রাজছত্র লইয়া আপন মস্তকে ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। শত্রুসৈন্য তাঁহার মস্তকে রাজছত্র দেখিয়া তাঁহাকেই রাণা মনে করিয়া তাঁহার বিনাশসাধনে তাঁহার দিকেই ধাবিত হইল। বীরপ্রবর মান্না অদ্ভুত বীরত্বপ্রভাবে অসংখ্য যবনমুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া সসৈন্যে রণাঙ্গণে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিয়া তদ্বিনিময়ে প্রতাপের জীবন রক্ষা করিলেন। রণশ্রমে শ্রান্ত, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরসিক্তদেহে প্রতাপ স্বীয় প্রিয় অশ্ব চৈতকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী রণভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। দ্বাবিংশতিসহস্র রাজপুতসৈন্যমধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র বীর রণভূমে চিরনিদ্রায় মগ্ন হইলেন। হলদিঘাটের প্রথম দিবসের সমরাভিনয় সমাপ্ত হইল।

নায়েগ্রার জলপ্রপাত।

এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরা লীলাময় ঈশ্বরের লীলা-নিকেতন। চারিদিকেই তাঁহার অপার সৃষ্টি-কৌশল নিরুপম গৌরবপ্রভায় বিকসিত; স্বভাব-সৌন্দর্য্যের কি অতুলনীয় আদর্শ! কোথাও শৈল-নিঃসৃত সলিল-প্রবাহে সম্মিলিতা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী অতি শীর্ণ রজত রেখার ন্যায় ক্ষীণ দেহে নিম্নমার্গানুসারিণী হইয়া মধুবাস্ফুট কলনাদে বহিয়া যাইতেছে। কোথাও বা দিগন্তপ্রসারিণী মহানদী বিশাল ফেনশির-উর্ম্মিমালা-বিক্ষোভিত বিপুল প্রবাহে প্রশান্ত মহার্ণবে মিলিত হইতেছে। কোথাও প্রস্রবণ-নিঃসৃত স্বচ্ছ মুক্তাফল-নিভ বারিবিন্দু নীরবে মালাকারে নিঃসৃত হইয়া শৈলোৎসঙ্গে নিপতিত হইতেছে—কোথাও বা বজ্রধ্বনিসঙ্কাশ ভীম-রবে প্রকৃতির গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জলপ্রপাতের বিপুল প্লাবনে ধরিত্রীবক্ষ আলোড়িত হইতেছে।

পৃথিবীর নানাস্থানে বহু জলপ্রপাত অবিশ্রান্ত সলিলরাশি উদ্গিরণ করিতেছে। তন্মধ্যে উত্তর আমেরিকা মহাদেশে 'ইরাই" ও "অন্তেরিও" হ্রদের মধ্যবর্ত্তী নায়েগ্রার জগদ্বিখ্যাত জলপ্রপাত সলিলরাশি-নিঃস্রাবণে অদ্বিতীয় এবং উহার বিশাল দৃশ্যগাম্ভীর্য্য নিরতিশয় ভীতিব্যঞ্জক ও অনির্ব্বচনীয় ভাবোদ্দীপক। ঈশ্বরের অসীম শক্তি ও অনন্ত মহিমার অপরূপ নিদর্শন। এ দৃশ্যের স্বরূপ চিত্রাঙ্কন কিম্বা ভাষায় বর্ণন অকিঞ্চিৎকর মানবশক্তির অতীত।

নায়েগ্রা আমেরিকা মহাদেশের দৃশ্য-গৌরব এবং বিধাতার অসীম শক্তি ও দুরবগম্য প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য্য বিকাশের অন্যতম অদ্বিতীয় দৃশ্য। আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক এই নদীর নায়েগ্রা অর্থাৎ

সুভীষণ বজ্রনাদী পয়োবজ্র * এই নামকরণ হইয়াছে। নায়েগ্রা নদী ৩৩ মাইল দীর্ঘ ও ½ মাইল হইতে ২ মাইল প্রস্থ। ইহা সমুদ্রোপকূল হইতে ৫৭৩ মাইল উচ্চে অবস্থিত "ইরাই" হ্রদ হইতে নিঃসৃত হইয়া ধীর ও প্রশান্ত গতিতে উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ব্যবধানরূপে নিউইয়র্ক ও অন্তেরিও প্রদেশকে বিভক্ত করিয়া ইরাই হ্রদ অপেক্ষা ৩২৮ ফিট নিম্নস্থ অন্তেরিও হ্রদে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর উৎপত্তি স্থানের কিয়দ্দূরে ইহা দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়া "গ্রাণ্ড" দ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণ দিক পরিবেষ্টন পূর্ব্বক পুনরায় বর্দ্ধিতায়তনে মিলিত ও প্রকাণ্ড হ্রদাকার ধারণানন্তর প্রবাহিত, আবর্ত্তে পরিণত ও অপ্রশস্তভাবে প্রতি মাইলে ৫২ ফিট অনুপাতে নিম্নমুখী হইয়া অবশেষে প্রচণ্ড বেগে এক সুবিশাল গহ্বরে লম্বভাবে নিপতিত হইতেছে। প্রপাত স্থলে ইহার পরিসর ৪৭৫০ ফিট এবং মধ্যস্থলে ৪০ ফিট উচ্চ ও ১০০০ ফিট প্রস্থ ও নিবিড়-অরণ্য-সমাকূল ছাগদ্বীপ † আমেরিকার উপকূল হইতে ১৪০০ ফিট ও কানাডা রাজ্যের উপকূল হইতে ২৮০০ ফিট দূরবর্ত্তী। কানাডার অভিমুখে অশ্বখুর ‡ প্রপাতের উচ্ছ্রায় ১৫০ ফিট ও পরিসর ১৮০০ ফিট। আমেরিকাভিমুখী প্রপাতের উচ্চতা ১৬৪ ফিট ও কানাডার দিকে ১৫০ ফিট এবং পতনশীল সলিলরাশি প্রতি মিনিটে ১৮০০০,০০০ ঘন ফিট পরিমাণ পতনানুপাতে ১০০০ ফিট পারসর বিশিষ্ট গুহাগর্ভে অবিশ্রান্ত প্রবল বেগে নিপতিত হইতেছে এবং পুনরায় ৭ মাইল অন্তরে ২০০ ফিট হইতে ৩৫০ ফিট উন্নত উপত্যকার মধ্য দিয়া ১০৪ ফিট উর্দ্ধ হইতে পতিত হইতেছে, এই স্থানে ইহার পরিসর ২৫০ গজ হইতে ৪০০ গজ মাত্র। উল্লিখিত প্রপাতের

---

* Thunder of water.

† Goat island. ‡ Horse-shoe fall.

৩ মাইল নিম্নে আবর্ত্তময় প্রবাহ কানাডার কূলে প্রতিহত হইয়া পুনর্ব্বার প্রচণ্ড ঘূর্ণ্যমান বেগে আমেরিকার দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তথায় পতন স্থানের পরিসরের সঙ্কীর্ণতা ও অসমতলতা বশতঃ অধিকতর প্রচণ্ডভাব ধারণ করে। তৎপরে "লুইস্টনের" উপত্যকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শান্ত ভাবে অন্তেরিও হ্রদে প্রবাহিত হয়।

বক্ষ্যমাণ জলপ্রপাতের বিপুল পরিসর ও উচ্ছ্রায় দর্শনে প্রথমতঃ চক্ষু যেন ধ্বান্ত হইয়া যায়। প্রকৃতির কি অপরূপ নির্জ্জন গাম্ভীর্য্য চিত্র! উজ্জ্বল রবিকরে সলিলরাশি শুভ্র ফেনপুঞ্জে যেন স্বচ্ছ তুষার রাশির ন্যায় প্রভাসিত হইতেছে। প্রপাতের ভীম অশনিনিনাদসন্নিভ গম্ভীর নিস্বনে কর্ণকুহর বধির হইয়া যায়। প্রপাতস্ফুরিত শীকরমালা রবিকরসংস্পর্শে নানাবর্ণে সুরঞ্জিত রামধনুর ন্যায় রমণীয় চিত্র প্রদর্শন করে। সুদূরবিস্তীর্ণ হরিৎবর্ণশোভিত নিবিড় অরণ্যানী—ধবল ফেনরাশ-ধবলিত সলীল সলিলরাশির রজতকান্তি ধবলিমা। এই বিপুল সলিলরাশি ভীষণ আবর্ত্তময় তরঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইলের বেগে নিরন্তর প্রধাবিত।

পাদগামী ব্যক্তিগণের গমনসৌকর্য্যার্থ নায়েগ্রাবক্ষে উহার জল-প্রপাতের ২৫০ গজ নিম্নে "সাস্‌পেনসান ব্রিজ" নামে একটী দোদুল্যমান সেতু নির্ম্মিত রহিয়াছে। কালধর্ম্মে নায়েগ্রার মূর্ত্তি অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। "টেবলরক্‌" প্রভৃতি কয়েকটী দৃশ্য এককালীন অন্তর্হিত হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ।

দেশব্যাপী-ভক্ষ্যাভাব-হেতু মুষ্টিভিক্ষোপজীবী ভিক্ষুকগণের মুষ্টিভিক্ষা দুর্লভ হইলে সেই দেশ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যে দেশে তণ্ডুল গোধূমাদি শস্যবিশেষ সমগ্রদেশবাসিগণের প্রাণধারণোপযোগী প্রধান আহার্য্য, অতিবৃষ্টি বা প্রবলবন্যাজনিত জলপ্লাবনে শস্যক্ষেত্র ভাসমান কিম্বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে জলাশয়াদি শুষ্ক হইয়া শস্যক্ষেত্রে জলসেচনার্থ জলাভাবে শস্যক্ষেত্র শুষ্ক ও বিদগ্ধ কিম্বা সহর্ষ-শস্য-শীর্ষ-শোভিত শ্যামল ক্ষেত্রে শলভাদির উপদ্রব প্রভৃতি আধিদৈবিক কারণে এই সকল শস্যোৎপত্তির অন্তরায় হেতু শস্যাভাবে দেশব্যাপী অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। ইয়োরোপ কিম্বা অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশে একমাত্র শস্যবিশেষ প্রধান ও জীবনরক্ষক আহার্য্য রূপে নির্দ্দিষ্ট ও ব্যবহৃত না হওয়ায় ঐ সকল দেশে অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ নিতান্ত অন্নগত জীবন—"কলৌ নরাঃ অন্নগত প্রাণাঃ" সুতরাং উপযুক্ত কারণে পর্য্যাপ্ত তণ্ডুলাভাবে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়ন অপরিহার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। কখন বা উৎপন্ন তণ্ডুলের স্বল্পতাবশতঃ সাধারণ দরিদ্রগণ মহার্ঘমূল্যে উহা ক্রয় করিতে অসমর্থ, কখন বা বিশিষ্ট সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণ তণ্ডুলের অভাব হেতু বহু অর্থ বিনিময়েও যৎকিঞ্চিৎ তণ্ডুলগ্রাস লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। ভারতবাসী যে এইরূপ দুর্ভিক্ষদুর্ব্বিপাকে নিয়ত প্রপীড়িত, শিক্ষিত ব্যক্তিগণের শিক্ষাভিমানসম্ভূত ঔদাসিন্য ও ইতর মূর্খ কৃষিগণের হস্তে কৃষিকার্য্য পরিচালনই তাহার অন্যতম কারণ; বিশেষতঃ বুদ্ধিমান ও ধনবান ব্যক্তিগণ শস্যক্ষেত্রে জলসেচনাদি উৎকর্ষ সাধনার্থ জলাশয়াদি খনন কার্য্যে নিতান্ত বিমুখ, সুতরাং দরিদ্র কৃষিগণ দেশীয় ধনীসম্প্রদায়ের নিকট উৎসাহ সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা

লাভে নিতান্ত বঞ্চিত এবং দেশীয় শস্য বিপুল পরিমাণে বিক্রীত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

অন্নকষ্টপ্রপীড়িত দুর্ভিক্ষবিধ্বস্ত দেশের কি ভয়াবহ বিভীষিকাপূর্ণ শোচনীয় হৃদয়বিদারক দৃশ্য! গগন মেঘশূন্য, বারিবিন্দু-বর্ষণাভাবে জলাশয় শুষ্ক, শস্যক্ষেত্র জলসেকাভাবে বিশুষ্ক দগ্ধ মরুবৎ ধূ ধূ করিতেছে। সমগ্র দেশ অন্নকষ্টের হাহাকারে পূর্ণ। ভীষণ দুর্ভিক্ষ-প্রকোপে দেশে মুষ্টিমেয় শস্যাভাব। অসংখ্য লোক অসহ্য জঠর যন্ত্রণায় নিপীড়িত ও স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণে অসমর্থ হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছে—কত হতভাগ্যের দেহ অনশনে জীর্ণ শীর্ণ ও কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত ও অসংখ্য ক্ষুৎপিপাসাতুর ব্যক্তি উত্থানশক্তিবিহীন হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় পথিপার্শ্বে শৃগাল কুক্কুর শকুনি গৃধিনীর লক্ষ্য ও ভক্ষ্যরূপে বিশুষ্ককণ্ঠে কণ্ঠাগতপ্রাণে অর্দ্ধনিমীলিত লোচনে সর্ব্বযন্ত্রণাহারী মৃত্যুদর্শন অপেক্ষা করিতেছে। দুর্ভিক্ষের মূর্ত্তিমান বুভুক্ষু কঙ্কালমূর্ত্তিগণ যেন প্রেতপিশাচের ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় মুষ্টিমেয় আহার্য্যানুসন্ধানে নিতান্ত চলচ্ছক্তিবিহীনভাবে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। মুষ্টিমেয় তণ্ডুলগ্রাস লাভে জঠরজ্বালা নিবারণার্থ ইহারা স্নেহদয়ামায়া-মমতাবিবর্জ্জিত হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে উন্মত্তের ন্যায় সকল প্রকার পাপাচরণে প্রস্তুত। খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই। দেশে কন্দ-মূল-ফলাদি সমস্তই নিঃশেষিত। অভক্ষ্য বৃক্ষপত্রও ভক্ষিত; বৃক্ষসকল পত্রহীন ফলহীন ও এমন কি, বল্কলহীন স্থাণুমাত্রে পরিণত হইয়া দুর্ভিক্ষের দৃশ্যমান মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কতলোক বিষাক্ত লতাগুল্মশাকাদি ভক্ষণে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে। ফলতঃ অনাহারে ও কদাহারে দেশ প্রায় জনশূন্য। জননী, সন্তানস্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া সামান্য কয়েকটী তাম্রমুদ্রার জন্য আপন প্রাণসম প্রিয়পুত্রকে বিক্রয় করিতেছে, পথে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে, আবার শিশুর

হস্ত হইতে সবলে তণ্ডুলগ্রাস কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা আপন জঠরজ্বালা শান্তি করিতেছে; অনাহারক্লিষ্ট শিশু ভূতলে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জননীর সম্মুখে জননীর স্নেহালিঙ্গনের পরিবর্ত্তে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতেছে। আবার কোন অসূর্য্যম্পশ্যা কুলকামিনী নিজ শিশুর ক্ষুধাশান্তির জন্য উন্মাদিনীর ন্যায় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজপথে ভিখারিণীর ন্যায় একমুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা করিতেছে। শুষ্কপ্রায় কর্দ্দমাক্ত নদীজলে অসংখ্য পূতিগন্ধময় বীভৎসমূর্ত্তি শবদেহ ভাসমান। রাজপথও মুমূর্ষু ও মৃতদেহে অবরুদ্ধ। চারিদিকে গবাদি গৃহপালিত পশুর মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত। মুমূর্ষুর দেহ শৃগাল কুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্ট ও ভক্ষিত হইতেছে কিন্তু সে তন্নিবারণে অসমর্থ। দেশ যেন শ্মশান বা প্রেতভূমি। এইরূপ লোমহর্ষণ হৃদয়বিদারক দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ১৭৭০ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা হ্রাস হইয়াছিল। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষও নিতান্ত ভয়াবহ।

এইরূপ দেশধ্বংসী দুর্ভিক্ষ-কালে গভর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষক্লেশ-প্রশমনার্থ ও নিঃস্ব, নিরবলম্ব ও অন্নহীন প্রজাগণের অন্নসংস্থানার্থ "রিলিফ্ ওয়ার্ক" ব্যবস্থা করেন। সহৃদয় বদান্য ধনাঢ্যগণ অন্নছত্র খুলিয়া নিরন্নদিগকে অন্ন বিতরণ করেন। অন্য দেশীয়গণ আপনাদিগের মধ্য হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া সেই সংগৃহীত অর্থ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত দেশে প্রেরণ করেন।

ভারতবর্ষে যে কয়েকবার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দৃষ্ট হইয়াছিল তন্মধ্যে নিম্নোক্ত গুলিই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

(১) ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে সার জন লরেন্সের ভারতশাসনকালে উড়িষ্যা দেশের প্রবল দুর্ভিক্ষ-পীড়নে প্রায় ২০ লক্ষ লোক অনাহারে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

(২) ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে বেহারে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ সাময়িক প্রতীকারচেষ্টায় স্বল্পকালমধ্যে প্রশমিত হইয়াছিল।

(৩) ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে লর্ড লিটনের শাসন সময়ে মান্দ্রাজে ৫০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রকোপে অকালমৃত্যু আলিঙ্গন করিয়াছিল।

(৪) ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে লর্ড এলগিনের শাসনকালে দারুণ দুর্ভিক্ষ-ক্লেশে সমগ্র যুক্ত-প্রদেশ, বেহারের কিয়দংশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের স্থানে স্থানে জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অবশেষে গভর্ণমেণ্টের বহুল যত্নে উহার প্রকোপ নিবারিত হইয়াছিল।

(৫) ১৮৯৯—১৯০০ খৃঃ অব্দে লর্ড কার্জ্জনের শাসন সময়ে পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও রাজপুতানায় বিপুল জনবিধ্বংসী দুর্ভিক্ষকবলে বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিপাতিত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট ইহার শান্তিবিধানোদ্দেশে বহুযত্নশীল হইয়া ইহার প্রকোপ মন্দীভূত করিয়াছিলেন।

ভূমিকম্প।

ভূগর্ভস্থ আভ্যন্তরীণ উত্তাপে ভূগর্ভনিহিত ধাতুরাশি দ্রবমান হইয়া ধাতবপদার্থের সাধারণ ধর্ম্মানুসারে বর্দ্ধিতায়তন বশতঃ স্বীয় আধার হইতে প্রবলবেগে নির্গত হইবার জন্য প্রচণ্ডবেগে সঞ্চালিত হইতে থাকে কিন্তু নিতান্ত কঠিন ও দুর্ভেদ্য ভূপঞ্জরাবরণে অবরুদ্ধ থাকিয়া নির্গমপথাভাবে অদম্য তেজে ভীমবেগে ভূগর্ভমধ্যেই ঐরূপে সঞ্চালিত হয় এবং এই সঞ্চালনবেগ ভূপৃষ্ঠে প্রসারিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ ও তদুপরিস্থ অট্টালিকাদি আন্দোলিত হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠের এই আন্দোলনের নাম ভূমিকম্প।

ভূমিকম্প পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বাংশেই অনুভূত হইয়া থাকে তবে আগ্নেয়-গিরিব সন্নিহিত প্রদেশে ইহার প্রবল প্রকোপ ও পৌনঃপুনিক সংঘটন দৃষ্ট হয় এবং অগ্ন্যুৎপাতজনিত ভূমিকম্পের প্রচণ্ডবেগ বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশেও সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশে, সমুদ্রোপকূলেও সজীব আগ্নেয়-গিরির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে ভূমিকম্প অধিক ধ্বংসকর ও নিরন্তর সংঘটিত হয়।

ভূমিকম্পের প্রাক্কালে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তর হইতে অবিশ্রান্ত বজ্রধ্বনি সদৃশ কিম্বা কামান-গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর শ্রবণভৈরব ধ্বনি শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। সর্ব্ব শরীর দোদুল্যমান হয়। কোন সমতল ভূমি অকস্মাৎ বিদীর্ণ হইয়া গভীর গহ্বরে পরিণত হয়। আবার কোন স্থান উন্নত হইয়া উঠে। কোথাও বা অত্যুন্নত অচলশিখর সাগরগর্ভে মগ্ন হইয়া যায়, কোথাও বা সাগরবারি অপসারিত হইয়া প্রকাণ্ড ভূমিভাগ ও শৈল মালা অথবা বালুকাপূর্ণ মরুপ্রদেশ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুবৃহৎ অট্টালিকা সকল কম্পনবেগে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভূমিসাৎ হইয়া অসংখ্য মানবের অপঘাতে অকাল মৃত্যু সাধন করে। কত ধনধান্যপূর্ণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন শোভার ভাণ্ডার নগর এককালে ভূগর্ভে প্রোথিত কিম্বা ভগ্নাবশিষ্ট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

উপর্য্যুক্ত কারণ ব্যতীত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতনিবন্ধন তৎসন্নিহিত প্রদেশে যে ভূমিকম্প হইয়া থাকে তাহাই সমধিক সাংঘাতিক এবং উল্লেখযোগ্য। ৭৯ খৃঃ অব্দে ইটালীর অন্তর্গত নেপলস্ উপসাগরের পূর্ব্বোপকূলে অবস্থিত ভিসুভিয়স নামক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া জগদ্বিখ্যাত। ভিসুভিয়স কয়েক শতাব্দী নিরুপদ্রবে থাকিবার পর ৭৯ খৃঃঅব্দের ২৪শে আগষ্ট পুনঃ পুনঃ ভূপৃষ্ঠ কম্পিত হইয়া ক্যাম্পেনিয়ার অধিবাসিগণের হৃৎকম্প উৎপাদন

করিল। অনতিপরেই ভিসুভিয়স প্রলয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেশধ্বংসী অগ্ন্যুৎপাতে হাবকেউলেনিয়াম ও পম্পিয়াই ধ্বংস করিয়া ফেলিল। ভূপৃষ্ঠ অবিশ্রান্ত ভীম বেগে কম্পিত; শকট-চক্র সমতল ভূমেও স্থিরভাবে দণ্ডায়মানে অক্ষম হইয়া বিপর্য্যস্ত, প্রাসাদ সকল আমস্তক-ভিত্তিমূল-কম্পিত হইয়া অবিশ্রান্ত ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। ভূমিভাগ কম্পিত হইয়া সেই কম্পন-বেগ সাগরজলে প্রসারিত হইয়া সাগরবারি ভীমবেগে বেলা হইতে বহুদূরে অপসারিত হইয়া নানাবিধ জলজন্তু দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। ভিসুভিয়সের মুখনিঃসৃত প্রচণ্ডবেগবিসর্পী কৃষ্ণবর্ণধূমপুঞ্জে ও ধূলিপটলে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে অগ্নিশিখা সেই নিবিড় কৃষ্ণধূমপুঞ্জে যেন উল্কাশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিল। গন্ধকের তীব্র গন্ধে জীবমাত্রেরই বিবমিষা ও শ্বাসরুদ্ধ হইল। গলিত-ধাতু-মিশ্রিত প্রস্তর খণ্ড সকল জলন্ত রক্তবর্ণ অনলরাশি বর্ষণের ন্যায় ভীমবেগে চতুর্দ্দিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। গলিত ও জলন্ত ধাতু-নিঃস্রব যেন সলিলধারার ন্যায় নিম্নভূমির উপর দিয়া অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইয়া সন্নিহিত গ্রাম সকল ধ্বংস করিয়া ফেলিল। বায়ুমণ্ডল সূক্ষ্ম ভস্ম ও ধূলিরাশিমিশ্রণে তিন দিবস যেন তামসী রজনীর ন্যায় ঘোর অন্ধকারময় হইয়াছিল। সেই নিবিড় অন্ধকারে মধ্যে মধ্যে অগ্নিশিখার প্রবল আস্ফালন ও উজ্জ্বল স্ফুরণ যেন শমনের করাল সর্ব্বভুক রসনার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। জলীয় বাষ্পরাশি মেঘমালার ন্যায় নিঃসৃত হইয়া দ্রবমান ও ধূলি ভস্মাদির সহিত মিশ্রিত ও কর্দ্দমাকারে প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইয়া অট্টালিকাদি পূর্ণ ও গ্রাম সকল প্রোথিত করিয়া ফেলিতে লাগিল।

অনন্তর অগ্ন্যুদ্গিরণ পর্য্যবসিত ও তৎসহ ধূলিমেঘাবরণ অবসৃত হইলে সমগ্র দেশ সুগভীর শ্বেতভস্মাবরণে যেন তুষারমণ্ডিত বলিয়া

বোধ হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক মানবজীবন ও বিপুল সম্পত্তি বিনষ্ট হইল।

যখন ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল সমুদ্রতলনিম্নস্থ ভূগর্ভে অবস্থিত হয়, (যেমন ১৭৫৫ খৃঃ লিসবনের ভূমিকম্পে দৃষ্ট হইয়াছিল) তখন সাগরজল ভীষণ তরঙ্গে আলোড়িত হইতে থাকে কিন্তু জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগেই কম্পন অধিক গতিশীল সুতরাং স্থলভাগে ভূকম্পের গতি প্রসারিত হইবার পূর্ব্বে বিক্ষোভিত সলিলতরঙ্গ তীরাভিমুখে প্রধাবিত হয় না। বিক্ষোভিত তরঙ্গের উচ্ছ্রায় সাগরজলের গভীরতা-সাপেক্ষ। লিসবনের ভূমিকম্পে কেডিজের নিকটবর্ত্তী সাগরতরঙ্গ ৬০ ফিট উন্নত হইয়াছিল। এইরূপ প্রচণ্ড বেগে উচ্ছ্বসিত জলরাশি ভূমিকম্পের অব্য-বহিত পরে তটাভিহত হইয়া দেশধ্বংসের পূর্ণাহুতি প্রদান করে। সাগর সলিল প্রথমতঃ বেলাভূমি হইতে অপসারিত হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিশাল শৈলশৃঙ্গবৎ উত্তুঙ্গ তরঙ্গপ্রবাহে ভীমবেগে বেলাভূমি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বিপুল প্লাবনে সমগ্র দেশ সলিলগর্ভে নিমজ্জিত করে।

ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে হার্কেউলেনিয়াম ও পম্পিয়াই নগরদ্বয় ধ্বংস ও প্রোথিত হইয়া উহাদের অস্তিত্ব বিলোপের পর প্রায় ১৫০০ বৎ-সরে উক্ত ভূগর্ভনিহিত নগরদ্বয় পুনর্ব্বার আবিষ্কৃত হইয়াছে, অগ্ন্যুৎপাত-প্রক্ষিপ্ত আবর্জ্জনারাশি-অপসারণে যেন পাতালগর্ভস্থ একটী সুদৃশ্য নগরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সেই পুরাকালীন রাজপথ ও তাহার উপর শকটচক্রাবর্ত্তনের রেখাগুলি এখনও স্পষ্টরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে—ছাদবিহীন স্তম্ভশোভিত বিচিত্র-শিল্প-সৌন্দর্য্য-ভূষিত অট্টালিকা—সজ্জিত পণ্যপূর্ণ বিপণি—দেবমন্দির, নাট্যশালা, সেনানিবাস, স্নানাগার প্রভৃতি প্রাক্তন দৃশ্যাবলি এখনও পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। স্বভাবের কি রমণীয় বিচিত্রতা! যে সাহারা এক্ষণে অনুর্ব্বর বৃক্ষলতাহীন

ভানুকরে প্রদীপ্ত ক্ষুদ্রাণুকণাসম বালুকাময় মরুভূমিরূপে আফ্রিকা দেশের মধ্যস্থল ব্যাপিয়া রহিয়াছে তাহা এককালে অতল সাগরগর্ভে নিমগ্ন ছিল। লীলাময় ঈশ্বরের লীলা-বৈচিত্র্যে যে ভূমণ্ডলে কত ঘটনাবৈচিত্র্য সংসাধিত হইতেছে সামান্য মানব তাহার কত আবিষ্কার করিবে! জগত নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল—পরিবর্ত্তনই জগতের গতি, কালের নিয়ম ও ঈশ্বরের সৃষ্টির অনন্ত মহিমা ও বিচিত্রতা।

সাইক্লোন।

ভূগর্ভস্থ স্বভাবজ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন, চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ প্রভৃতি কারণে যেরূপ ভূপৃষ্ঠে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গিরণ, উষ্ণ-প্রস্রবণ, ভূমিকম্প, জলস্তম্ভ, সমুদ্র জলের স্ফীতি ও হ্রাস প্রভৃতি নৈসর্গিক বিচিত্রতা লক্ষিত হইয়া থাকে তদ্রূপ আকাশমার্গেও নানাবিধ অদ্ভুত দৃশ্যাবলি ও ঘটনাপরম্পরা সংঘটিত হয়।

ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ কোথাও উন্নত কোথাও বা নিম্ন। স্থান-বিশেষে তাপ শৈত্য ও আর্দ্রতার ন্যূনাধিক্য বশতঃ ভূপৃষ্ঠব্যাপী বায়ুরাশির বিভিন্ন স্থানে সমান উচ্চে বায়ু মণ্ডলের অসমান চাপ পরিমাণ বা ঘনত্বের বৈলক্ষণ্যাদি কারণে বায়ু মণ্ডলের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হইলে সাইক্লোন বা ভীম প্রভঞ্জন প্রচণ্ড বেগশীল আবর্ত্তে ঘূর্ণ্যমান হইয়া ভীষণ উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। ঈদৃশ ভীমবেগে বহমান প্রবল ঝটিকার প্রকার ভেদে ইংরাজিতে নানারূপ নাম * নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

---

* Whirlwind, Duststorm, Tornado, Thunderstorm, Cyclonic Thunderstorm, Hurricanes.

এই সকল ঝড় আমাদের দেশীয় নহে সুতরাং বায়ু যেরূপ প্রবল বা দুর্য্যোগ বিশিষ্ট অবস্থায় প্রবাহিত হউক না কেন, বাঙ্গলা ভাষায় সকল প্রকার ঝড়ের সাধারণ নাম ঝড়।

প্রধানতঃ নিম্নোক্ত তিন কারণে স্থান বিশেষে বায়ুরাশির তাপ পরিমাণের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ—স্থানীয় অক্ষরেখা; বিষুবরৈখিক প্রদেশ হইতে উভয় মেরুপ্রদেশাভিমুখে বায়ু ও ভূমির তাপ পরিমাণ উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। কারণ সূর্য্যরশ্মি বিষুবরৈখিক প্রদেশে সমসূত্রপাতে পতিত হওয়াতে ভূপৃষ্ঠসন্নিকর্ষ হেতু অধিক পরিমাণে তাপ শোষিত হয় সুতরাং সেই স্থানে তাপ পরিমাণ সমধিক। কিন্তু মেরুপ্রদেশাভিমুখে সূর্য্যরশ্মির তির্য্যগ্ সম্পাত হেতু ভূপৃষ্ঠ হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া অল্প পরিমাণে তাপ শোষিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ—সাগরবারি হইতে স্থানীয় উচ্চতা—যেস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চ সেই স্থানের তাপ পরিমাণ তত কম। তুষারমণ্ডিত উত্তুঙ্গ শৈলশিখর ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

তৃতীয়তঃ—সাগর সামীপ্য—সাগর সমীপবর্ত্তী স্থানের বায়ু রাশির তাপ পরিমাণ সাম্যভাবাপন্ন—শীতকালে উত্তপ্ত ও গ্রীষ্মকালে শীতল। বিষুবরৈখিক ও মেরুপ্রদেশীয় সাগরবারির ও বায়ুরাশির তাপ পরিমাণের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

কোন স্থানের তাপাধিক্য বশতঃ ঐ স্থানসংশ্লিষ্ট বায়ুও উত্তপ্ত হইয়া লঘুভাবাপন্ন, বর্দ্ধিতায়তন ও প্রসারিত হইয়া বায়ুরাশির উচ্চস্তরে উত্থিত হয় এবং ঊর্দ্ধ প্রবাহে প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই সময়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ুর সাম্যাবস্থাও বিনষ্ট হয়, কারণ এই স্থানে সন্নিহিত শীতল প্রদেশে বায়ুমান * যন্ত্রের চাপ উত্তপ্ত স্থান অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। এইরূপে দুইটী বায়ুস্রোত উৎপন্ন হইয়া একটী উত্তপ্ত স্রোত ঊর্দ্ধ প্রবাহে বহির্দ্দিকে

---

* Barometer.

প্রবাহিত হয় ও একটী শীতল স্রোত অধঃপ্রবাহে ভিতর দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহাই সাধারণতঃ বায়ু প্রবাহের কারণ।

সাইক্লোন বা হারিকেন্ প্রবল ঘূর্ণীবাত্যা। অকস্মাৎ বায়ু মণ্ডলের বহুদূর ব্যাপী কোন স্থান বায়ু বিহীন শূন্যময় হইলে উহার চতুস্পার্শ্ব হইতে প্রবল বায়ু প্রবাহ ক্ষিপ্রবেগে ও ভীমগর্জ্জনে প্রবহমান হইয়া ঐ শূন্যস্থান পূরণার্থ তদভিমুখে প্রধাবিত হয়। ইহার দুনির্ব্বার উচ্ছৃঙ্খল অপ্রতিহত বেগে সুবৃহৎ অট্টালিকাদি ভূমিসাৎ ও দৃঢ়মূলনিবদ্ধ প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ড সমূলোৎপাটিত হইয়া ভূপাতিত কিম্বা শূন্যমার্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। বাত্যাব কেন্দ্রস্থল প্রশান্ত। বিষুবরৈখিক উত্তপ্ত ভূভাগে অথবা দ্বীপের সন্নিকটে ইহার প্রকোপ অতি ভীষণ। উন্মুক্ত সাগর বক্ষে ইহার প্রকোপ ক্কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, মাডাগাস্কার দ্বীপের উপকূলে, মরিসস্ ও বুর্ব্বোঁ দ্বীপে এবং বঙ্গোপসাগরে মনসুন বায়ুর পরিবর্ত্তন কালে সাইক্লোনের ভৈরব গর্জ্জন ও প্রলয় মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সাইক্লোন উত্থিত হইবার প্রাক্কালে সাধারণতঃ আকাশ মণ্ডল নির্ব্বাত গম্ভীর প্রশান্ত ও তমসাচ্ছন্ন হয় ও বায়ুমান যন্ত্রে অতি উচ্চ সংখ্যা নির্দ্দেশিত হয়। সাইক্লোন ঐককেন্দ্রিক সমান্তরাল বৃত্তাকারে প্রবাহিত হয় না। উহা স্ক্রু যন্ত্রের ন্যায় ঘূর্ণমান ও মণ্ডলাকারে প্রতি ঘণ্টায় ১২ হইতে ৩০ মাইলের বেগে প্রধাবিত হইয়া থাকে। ইহার ব্যাস ৬০০ হইতে ১২০০ মাইল এবং ৩০০০ মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

হারিকেন্ প্রথমতঃ প্রবল বেগবান ও সরল রেখা পথে প্রবহমান ঝটিকা বলিয়া বিবেচিত হইত। তৎপরে নিউইয়র্কের রেড্‌ফিল্ড ও কর্ণেল রিড্ ইহাকে ঘূর্ণীবায়ু বলিয়া সপ্রমাণ করেন। ইহার গতি ঘূর্ণ্যমান ও ঘটিকা যন্ত্রের কালনির্দ্দেশক সূচীর বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। ঈদৃশ ঝটিকার নাম সাইক্লোন। পক্ষান্তরে যে ঝটিকা বায়ুস্তরের

উচ্চতর চাপযুক্ত স্থানে ঘটিকা যন্ত্রের সূচীর দিকেই প্রবাহিত হয় তাহাকে এন্টি-সাইক্লোন কহে। সাইক্লোন প্রায় সর্ব্বদাই পরিদৃষ্ট হয়। সাইক্লোন প্রথমতঃ কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়া তৎপরে অতিশয় ভীষণ ও ক্ষিপ্রবেগে বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধতন স্তরে প্রসারিত হইয়া থাকে। এই ঝটিকা-প্রবাহের স্থানীয় বায়ু অতিশয় আর্দ্র এবং প্রভূতমেঘমালাচ্ছন্নবশতঃ অজস্র ধারে বৃষ্টিপাত হয়। এন্টি-সাইক্লোনের বায়ু লঘু ও শুষ্ক এবং ঝটিকা সমাকুল স্থান মেঘ ও বর্ষণ বিহীন। সাইক্লোনের বায়ু জলীয়বাষ্পে সমধিক আর্দ্রতা বশতঃ শীতকালীন আবহাওয়া উত্তপ্ত ও গ্রীষ্মকালে শৈত্যাতিশয্য অনুভূত হয়। এন্টি-সাইক্লোনে ইয়োরোপে শীতকালে অসহ্য হিমপাত ও গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড তাপবিকিরণ হয়; কারণ শীত গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য-প্রশমনার্থ উহা আর্দ্রতা-বিরহিত। এই উভয় প্রকার ঝটিকাই ভূপৃষ্ঠে সঞ্চারিত হয় তবে প্রথমটী অতি ক্ষিপ্রবেগসম্পন্ন ও দ্বিতীয়টী মন্থর গতিশীল।

ভারত মহাসাগরীয় সাইক্লোনের গতি প্রথমতঃ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে পরিবর্ত্তিত হয় এবং ৩০° অক্ষরেখা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া পুনরায় দক্ষিণ-পূর্ব্বে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ভারতীয় সাইক্লোন নিকোবর দ্বীপের পশ্চিম দিক হইতে উত্থিত হইয়া উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয় এবং গঙ্গাবক্ষে বিলীন হইয়া যায়। সেইরূপ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সাইক্লোন উত্থিত হইয়া পশ্চিম দিকে মেক্সিকো উপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যুক্তরাজ্যে * বিলীন হইয়া যায়।

সামুদ্রিক ঝঞ্ঝা সাইক্লোনের অঙ্গীভূত। এই ঝঞ্ঝাঘাতে সাগরবক্ষ আলোড়িত হইয়া উত্তালতরঙ্গমালা-বিস্তারে অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ৩১শে অক্টোবর বাখরগঞ্জে সাইক্লোনে প্রবল

---

* United States.

বন্যা উৎপন্ন হইয়া গঙ্গা নদীর মোহানার "ব"দ্বীপ জল প্লাবনে ১০ ফিট হইতে ৪৫ ফিট নিম্নভূমি সলিলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল এবং লক্ষাধিক মানবজীবন বিনষ্ট হইয়াছিল।

ঘূর্ণীবায়ু উত্তুঙ্গ সরল শৈল শিরে উত্থিত হইয়া প্রচণ্ডবেগে ও ঘূর্ণ্যমান গতিতে নিম্নাভিমুখে সঞ্চালিত হইতে থাকে। সাধারণতঃ ইহা দুইটী প্রবল বায়ুর পরস্পর সংঘর্ষণে ও এককেন্দ্রে ঘূর্ণ্যমান অবস্থা হইতে উদ্ভূত। যখন এইরূপ দুইটী বায়ু পরস্পর সবেগে সম্মুখীন হয় সেই সময়ে সঞ্চরমান মেঘখণ্ড তন্মধ্যে উপনীত হইলে ঘনীভূত হইয়া এই ঘূর্ণ্যমান বায়ুর সহিত ঘূর্ণিত হইতে থাকে এবং ইহাদের ঘূর্ণ্যমান বেগে লঘুভার বিশিষ্ট দ্রব্য সকলও ভূতল হইতে শূন্যমার্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তৎসহ মিলিত হয়। ঘূর্ণীবায়ুর ক্রিয়ায় সমুদ্রবক্ষে জলস্তম্ভ নামক এক অত্যদ্ভুত দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

চীন দেশের উপকূলে প্রবহমান প্রবল ঝটিকা টাইফুন নামে অভিহিত।

আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলে যে ঝটিকা প্রবাহিত হয় তাহার নাম টর্নেডো; ইহা সাইক্লোন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ইহা মণ্ডলাকারে প্রসারণশীল নহে; স্বল্পকাল একস্থানেই আবদ্ধ থাকে। এই ঝটিকা উত্থিত হইবার প্রাক্কালে গগনমণ্ডল নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ জলদজালে আচ্ছন্ন হইয়া তন্মধ্য হইতে একটী উজ্জ্বল খিলানের ন্যায় আলোক দৃষ্ট হয়। অনতিপরেই প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

হস্তী।

মনুষ্য যেরূপ প্রাণী-জগতে বুদ্ধিবৃত্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, হস্তী সেইরূপ ইতর পশু সমাজে বিশাল দেহায়তন ও বুদ্ধিবলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পুরাণের সৃষ্টি-তত্ত্ব-প্রকরণে হস্তীর জন্ম বিবরণ বর্ণিত আছে। সত্যযুগে দেবাসুরের সংগ্রাম কালে সমুদ্র মন্থনে ক্ষীরোদ সাগর হইতে শ্বেতবর্ণ ঐরাবত উত্থিত হইয়াছিল। দৈত্যকুলচূড়ামণি হরিভক্ত প্রহ্লাদ হস্তীপদতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বাপরে রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক "কুবলয় পীড়" নামক হস্তী নিহত হইয়াছিল। অমর কবি কালিদাসের রঘুবংশেও হস্তীর উল্লেখ আছে। হস্তি-বিষয়ক বর্ণনা পুরাণ, আখ্যান, নাটক, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতির অঙ্গী-ভূত। হস্তী সংজ্ঞা যোগরূঢ় শব্দজাত।

হস্তী জাতির আকারগত বৈলক্ষণ্য ও প্রকৃতির তারতম্যানুসারে ইহাদের মধ্যে জাতিগত প্রকারভেদ লক্ষিত হয়। এসিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রদেশ হস্তীর জন্মভূমি। বন্যহস্তী সকল যূথবদ্ধ হইয়া বনমধ্যে অবাধে বিচরণ করিয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক হস্তী উচ্চে ১৮ ফিট ও দৈর্ঘ্যে ২৫ ফিট হইয়া থাকে। হস্তিশাবক জন্মকালে ১৷৹ হাত উচ্চ হয় এবং মুখ দিয়া স্তন পান করে। হস্তিনী ১৬ বৎসর বয়সে গর্ভধারণে সক্ষম হইয়া অষ্টাদশ মাস গর্ভধারণ করে। হস্তিনীর সন্তানবাৎসল্য পশুসমাজে অদ্বিতীয়। হস্তীর আয়ুঃকাল ১২০ বৎসর। হস্তীর গণ্ডাদি স্থান হইতে তীব্রগন্ধ মদস্রাব হইয়া থাকে এবং উহার সুরভিগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মধুকরগণ তদভিমুখে ধাবিত হয়। হস্তীর গাত্র সাধারণতঃ সুকঠিন ধূম্রবর্ণ ত্বকে আবৃত ও ইহাদের পদে নখর আছে। শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে শ্বেত হস্তী পূজ্য ও সম্মানার্হ। হস্তীর শুণ্ডের উভয়

পার্শ্বে দুইটী দীর্ঘ মসৃণ শ্বেতবর্ণ দন্ত বাহির হয়—ইহাকে গজদন্ত কহে। এই দন্ত একবার কর্ত্তিত বা উন্মূলিত হইলে পুনর্ব্বার উদ্গত হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে গজদন্তে নানাবিধ সূক্ষ্মশিল্প-চাতুর্য্যময় সুদৃশ্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। মুরশিদাবাদে গজদন্তের শিল্পকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হস্তী শুণ্ড দ্বারা জলাশয় হইতে জলশোষণ করিয়া পান ও নিজ গাত্রে সেচন করে এবং শুণ্ডের যথেচ্ছ আকুঞ্চনীয় ও প্রসারণীয় শক্তিবলে শুণ্ড দ্বারা তৃণ পল্লবাদি সংগ্রহ ও বৃহৎ বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়া মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া ভক্ষণ করে। শুণ্ডের এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি যে ভূতল হইতে একটী সূচীও উঠাইয়া লইতে সক্ষম হয়।

যে অতুল শক্তি সম্পন্ন, দুর্দ্ধর্ষ শৈলশৃঙ্গবৎ বিশালদেহ হস্তী বিপুল বিক্রমে শুণ্ড ও দন্তাঘাতে কত প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ড উৎপাটিত ও সিংহ শার্দ্দূলাদি প্রচণ্ড হিংস্র জন্তুব বধ সাধন করিয়া থাকে সেই মহাবল দুর্দ্দান্ত হস্তীও ক্ষুদ্রকায় হীনবল মানবের বশীভূত ও বিড়াল কুক্কুরবৎ আজ্ঞাধীন হইয়া মনুষ্যের সেবায় নিয়োজিত হয়। মনুষ্য নানাকৌশলোদ্ভাবনে বন্য-হস্তী ধৃত করিয়া থাকে। শিকারিগণ সাধারণতঃ হস্তিযূথের বিচরণ স্থানে একটী সুবৃহৎ গর্ত্ত খনন করিয়া উহা তৃণাচ্ছাদিত করিয়া রাখে এবং হস্তীগণ বিচরণ কালে ঐ গর্ত্ত মধ্যে নিপতিত হইলে সহজেই মানবের আয়ত্তাধীন হয়।

অশ্বের ন্যায় গৃহপালিত হস্তী আরোহণার্থ ব্যবহৃত হয়। হস্তীর মূল্য ৫০০৲ হইতে ১০০০০ মুদ্রা। পূর্ব্বকালে হস্তী সমরাভিযানে ব্যবহৃত হইত ; এক্ষণে সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ সমৃদ্ধির পরিচায়করূপে ও হস্তীযানে ব্যাঘ্রাদি শিকারার্থ কিম্বা মফঃস্বলে বিহারার্থ হস্তী ব্যবহার করিয়া থাকেন। আরোহীর আরোহণার্থ হস্তীর পৃষ্ঠদেশে চতুর্দ্দোলাবৎ একটী আসন *

* হাওদা।

বাঁধিয়া রাখা হয়। মাহুত উহার গ্রীবাদেশে উপবেশন করিয়া অঙ্কুশ দ্বারা পরিচালিত করে। হস্তীর শিক্ষাশীলতা অতীব প্রশংসনীয়। হস্তী প্রায় ৩০ মণ ভার বহন করিয়া প্রত্যহ ৮।১০ ক্রোশ পথ অনায়াসে গমন করিয়া থাকে। হস্তী একমণ ওজনে আহার্য্য ভক্ষণ ও ৩ মণ জলপান করিতে পারে।

গৃহপালিত হস্তী মানবশিশুর সহিত খেলা করিতে বড় ভালবাসে। শিশুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া শুণ্ড আন্দোলন করে; নির্ব্বিকার শিশু নির্ভয়ে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক শুণ্ডটী ধরিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, এইরূপে উভয়ে ক্রীড়ায় রত হয়। কখন কখন শুণ্ডধৃতপল্লবসঞ্চালনে নিদ্রিত শিশুর গাত্র হইতে মশক মক্ষিকাদি বিতাড়িত করিয়া শিশুর সুষুপ্তি বর্দ্ধন করে।

গৃহপালিত শিক্ষিত হস্তীর যুদ্ধ ও নানাবিধকৌশলসমন্বিত ক্রীড়া কৌতুক অনেকে সার্কাস প্রভৃতি স্থানে দেখিয়াছেন এবং ইহা অতীব আমোদজনক ও কৌতূহলোদ্দীপক।

হস্তী সম্বন্ধে নানা পুস্তকে নানাবিধ গল্প প্রচলিত আছে। হস্তী অতি মহৎ ও শ্রেষ্ঠজীব বলিয়া ইহা বহু সংজ্ঞায় অভিহিত যথা—"দন্তী, দন্তাবল, হস্তী, দ্বিরদ, অনেকপ, দ্বিপ, মতঙ্গজ, গজ, নাগ, কুঞ্জর, বারণ, করী, ইভ, স্তম্বেরম, পদ্মী। (ইত্যমরঃ)

মতঙ্গ, মাতঙ্গ, পীলু, বয়াঙ্গ, পুষ্করী, জলকঙ্ক, মহামৃগ, স্তরম, শূর্পকর্ণ, সিন্ধুর, সামজ, কটী, অন্তঃস্বেদ, দীর্ঘমারুত, বিলোলজিহ্ব, করটী, পিণ্ডপাদ, মহামদ, পেটকী, কণ্টকী, কুম্ভী, নির্ঝর। (ইতি শব্দ রত্নাবলী)।

সিন্দুরতিলক, পঞ্চনখ, শৃঙ্গারী, করেণু, কর্ণিকী, লিঙ্গী, সামযোনি। (ইতি জটাধরঃ)

দ্বিরদল, করভী, বিষাণী, রদনী, মহাবল, ভদ্র, ক্রমারি, বহিহায়ন। (ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ)

রাজীব, জলকাঙ্ক্ষ, লতালক, পেকিশ। (ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ।)

রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

চিত্রকূটে ভরতের সহিত রামের মিলন।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম চিত্রকূট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রাননা জানকীকে কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে, এই স্থানে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই নদীর পুলিন অতি রমণীয়, ইহাতে হংস ও সারসেরা কলরব করিতেছে। তীরে ফলপুষ্পপূর্ণ নানাবিধ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ইহার অবতরণপথ অতিমনোহর। এক্ষণে তটের সন্নিহিত জল অত্যন্ত আবিল হইয়াছে এবং তৃষ্ণার্ত্ত মৃগেরা আসিয়া উহা পান করিতেছে। ঐ দেখ জটাজিনধারী ঋষিগণ যথাকালে এই নদীতে অবগাহন করিতেছেন। ঊর্দ্ধবাহু মুনিরা সূর্য্যোপস্থান এবং অন্যান্য সকলে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তীরস্থ বৃক্ষ সকল পুষ্প ও পল্লবে অলঙ্কৃত, উহাদের শাখাগ্র

বায়ুভরে পরিচালিত হইতেছে ; তদ্দর্শনে বোধ হয় যেন পর্ব্বত স্বয়ংই নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। মন্দাকিনীর কোন স্থলে জল যেন মণির ন্যায় নির্ম্মল, কোন স্থলে পুলিন, কোন স্থলে বহুসংখ্য সিদ্ধ পুরুষ, কোন স্থলে বা পুষ্পরাশি ; ঐ সকল পুষ্প বায়ুবেগে প্রবাহিত হইয়া বারংবার জলে নিমগ্ন হইতেছে। চক্রবাক সকল কলরব করিয়া পুলিনে আরোহণ করিতেছে। প্রিয়ে, বোধ হয় মন্দাকিনী ও চিত্রকূট, পুরবাস ও তোমার দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর সুখাবহ। তপঃ, সংযম ও শান্তিগুণসম্পন্ন নিষ্পাপ সিদ্ধেরা ইহার জলে প্রতিনিয়ত স্নানাদি করিয়া থাকেন, তুমি সখীর ন্যায় আমার সহিত ইহাতে অবগাহন এবং রক্ত ও শ্বেত পদ্ম সকল উত্তোলন কর। তুমি হিংস্র জন্তু সকলকে পৌরজনের ন্যায়, পর্ব্বতকে অযোধ্যার ন্যায়, এবং মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় অনুমান কর। ধর্ম্মপরায়ণ লক্ষ্মণ আমার আজ্ঞাকারী এবং তুমিও আমার অনুকূল, এই উভয় কারণে এক্ষণে আমি, যার-পর-নাই আনন্দিত হইতেছি। এই নদীতে ত্রিকালীন স্নান, বনের ফলমূল ভক্ষণ ও মধুপান করিয়া আমি আজ তোমার সহিত অযোধ্যা কি রাজ্য কিছুই অভিলাষ করি না। বলিতে কি, নদীতে অব গাহন করিয়া গতক্লম না হয় এমন কেহই নাই। রাম মন্দাকিনীপ্রসঙ্গে জানকীকে এইরূপ কহিয়া তাঁহারই সহিত কজ্জলের ন্যায় নীলপ্রভ চিত্রকূটে পাদচারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ষণ্নবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া সীতাকে কহিলেন, প্রিয়ে, দেখ এই মৃগমাংস অত্যন্ত স্বাদু ও পবিত্র এবং ইহা অগ্নিতে সংস্কার করা হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি সীতার চিত্তবিনোদন করিতেছেন, এই

সময়ে সৈন্যের চরণোত্থিত রেণু নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, দিগন্তব্যাপী তুমুল কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন রাম অকস্মাৎ এই ঘোরতর শব্দ শুনিতে পাইয়া এবং মৃগযূথপতিদিগকে চতুর্দ্দিকে মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ, দেখ চতুর্দ্দিকে মেঘনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর গম্ভীর রব শুনা যাইতেছে এবং মৃগ, হস্তী ও মহিষেরা সিংহের ভয়ে ধাবমান হইয়াছে, ইহার কারণ কি? এক্ষণে কি কোন রাজা বা রাজপুত্র বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন? না আর কোন দুষ্ট জন্তুর উপদ্রব উপস্থিত? ভাই, এই চিত্রকূট পক্ষিগণেরও অগম্য, অকস্মাৎ কেন এই প্রকার ঘটিল, তুমি শীঘ্রই ইহার কারণ অনুসন্ধান কর।

তখন লক্ষ্মণ অবিলম্বে এক কুসুমিত শাল বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পূর্ব্বদিকে হস্ত্যশ্বরথপূর্ণ, বহুসংখ্য সুসজ্জিত সৈন্য আসিতেছে। অনন্তর তিনি রামকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করতঃ কহিলেন, আর্য্য এক্ষণে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলুন; জানকী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হউন, আর আপনি বর্ম্মধারণ, কার্ম্মুকে জ্যা আরোপণ, ও শর গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকুন।

রাম কহিলেন, লক্ষ্মণ, এই সমস্ত সৈন্য কাহার বোধ হয়, তুমি অগ্রে তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখ। তখন লক্ষ্মণ ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া যেন সৈন্যগণকে দগ্ধ করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য, কেকয়ীর পুত্র ভরত অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার বাসনায় আমাদের নিধন কামনায় উপস্থিত হইয়াছে। সম্মুখে এই যে অত্যুচ্চ বৃক্ষ দেখিতেছেন, উহার অন্তরালে রথের উন্নত কোবিদার-ধ্বজ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত অশ্বারোহী বেগগামী তুরগে আরোহণপূর্ব্বক এই দিকে আসিতেছে, হস্তীপৃষ্ঠেও বহুসংখ্য লোক হৃষ্টমনে আগমন

করিতেছে। আর্য্য, এক্ষণে আমরা শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া থাকি; অথবা বর্ম্ম ধারণ ও অস্ত্র উত্তোলন করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করি। অদ্য ভরত কি যুদ্ধে আমাদের বশীভূত করিবে? যাহার জন্য আমরা সকলে এইরূপ দুঃখ পাইতেছি, আজ আমি তাহাকে দেখিব। যাহার নিমিত্ত আপনি রাজ্যচ্যুত হইলেন এক্ষণে সেই শত্রু উপস্থিত হইয়াছে, সে আমাদের বধ্য; তাহাকে বধ করিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না। যে ব্যক্তি অগ্রে অপকার করিয়াছে, তাহার বিনাশে কখন অধর্ম্ম স্পর্শিবে না। ভরত পূর্ব্বাপরাধী, তাহাকে সংহার করিলে আমাদের ধর্ম্মলাভ হইবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি ঐ দুষ্টকে বধ করিয়া সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। অদ্য রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ী, দুঃখিত-চিত্তে ভরতকে আমার হস্তে হস্তিদন্তবিদীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় নিহত দেখিবে। অদ্য আমি মন্থরার সহিত কৈকেয়ীকেও বিনাশ করিব। অদ্য বসুমতী মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হউন। যেমন তৃণরাশিতে অগ্নি নিক্ষেপ করে তদ্রূপ আমি আজ শত্রুসৈন্যে সঞ্চিত ক্রোধ ও অসৎকার পরিত্যাগ করিব। অদ্য শাণিত শরসমূহে শত্রুশরীর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চিত্রকূটের কানন শোণিতাক্ত করিয়া ফেলিব। এক্ষণে আমার শরদণ্ডে যে সমস্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে, শৃগাল ও কুক্কুর সকল তাহাদিগকে আকর্ষণ করুক্। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি ভরতকে সসৈন্যে নিহত করিয়া অদ্য শরকার্ম্মুকের ঋণ পরিশোধ করিব।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণকে ভরতের প্রতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস, মহাবল ভরত স্বয়ং উপস্থিত

হইয়াছেন, এক্ষণে সচর্ম্ম অসি ও শরাসনে কি প্রয়োজন ? আমি পিতৃসত্যপালনের অঙ্গীকার করিয়াছি ; সুতরাং যুদ্ধে ভরতকে সংহার করিয়া কলঙ্কিত রাজ্যেই বা আমার কি হইবে ? আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে বিনাশ করিলে যে সমস্ত দ্রব্যের অধিকার সম্ভব, আমি বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় তাহা কদাচ প্রতিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আমি শপথ করিয়া কহিতেছি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং পৃথিবীকেও কেবল তোমাদের নিমিত্ত অভিলাষ করি। অস্ত্র স্পর্শ করিয়া কহিতেছি ভ্রাতৃগণকে পালন ও তাঁহাদের সুখবর্দ্ধনের জন্যই আমার রাজ্যলাভের বাঞ্ছা। লক্ষ্মণ, এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরা আমার পক্ষে দুর্লভ নহে ; কিন্তু আমি অধর্ম্মানুসারে ইন্দ্রত্বও প্রার্থনা করি না। অধিক কি, তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমি যে সুখের স্পৃহা করিব, অগ্নি যেন তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। বৎস, এক্ষণে বোধ হয় প্রাণাধিক ভরত মাতুলগৃহ হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছেন ; আসিয়া আমার জটাচীর-ধারণ এবং জানকী ও তোমার সহিত নির্ব্বাসন এই অপ্রীতিকর সংবাদে যার পর নাই কাতর হইয়া স্নেহভরে কেবল আমায় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আসিবার অন্য কোন অভিপ্রায় সম্ভাবনা করিও না। এক্ষণে তিনি জননী কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধ ও কটূক্তি করিয়া পিতার সম্মতিক্রমে আমায় রাজ্য সমর্পণ করিবেন। তিনি ভ্রাতা ভরত ; সুতরাং আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার উচিতই হইতেছে। তিনি মনেও কখন আমাদের অহিতাচরণ করিবেন না। লক্ষ্মণ, তুমি যে আজ তাঁহাকে শঙ্কা করিতেছ ইহার কারণ কি ? তিনি কি কখন তোমার কোন অপকার করিয়াছেন ? এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা কি কখন তোমায় কহিয়াছেন ? তাঁহার প্রতি কোনপ্রকার নিষ্ঠুর বাক্য আর প্রয়োগ করিও না। ভরতকে রূঢ় কথা কহিলে আমাকেই লক্ষ্য

করা হইবে। জানি না সঙ্কটকালে পুত্র পিতাকে এবং ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে কি প্রকারে সংহার করে। যদি রাজ্যের নিমিত্ত ঐ প্রকার কহিয়া থাক, তাহা হইলে আমি ভরতের সাক্ষাতে বলিব তুমি ইহাকে রাজ্য দেও। আমি এইরূপ কহিলে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না।

লক্ষ্মণ, ধর্ম্মপরায়ণ রামের এই কথা শুনিয়া লজ্জায় যেন দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, আর্য্য, বোধ হয় পিতা স্বয়ংই আপনাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। তখন রাম লক্ষ্মণকে যৎপরোনাস্তি অপ্রস্তুত দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তরসম্পাদনের নিমিত্ত কহিলেন, ভাই, জ্ঞান হয় পিতা এখানে ঐ নিমিত্তই উপস্থিত হইয়াছেন। দেখ ভোগবিলাসে কালক্ষেপ করা আমাদের অভ্যাস, তিনি তাহা জানেন; এক্ষণে আমরা অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইতেছি তিনি ইহা অনুধাবন করিয়া আমাদিগকে গৃহে লইয়া যাইবেন সন্দেহ নাই। এই সেই বায়ুবেগগামী মহাবল দুই অশ্ব পরিদৃশ্যমান হইতেছে। ঐ সেই শত্রুঞ্জয় নামে বৃহৎকায় বৃদ্ধ হস্তী সৈন্যগণের অগ্রে আগমন করিতেছে। কিন্তু তাঁহার সেই প্রখ্যাত শ্বেত ছত্র দেখিতেছি না; যাহাই হউক, এক্ষণে আমার মনে বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ, তুমি আমার কথা শুন এবং বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর। অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এদিকে ভরত লোকের সংমর্দ্দ না হয় এই জন্য সৈন্যগণকে পর্ব্বতের ইতস্ততঃ অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। উহারাও তথায় সার্দ্ধ যোজন অধিকার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

অনন্তর ভরত গুরুজনসেবক রামের নিকট পদব্রজে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া শত্রুঘ্নকে কহিলেন, বৎস, তুমি বহুসংখ্য লোক ও নিষাদগণকে লইয়া শীঘ্র অরণ্যের চতুর্দ্দিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। গুহ শরশরাসনধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে অন্বেষণ করুন এবং আমি ও পুরবাসী, অমাত্য, গুরু ও ব্রাহ্মণের সহিত পাদচারে পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। বলিতে কি যতক্ষণ না আমি রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীর দর্শন পাইতেছি, যতক্ষণ না রামের সেই পদ্মপলাশলোচন চন্দ্রানন দেখিতেছি, যতক্ষণ না তাঁহার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশলাঞ্ছিত চরণযুগল মস্তকে গ্রহণ করিতেছি এবং যতক্ষণ না তিনি অভিষেকসলিলে সিক্ত হইয়া পৈতৃকরাজ্য অধিকার করিতেছেন ততক্ষণ আমার মনে শান্তিলাভ হইতেছে না। লক্ষ্মণই ধন্য, তিনি আর্য্য রামের সেই নির্ম্মল মুখকমল নিরন্তর অবলোকন করিতেছেন। জানকীই ধন্য, তিনি সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি রামের অনুগমন করিয়াছেন। এই গিরিরাজসদৃশ চিত্রকূটই ধন্য, যক্ষেশ্বর কুবের যেমন নন্দন কাননে তদ্রূপ রাম এই স্থানে বাস করিয়া আছেন। এই হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ দুর্গম অরণ্যই ধন্য, স্বয়ং রাম ইহা আশ্রয় করিয়া আছেন।

এই বলিয়া ভরত পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিলেন এবং পর্ব্বত-শৃঙ্গসঞ্জাত কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শীঘ্র এক শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিলেন রামের আশ্রমগত অগ্নির ধূমশিখা উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি রাম এই স্থানেই আছেন বুঝিয়া সবান্ধবে যারপর নাই আনন্দিত হইতে লাগিলেন। জ্ঞান হইল যেন তিনি পারাবার উত্তীর্ণ হইলেন। পরে অন্বেষণ-প্রবৃত্ত

সৈন্যদিগকে তথায় স্থাপন করিয়া গুহের সহিত রামের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

নবনবতিতম সর্গ।

গমনকালে ভরত বশিষ্ঠকে কহিলেন তপোধন! আপনি বিলম্ব না করিয়া আমার মাতৃগণকে আনয়ন করুন। তিনি বশিষ্ঠকে এই কথা বলিয়া উৎসুকমনে শত্রুঘ্নকে রামের আশ্রমচিহ্ন সকল প্রদর্শনপূর্ব্বক দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। রামদর্শনের ইচ্ছা তাঁহাব ন্যায় সুমন্ত্রেরও হইয়াছিল; সুতরাং সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ ভরত কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া তাপসনিবাসসদৃশ এক পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। উহার সম্মুখে ভগ্ন কাষ্ঠ এবং দেবার্চ্চনার্থ আহৃত পুষ্প রহিয়াছে; অভ্যন্তরে শীতনিবারণের জন্য মৃগ ও মহিষের করীষ সঞ্চিত আছে। আরও দেখিলেন স্থানে স্থানে আশ্রমস্থ বৃক্ষে কুশ ও বল্কলের অভিজ্ঞানও প্রদত্ত হইয়াছে।

তখন ভরত অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া শত্রুঘ্ন ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন,দেখ মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন এক্ষণে আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। বোধ হয় ইহার অদূরেই মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই সকল বৃক্ষে বল্কল নিবদ্ধ দেখিতেছি; জ্ঞান হইতেছে লক্ষ্মণকে অসময়ে আশ্রমের বহির্ভাগে আসিতে হয়, এই কারণে তিনি পথের পরিজ্ঞানের নিমিত্ত চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ শৈল-পার্শ্বে বিশালদর্শন মাতঙ্গগণের গমন-পথ, উহারা পরস্পর পরস্পরেব প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ঐ স্থান দিয়াই ধাবমান হইয়া থাকে। মুনিরা বনমধ্যে নিরন্তর যাহা রক্ষা করেন, ঐ সেই অগ্নির নিবিড় ধূম

উত্থিত হইতেছে। আমি এখানে সেই গুরুশুশ্রূষানুরাগী মহর্ষিসদৃশ আর্য্য রামকে দেখিতে পাইব।

অনন্তর ভরত মন্দাকিনীর নিকট চিত্রকূট প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, আর্য্য রাম নির্জ্জনে বীরাসনে বসিয়া আছেন, এক্ষণে আমার জন্ম ও জীবনে ধিক্। তিনি আমারই নিমিত্ত বিপন্ন ও বিষয়বাসনাশূন্য হইয়া বনবাসী হইয়াছেন, অতঃপর এই লোকাপবাদ আমায় সহিতে হইবে। আজ রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার পদতলে পড়িব এবং লক্ষ্মণ ও জানকীরও চরণে ধরিব।

ভরত এইরূপ পরিতাপ করিতে করিতে নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন রামের পবিত্র পর্ণকুটীর শাল, তাল ও অশ্বকর্ণের পত্রে আচ্ছাদিত, বিশাল, অল্পবিস্তীর্ণ ও অতি সুন্দর। তন্মধ্যে ইন্দ্রায়ুধাকার মহাসার শত্রুনাশক গুরুকার্য্যসাধক শরাসন রহিয়াছে, উহার পৃষ্ঠ স্বর্ণপট্টে-নিবদ্ধ। যেমন পাতালপুরী সর্পে, তদ্রূপ তূণীর সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, প্রদীপ্তমুখ তীক্ষ্ণ শর পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কোনস্থলে হেমময় কোষে অসি, স্বর্ণবিন্দুচিত্রিত চর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ। যেমন সিংহের গহ্বর মৃগের অগম্য তদ্রূপ ঐ পর্ণ-কুটীর শত্রুবর্গের একান্ত দুষ্প্রবেশ্য হইয়া আছে। তথায় এক প্রশস্ত বেদী প্রস্তুত ছিল, উহার উত্তরপূর্ব্বাস্য ক্রমশঃ নিম্ন এবং উহাতে সতত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। ভরত এই সকল নেত্রগোচর করিয়া পরে দেখিলেন পদ্মপলাশলোচন হুতাশনকল্প রাম সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুর ন্যায় পর্ণকুটীর মধ্যে চর্ম্মাসনে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পরিধান চীর বল্কল ও কৃষ্ণাজিন, মস্তকে জটাভার। ভরত সেই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ধার্ম্মিককে দর্শন করিয়া দুঃখাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তৎকালে অধীর হইয়া বাষ্পগদ্‌গদবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা! প্রজারা রাজসভায় যাঁহার আরাধনা করিবে, এক্ষণে বন্য মৃগেরা তাঁহাকে বেষ্টন

করিয়া আছে। বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করা যাঁহার অভ্যাস, তিনি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম ধারণ করিতেছেন। বিচিত্র মাল্যে বেশবিন্যাস করা যাঁহার সমুচিত, তিনি এক্ষণে কিরূপে মস্তকে জটাভার বহন করিতেছেন। যথাবিহিত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ধর্ম্ম-সঞ্চয় করা যাঁহার যোগ্য, তিনি এক্ষণে কিরূপে কায়ক্লেশসাধ্য পুণ্য আহরণ করিতেছেন। যে অঙ্গ বহুমূল্য চন্দনে রঞ্জিত থাকিত এক্ষণে তাহা কিরূপে মললিপ্ত আছে। হা! আর্য্য কেবল আমারই জন্য এই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, অতঃপর এই পামরের ঘৃণিত জীবনে ধিক্।

এই বলিতে বলিতে ভরত ঘর্ম্মাক্তমুখে রামের নিকট গমন করিলেন এবং সন্নিহিত না হইতেই রোদন করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার অন্তরে দুঃখানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দীনভাবে কহিলেন আর্য্য,—একবার মাত্র সম্বোধন করিয়াছেন, অমনি বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি আর বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। পরে পুনরায় রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন আর্য্য— এবারেও তদ্রূপ স্বর বদ্ধ হইয়া গেল।

অনন্তর শত্রুঘ্ন সজললোচনে রামের পাদবন্দনা করিলেন। রামও তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন নভোমণ্ডলে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন তদ্রূপ রাম ও লক্ষ্মণ সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সমাগত হইলেন। অরণ্যবাসীরা ঐ চারিজন রাজকুমারকে দেখিয়া বিষাদে অনর্গল নেত্রজল মোচন করিতে লাগিল।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

রাজকুমারগণ আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন ইত্যবসরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। তখন উঁহারা ও অন্যান্য সকলে মন্দাকিনীতীরে প্রাতঃকালীন হোম ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিয়া রামের সন্নিহিত হইলেন এবং তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত সুহৃজ্জনসমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য্য, পিতা যে রাজ্য দিয়া আমার জননীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন আমি এক্ষণে তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, আপনি নিষ্কণ্টকে ভোগ করুন। বর্ষাকালের প্রবল-জলবেগভগ্ন সেতুর ন্যায় এই রাজ্য-খণ্ড আপনি ভিন্ন আর কে আবরণ করিয়া রাখিতে পারিবে? যেমন গর্দ্দভ অশ্বের এবং পক্ষী বিহগরাজ গরুড়ের গতি অনুকরণ করিতে পারে না, আপনার নিকট আমাকেও তদ্রূপ জানিবেন। আর্য্য, অন্যে যাহার অনুবৃত্তি করে তাহার জীবন সুখের, আর যে ব্যক্তি অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে তাহার জীবন যারপর নাই অসুখের; সুতরাং রাজ্যভার গ্রহণ আপনারই সমুচিত হইতেছে। কেহ একটী বৃক্ষ রোপণ ও যত্নের সহিত পোষণ করিতে লাগিল; উহার স্কন্ধ ও শাখা প্রশাখা সকল বিস্তীর্ণ এবং উহা খর্ব্বাকার পুরুষের একান্ত দুরারোহ হইয়া উঠিল; এক্ষণে ঐ বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া যদি ফল প্রসব না করে তবে যে ব্যক্তি রোপণ করিয়াছিল তাহার কিরূপে সন্তোষলাভ হইবে? আর্য্য, এই দৃষ্টান্ত আপনারই নিমিত্ত প্রদর্শিত হইল। দেখুন আপনি আমাদের রক্ষক, আমরা আপনার আশ্রিত ভৃত্য। পালন করিবার প্রকৃত সময়ে আপনি যখন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন তখন পিতার সমস্ত প্রয়াস যে ব্যর্থ হইল তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে।

অতঃপর নানা শ্রেণীর প্রধান লোকেরা আপনাকে প্রখর সূর্য্যের ন্যায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দর্শন করুন; মত্ত মাতঙ্গ সকল আপনার অনুগমনার্থ আনন্দনাদ পরিত্যাগ করুক, এবং অন্তঃপুরের মহিলারাও যারপর নাই আহ্লাদিত হউন। ভরত এইরূপ কহিবামাত্র তৎকালে তত্রত্য সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সুধীর রাম প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস, জীব অস্বতন্ত্র, সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতে পারে না। এই কারণে কৃতান্ত ইহকালে ও পরকালে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সমস্ত বস্তুর নাশ আছে, উন্নতির পতন আছে, সংযোগের বিয়োগ ও জীবনের মৃত্যু আছে। যেমন সুপক্ব ফলের বৃক্ষ হইতে পতন ভিন্ন অন্য কোনরূপ ভয় নাই, তদ্রূপ মৃত্যু ব্যতীত মনুষ্যের আর কোনও আশঙ্কা দেখি না। যেমন দৃঢ়স্তম্ভলম্বিত গৃহ জীর্ণ হইলেই ভঙ্গপ্রবণ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য জরামৃত্যুবশে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে রাত্রি অতিক্রান্ত হইল তাহা আর প্রতিনিবৃত্ত হইবে না; যমুনার স্রোত পূর্ণ সমুদ্রে যাইতেছে, তাহাও আর ফিরিবে না। যেমন গ্রীষ্মের উত্তাপ জলাশয়ের জলশোষ করে, সেইরূপ গমনশীল অহোরাত্র মনুষ্যের আয়ুঃক্ষয় করিতেছে। তুমি এক স্থানেই থাক বা ইতস্ততঃ পর্য্যটন কর, তোমার আয়ুঃ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে; সুতরাং তুমি আপনার অনুশোচনা কর, অন্যের চিন্তায় তোমার কি হইবে? মৃত্যু তোমার সহিত গমন করিতেছে, তোমার সহিত উপবেশন করিতেছে, এবং তোমারই সহিত বহু পথ পরিভ্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। জরানিবন্ধন দেহে বলী দৃষ্ট হইল, কেশজাল শুক্ল হইয়া গেল, এবং পুরুষও জীর্ণ হইয়া পড়িল; বল দেখি কি উপায়ে এই সকল নিবারিত হইবে? মনুষ্য সূর্য্যোদয়ে আনন্দিত হয়, রজনী সমাগমে পুলকিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার যে আয়ুঃক্ষয় হইল

তাহা সে বুঝিল না। যখন সম্পূর্ণ নূতনাকারে ঋতুর আবির্ভাব হয় তখন লোকে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ঋতু পরিবর্ত্তে যে তাহার আয়ুঃক্ষয় হইল তাহা সে জানিতে পারিল না। যেমন মহা-সমুদ্রে কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ, আবার কালবশে বিয়োগ হইয়া থাকে; ধনজন, স্ত্রীপুত্রের বিষয়ও সেইরূপ জানিবে। এই জীবলোকে জন্মমৃত্যু-শৃঙ্খল অতিক্রম করা অসম্ভব; সুতরাং যে অন্যের দেহান্তে শোক করিতেছে, আপনার মৃত্যুনিবারণে তাহার সামর্থ্য নাই। যেমন একজন পথিক আর এক জনকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথে গিয়াছেন সকলকেই তাহা আশ্রয় করিতে হইবে। অতএব যখন তাহার ব্যতিক্রম দুঃসাধ্য তখন মৃত লোকের নিমিত্ত শোক করা কি উচিত হয়? জল প্রবাহের ন্যায় যাহার প্রত্যাবৃত্তি নাই, সেই বয়সের হ্রাস দেখিয়া আপনাকে সুখ-সাধন ধর্ম্মে নিয়োগ করা শ্রেয়ঃ হইতেছে, কারণ সুখই সকলের লক্ষ্য। বৎস, সেই সজ্জন-পূজিত ধর্ম্মপরায়ণ পিতা যজ্ঞানুষ্ঠানবলে স্বর্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক করা উচিত হইতেছে না। তিনি জীর্ণ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক-বিহারিণী দৈবী সমৃদ্ধি অধিকার করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশে শোক করা তোমার বা আমার সঙ্গত হইতেছে না। সকল অবস্থাতেই শোক, বিলাপ ও রোদন পরিত্যাগ করা সুধীর লোকের কর্ত্তব্য। অতঃপর তুমি পিতৃবিয়োগদুঃখে অভিভূত হইও না, রাজধানীতে গিয়া বাস কর, পিতা তোমাকে এইরূপই অনুমতি করিয়াছেন। আর আমি যথায় যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, তথায় তাহারই অনুষ্ঠান করিব। তিনি আমাদের পিতা ও বন্ধু; তাঁহার আদেশ অতিক্রম করা আমার শ্রেয়ঃ হইতেছে না। তাঁহাকে সম্মান করা তোমারও উচিত। দেখ যিনি পারলৌকিক শুভসঞ্চয়ে অভিলাষ করেন,

গুরুলোকের বশীভূত হওয়া তাঁহার বিধেয়। বৎস, পিতা স্বকর্ম্ম-প্রভাবে সদগতি লাভ করিয়াছেন, তুমি তদ্বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হও এবং ধর্ম্মে মনোনিবেশপূর্ব্বক আপনার হিতচিন্তা কর। ধর্ম্মপরায়ণ রাম ভরতকে এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

অনন্তর ভরত কহিলেন, আর্য্য, আপনি যেরূপ এই জীবলোকে এপ্রকার আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত এবং সুখও পুলকিত করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধগণের নিদর্শনস্থল হইলেও ধর্ম্মসংশয়ে উঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনার নিকট জীবন ও মৃত্যু এবং সৎ ও অসৎ উভয়ই সমান; যখন আপনি এরূপ বুদ্ধি ধারণ করিতেছেন তখন আপনার আর পরিতাপের বিষয় কি? আপনি দেব-প্রভাব, সর্ব্বদর্শী, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ; জীবের উৎপত্তিবিনাশ আপনার অবিদিত নাই; সুতরাং দুর্ব্বিষহ দুঃখ ভবাদৃশ ব্যক্তিকে কিরূপে অভিভূত করিবে? আর্য্য, আমি যখন প্রবাসে ছিলাম ঐ সময়ে ক্ষুদ্রাশয়া জননী আমার জন্য যে অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে প্রসন্ন হউন; আমি কেবল ধর্ম্মানুরোধে ঈদৃশ অপরাধেও ঐ পাপীয়সীর প্রাণদণ্ড করিলাম না। পুণ্যশীল রাজা দশরথ হইতে জন্ম গ্রহণ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুধাবন করিয়া কিরূপে গর্হিত আচরণ করিব? আর্য্য, মহারাজ আমাদের গুরু, পিতা ও দেবতা; কেবল এই সকল কারণে এক্ষণে আমি তাঁহার নিন্দা করিলাম না। কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ, স্ত্রীর হিতকামনায় এইরূপ কামপ্রধান পাপকর্ম্ম করা কি

তাঁহার উচিত? প্রসিদ্ধি আছে যে আসন্নকালে লোকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। মহারাজের এই ব্যবহারে এক্ষণে তাহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে। যাহাই হউক, ক্রোধ, মোহ ও অবিমৃশ্যকারিতানিবন্ধন তাঁহার যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, শুভসংসাধনোদ্দেশে আপনি তাহার প্রতিবিধান করুন। পতন হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়াই পুত্রের নাম অপত্য, এই বাক্য সার্থক হউক। পিতার দুর্ব্ব্যবহারে অনুমোদন করা আপনাব উচিত নহে। তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা নিতান্ত ধর্ম্মবহির্ভূত ও একান্তই গর্হিত। এক্ষণে আমাব অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনি সকলকে পরিত্রাণ করুন। কোথায় অরণ্য কোথায় বা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম; কোথায় জটা কোথায় বা রাজ্যশাসন; এইরূপ বিসদৃশ কার্য্য কোনও মতে আপনার উপযুক্ত হইতেছে না। প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম, কোন্ ক্ষত্রিয়াধম এই প্রত্যক্ষ ধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া সংশয়াত্মক ক্লেশদায়ক বার্দ্ধক্যধর্ম্ম আচবণ করিবে? যদি ক্লেশসাধ্য ধর্ম্ম আপনার এতই অভিমত হইয়া থাকে, আপনি ধর্ম্মানুসাবে বর্ণচতুষ্টয়কে পালন করিয়া ক্লেশ ভোগ করুন। ধার্ম্মিকেরা কহেন যে, চারি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আপনি কি নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছেন? আর্য্য, আমি বিদ্যায় আপনার নিকট বালক এবং জন্মেও কনিষ্ঠ, আপনি বিদ্যমানে রাজ্য পালন করা আমার কিরূপে সম্ভব হইবে? আমি বুদ্ধিহীন, আপনার সাহায্য ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতেও পারি না। এক্ষণে আপনি বন্ধুবর্গের সহিত সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। বশিষ্ঠপ্রভৃতি মন্ত্রবিৎ ঋত্বিকেরা প্রকৃতিগণের সহিত এই স্থানেই আপনাকে অভিষেক করিবেন। অভিষেকান্তে আপনি অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় বাহুবলে প্রতিপক্ষদিগকে পরাভূত করিয়া রাজ্যরক্ষায় প্রবৃত্ত হউন। দৈব, পৈত্র প্রভৃতি তিন ঋণ হইতে আত্মমোচন, ও সুহৃদ্‌গণের সুখসাধনপূর্ব্বক

আমাকে শাসন করুন এবং আমার জননী কৈকেয়ীর কলঙ্ক দূর করিয়া পূজ্যপাদ পিতা দশরথকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর যেমন সমস্ত ভূতের প্রতি কৃপা করিতেছেন, তদ্রূপ আপনি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। যদি আপনি আমার অনুরোধ না রাখিয়া বনান্তরে প্রবেশ করেন, নিশ্চয় বলিতেছি আমিও আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব।

ভরত প্রণিপাতপূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা করিলে রাম তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন তত্রত্য সকলে তাঁহার পিতৃ-আজ্ঞা-পালনে দৃঢ়তর অনুরাগ ও অদ্ভুত স্থৈর্য্য দর্শন করিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইল; অঙ্গীকার রক্ষায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া হর্ষ এবং প্রতিগমনে অসম্মতি দেখিয়া তাহাদের বিষাদ উপস্থিত হইল। অনন্তর পুরবাসী, ঋত্বিক্ ও কুলপতিগণ এবং রাজমহিষীরা বাষ্পাকুল-লোচনে ভরতের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং রামকে প্রতিগমনের নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

তখন রাম কহিলেন, ভরত, তুমি রাজা দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এক্ষণে যেরূপ কহিলে তাহা তোমার সমুচিত হইতেছে। কিন্তু দেখ, পূর্ব্বে পিতা তোমার মাতার পাণিগ্রহণ কালে কেকয়রাজকে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, রাজন্, তোমার এই কন্যাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে আমি তাহাকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অর্পণ করিব। অনন্তর দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তিনি তোমার জননীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট

হইয়া দুইটী বর অঙ্গীকার করেন। তদনুসারে তোমার জননী তোমার রাজ্যলাভ ও আমার বনবাস এই দুই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহারাজও অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হন এবং আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে নিয়োগ করেন। এক্ষণে আমি তাঁহার সত্যপালনার্থ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে আসিয়াছি; তুমিও পিতার নিদেশে এবং তাঁহারই সত্য-রক্ষার উদ্দেশে অবিলম্বে রাজ্য গ্রহণ কর। বৎস, আমার প্রীতির জন্য মহারাজকে ঋণমুক্ত করা এবং দেবী কৈকেয়ীকে অভিনন্দন করা তোমার উচিত হইতেছে। দেখ গয়াপ্রদেশে মহাত্মা গয় যজ্ঞকালে পিতৃলোকের প্রীতিকামনায় এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন, "যিনি পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করেন তিনি পুত্র এবং যিনি তাঁহাকে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন তিনিও পুত্র। জ্ঞানী, গুণবান্, বহু পুত্রের কামনা করা কর্ত্তব্য, কারণ ঐ সমষ্টির মধ্যে অন্ততঃ একজনও গয়া যাত্রা করিতে পারে।" ভরত, পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের এইরূপই বিশ্বাস ছিল। অতএব তুমি এক্ষণে পিতাকে নরক হইতে রক্ষা কর এবং অযোধ্যায় গিয়া ব্রাহ্মণগণ ও শত্রুঘ্নের সহিত প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। অতঃপর আমায়ও অবিলম্বে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ভাই, তুমি মনুষ্যের রাজা হও, আমি বন্য মৃগগণের রাজাধিরাজ হইয়া থাকিব; তুমি আজ হৃষ্টচিত্তে মহানগরে গমন কর, আমিও পুলকিতমনে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব; শ্বেত ছত্র আতপনিবারণ পূর্ব্বক তোমার মস্তকে শীতল ছায়া প্রদান করুক, আমিও এই সকল বন্যবৃক্ষের তদপেক্ষাও শীতল ছায়া আশ্রয় করিব। ধীমান্ শত্রুঘ্ন তোমার সহায়, লক্ষ্মণও আমার প্রধান মিত্র; এক্ষণে আইস আমরা চারি জনে মিলিয়া এইরূপে পিতৃসত্য-পালনে প্রবৃত্ত হই।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

রাম ও ভরত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এই অবসরে দেবর্ষি, রাজর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় আগমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। উঁহারা ঐ উভয় ভ্রাতার সমাগম-দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া উঁহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কহিলেন, এই দুই ধর্ম্মবীর যাঁহার পুত্র তিনি ধন্য। ইঁহাদের বাক্যালাপ শুনিয়া অদ্য আমরা সবিশেষ প্রীত হইলাম। অনন্তর তাঁহারা মনে মনে রাবণের নিধন কামনা করিয়া ভরতকে কহিলেন, বীর, তুমি সদ্বংশোদ্ভব, যশস্বী ও বিজ্ঞ। এক্ষণে যদি পিতার মুখাপেক্ষা করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে রাম যাহা কহিতেছেন তাহাতে সম্মত হও। ইনি সত্যপালনপূর্ব্বক পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হন ইহাই আমাদের অভিলাষ। ইনি প্রতিজ্ঞা করাতেই দশরথ কৈকেয়ীর নিকট অঋণী হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই বলিয়া উঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। উঁহারা প্রস্থান করিলে প্রিয়দর্শন রাম প্রফুল্লমনে উঁহাদিগকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে স্খলিত বাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্য্য, আপনি আমাদিগের কুলক্রমানুরূপ রাজধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া জননী কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি একাকী সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিতে পারিব না এবং প্রজারঞ্জনও আমা হইতে হইবে না। কৃষিজীবী যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ সমস্ত প্রকৃতি, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবেরা আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি রাজ্য গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করুন। আপনি যাহাকে অর্পণ করিবেন সে অবশ্যই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে।

নীরদশ্যাম, পদ্মপলাশলোচন, ভরত এই বলিয়া রামের পদতলে

নিপতিত হইলেন এবং তাঁহার সন্নিধানে বারংবার ইহাই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন রাম তাঁহাকে অঙ্কে গ্রহণপূর্ব্বক কলহংসসদৃশ মধুরস্বরে কহিলেন, বৎস, যাহা শিক্ষাপ্রভাবোৎপন্ন ও স্বাভাবিক, তোমার সেই বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। তুমি রাজ্যভারবহনেও সমর্থ হইতেছ। এক্ষণে বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী ও সুহৃদ্গণের পরামর্শ লইয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। চন্দ্র হইতে শোভা অপনীত হইতে পারে, হিমালয় হিম পরিত্যাগ করিতে পারেন, এবং সাগরও হয়ত বেলাভূমি লঙ্ঘন করিতে পারেন, কিন্তু আমি পিতৃসত্য-পালনে কখনই বিরত হইব না। বৎস, তোমার জননী ত্বৎ-সংক্রান্ত স্নেহ বা লোভবশতই হউক যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তুমি মনেও আনিও না, মাতাকে যেমন ভক্তি করিতে হয় তেমনই করিবে।

অনন্তর ভরত দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী, দ্বিতীয়া-চন্দ্রের ন্যায় সুদর্শন, রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য, এক্ষণে আপনি পদতল হইতে এই কনকখচিত পাদুকা যুগল উন্মুক্ত করুন, অতঃপর ইহাই লোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে। তখন রাম পাদুকা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভরত প্রণিপাতপুরঃসর উহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য, আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার এই পাদুকাকে নিবেদনপূর্ব্বক জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া আপনার প্রতাক্ষায় চতুর্দ্দশ বৎসব নগরের বহির্দ্দেশে বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিবসে যদি আপনার দর্শন না পাই তাহা হইলে নিশ্চয় আমায় হুতাশনে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস, আমি ও জানকী আমরা তোমায় দিব্য দিতেছি, তুমি জননী কৈকেয়ীকে রক্ষা করিও, তাঁহার প্রতি কদাচ রুষ্ট হইও না। এই বলিয়া তিনি সজল নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন

অনন্তর সুশীল ভরত ঐ উজ্জ্বল পাদুকা এক মাতঙ্গের মস্তকে অবস্থাপনপূর্ব্বক রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন ধর্ম্মে হিমাচলের ন্যায় অটল রাম কুলগুরু বশিষ্ঠকে যথোচিত অর্চ্চনা করিয়া অনুক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নকে এবং মন্ত্রী ও প্রকৃতিগণকে বিদায় দিলেন। ঐ সময় তদীয় মাতৃগণের কণ্ঠ বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন তাঁহারা আর বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। রামও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

এই বলিয়া ভরত রথের গম্ভীর রবে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন উহার ইতস্ততঃ বিড়াল ও উলূক সকল সঞ্চরণ করিতেছে, গৃহদ্বারসমুদয় অবরুদ্ধ, তিমিরাচ্ছন্ন শর্ব্বরীর ন্যায় যেন উহা প্রভাশূন্য হইয়া আছে। যেন শশাঙ্কশ্রীলাঞ্ছিতা রোহিণী উদিত রাহুর উৎপাতে অশরণা হইয়াছেন। উহা আবিলসলিলা, উত্তাপ-সন্তপ্ত-বিহঙ্গকুল-সমাকুলা, ক্ষীণপ্রবাহা, লীনগ্রাহা, গিরিনদীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। অনলশিখা ধূমশূন্য ও স্বর্ণবর্ণ ছিল, পশ্চাৎ যেন জলসেকে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। যথায় যান বাহন চূর্ণীভূত, বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন, বীরেরা মৃতদেহে নিপতিত এবং অবশিষ্ট সৈন্য সকল বিষণ্ন, তাদৃশ সমরাঙ্গনের ন্যায় এই নগরী পরিদৃশ্যমান হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ মহাশব্দে ফেন উদগার পূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে যেন সমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোলে নীরবে কম্পিত হইতেছে। স্রুক্ স্রুবাদি কিছু নাই, বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ নাই, ইহা যেন যজ্ঞাবসানের সেই বেদির ন্যায় নিস্তব্ধ।

ধেনু বৃষবিরহে গোষ্ঠে একান্ত উৎকণ্ঠিত ও কাতর হইয়া যেন নূতন তৃণে নিস্পৃহ হইয়া আছে। মসৃণ, উজ্জ্বল, উৎকৃষ্ট, পদ্মরাগ-প্রভৃতি-মণিহীন, নবরচিতমুক্তাবলীর ন্যায় ইহা নিতান্তই শোভাবিহীন। তারকা পুণ্যক্ষয়-নিবন্ধন নিষ্প্রভ হইয়া যেন গগনতল হইতে স্খলিত হইয়াছে। বসন্তের অবসানে কুসুমশোভিত অলিকুলসঙ্কুল বনলতা যেন প্রবল দাবানলে ম্লান হইয়া গিয়াছে। রাজপথে লোকের সমাগম নাই, আপণ সকল নিরুদ্ধ, নভোমণ্ডল যেন মেঘাচ্ছন্ন, ও চন্দ্র তারকা অন্তর্হিত হইয়াছে। ভগ্ন-মৃৎপাত্রপূর্ণ এবং ভগ্নস্তম্ভসমাকীর্ণ, বিদীর্ণতল, শুষ্কজল সরোবরের ন্যায় ইহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পাশসংযুক্ত অতিবিশাল মৌর্ব্বী যেন শরচ্ছিন্ন হইয়া শরাসন হইতে স্খলিত হইয়াছে। বড়বা যেন সমরনিপুণ আরোহীর প্রযত্নে পরিচালিত ও প্রতিপক্ষীয় সৈন্য-হস্তে নিহত হইয়া পতিত আছে।

সুমন্ত্র, আজ অযোধ্যাতে পূর্ব্ববৎ গীতবাদ্যের গভীর শব্দ কেন শ্রুতিগোচর হইতেছে না? মাল্য, ধূপ ও অগুরুর সৌরভ সর্ব্বত্র কেন বহিতেছে না? রথের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব এবং মত্ত হস্তীর বৃংহিতধ্বনি কেন শুনিতেছি না? তরুণবয়স্কেরা রামের বিয়োগে একান্ত বিমনা হইয়া আছেন। এক্ষণে তাঁহারা চন্দন লেপন ও মাল্য ধারণ করিয়া বহির্গত হন না এবং উৎসবেরও আর আয়োজন নাই। ফলতঃ অযোধ্যার সেই শ্রী ভ্রাতা রামের সহিত এস্থান হইতে অপসৃত হইয়াছে। মেঘাবৃত শুক্লপক্ষীয় যামিনীর ন্যায় এক্ষণে ইহার আর কিছুমাত্র শোভা নাই। হা! কবে রাম সাক্ষাৎ উৎসবের ন্যায় নিদাঘের মেঘের ন্যায় উপস্থিত হইয়া সকলের মনে হর্ষ উৎপাদন করিবেন।

রাজকুমার ভরত এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে নগরে প্রবেশ

করিয়া মৃগরাজবিরহিত গিরিগুহাসদৃশ পিতৃগৃহে উপনীত হইলেন এবং উহা সংস্কারশূন্য ও শ্রীহীন দেখিয়া দুঃখভরে অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

মহাভারত।

আশ্রমবাস পর্ব্ব।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনন্তর একাদশ দিবসে অন্ধরাজ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ঐ দিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা অবগত হইয়া পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত প্রীতি প্রকাশ করিলেন এবং অচিরাৎ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বল্কলাজিন পরিধানপূর্ব্বক গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরববধূগণের সহিত স্বীয় ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কৌরবকুলকামিনীগণের আর্ত্তস্বরে অন্তঃপুর আকুলিত হইয়া উঠিল। তখন অন্ধরাজ লাজ দ্বারা আপনার গৃহ অর্চ্চিত করিয়া ভৃত্যগণকে ধনরাশি প্রদানপূর্ব্বক অরণ্যযাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে, হা তাত! কোথায় চলিলেন, বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বিদুর, সঞ্জয়, যুযুৎসু, কৃপাচার্য্য, ধৌম্য ও অপর সকলে নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কুন্তী ও বস্ত্রাচ্ছাদিতনয়না গান্ধারী আপনাদের স্কন্ধদেশে অন্ধরাজের হস্তদ্বয় সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদী, সুভদ্রা, নবপ্রসূতা উত্তরা, চিত্রাঙ্গদা ও অন্যান্য রমণীগণ কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের বনিতাগণই শোকাকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিক হইতে রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল। ফলতঃ পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ দ্যূতে পরাজিত হইয়া কৌরবসভা হইতে বহির্গত হইলে পৌরজনেরা যেরূপ দুঃখিত হইয়াছিল, এক্ষণে অন্ধরাজকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিয়া তাহা-দিগের সেইরূপ দুঃখ সমুপস্থিত হইল। যে সকল কুলকামিনী পূর্ব্বে চন্দ্রসূর্য্যকেও দর্শন করে নাই, এক্ষণে তাহারাও শোকাভিভূতা হইয়া রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র রাজপথে সমুপস্থিত হইলে, অট্টালিকা ও অন্যান্য স্থান সমুদায় হইতে স্ত্রীপুরুষদিগের ক্রন্দনকোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন অন্ধরাজ বিনীতভাবে অতিকষ্টে ক্রমে ক্রমে সেই নরনারীসঙ্কুল রাজমার্গ অতিক্রমপূর্ব্বক হস্তিনানগরের অত্যুচ্চ বহির্দ্বার হইতে বহির্গত হইয়া অনুগামী ব্যক্তিদিগকে বিদায় করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য ও যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পিত

হইয়া বনগমন বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় কিছুতেই নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে সকল পৌরবর্গ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞানুসারে কামিনীগণের সহিত নগর প্রবেশের ব াসনা করিয়া স্বীয় জননী কুন্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ, আপনি বধূগণের সহিত নগরে প্রতিনিবৃত্ত হউন, বরং আমি জ্যেষ্ঠতাতের সহিত অরণ্যে গমন করি। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা কৌরবনাথ তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, সুতরাং উঁহারই এক্ষণে অরণ্যবাস আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে গান্ধারীকে ধারণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস, তুমি সহদেবের প্রতি কখন অনাদর করিও না; সে তোমার ও আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত; আর পূর্ব্বে আমি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ যে মহাবীরকে তোমাদের বিপক্ষে সংগ্রাম করিতে অনুমোদন করিয়াছিলাম, সেই মহাত্মা কর্ণও যেন তোমার স্মৃতিপথের বহির্ভূত না হয়। হায়! আমার তুল্য অভাগ্যবতী আর কেহই নাই। যখন সূর্য্যতনয় বৎস কর্ণকে না দেখিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, উহা লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন আমি তোমার নিকট তাহার পরিচয় প্রদান করি নাই, তখন আমাকেই তাহার বধবিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধিনী বলিতে হইবে। যাহা হউক, এখন আর তাহার কিছুমাত্র প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া তোমার সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রীতির নিমিত্ত বিবিধ ধনদান করিবে। কদাপি

দ্রৌপদীর অপ্রিয়াচরণ করিও না। সর্ব্বদা ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুলের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আজি কুরুকুলের ভার তোমার উপর সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইল। আমি এক্ষণে অরণ্যে গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান এবং তোমার জ্যেষ্ঠতাত ও গান্ধারার শুশ্রূষা করিব।

মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া জননীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ, এক্ষণে আপনার বুদ্ধি এরূপ বিচলিত হইল কেন? আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আমি কখনই আপনার বনগমন বিষয়ে অনুমোদন করিতে পারিব না। আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। পূর্ব্বে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্য সমুদায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক আমাদিগকে বিবিধরূপে উৎসাহ প্রদান করিয়া এক্ষণে এরূপ কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমরা বাসুদেবের মুখে আপনার উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক আপনার বুদ্ধিবলে ভূপতিদিগকে নিপাতিত করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান কোথায় গেল? আমাকে ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিতে অনুজ্ঞা করিয়া এক্ষণে আমায় পরিত্যাগ করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপনি রাজ্য ও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গহন কাননে বাস করিবেন? অতঃপর আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

পাণ্ডবজননী কুন্তী ধর্ম্মরাজের এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ভীমসেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ, এক্ষণে পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যভোগ ও রাজধর্ম্মসমুদয় লাভ করিবার সময় আপনার এরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইল কেন? যদি

আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করাই আপনার অভিপ্রায় ছিল, তবে আপনি কেন আমাদিগের দ্বারা পৃথিবীকে বীরশূন্য করিলেন? আর আমরা বংকালে নিতান্ত বালক ছিলাম, তখনই বা কি নিমিত্ত আমাদিগকে ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে বন হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া বনগমনের বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের বাহুবলার্জ্জিত রাজ্য ভোগ করুন।

ভীমসেন ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ এইরূপে বিবিধ বিলাপ করিলেও মহানুভাবা কুন্তী বনগমন বাসনা পরিত্যাগ করিলেন না। তখন মনস্বিনী দ্রৌপদী বিষণ্ণবদনে রোদন করিতে করিতে সুভদ্রার সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। কুন্তী তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া রোরুদ্যমান পুত্রদিগকে বারংবার সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্ধরাজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ নিতান্ত বিষণ্ণচিত্ত ভৃত্য ও পরিজনবর্গের সহিত জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবজননী কুন্তী অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া পুত্রগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎসগণ, পূর্ব্বে তোমরা জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক কপট দ্যূতে পরাজিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও অবসন্ন হইয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র; সুতরাং তোমাদিগের নাশ বা যশোহানি হওয়া নিতান্ত অনুচিত। তোমরা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী; সুতরাং তোমাদিগের শত্রুবশীভূত হওয়া কখনই উচিত নহে। তোমাদিগের জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির

ভূপতিদিগের অগ্রগণ্য ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন। অতএব উঁহার চিরকাল বনে অবস্থান করা নিতান্ত অনুচিত। অযুতনাগের তুল্য পরাক্রমশালী পৌরুষান্বিত ভীমসেনের এবং বাসবসদৃশ বিক্রমশালী ধনঞ্জয়ের অবসন্নভাবে কাল হরণ করা কদাপি বিধেয় নহে। বালক নকুল ও সহদেবের ক্ষুধায় কাতর হওয়া এবং সভা মধ্যে এই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার ক্লেশ সহ্য করা নিতান্ত অন্যায্য। আমি এই সমুদায় বিবেচনা করিয়াই তোমাদিগকে সংগ্রামে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে যখন এই পাঞ্চালী দ্যূতে পরাজিতা হইয়া সভামধ্যে তোমাদিগের সমক্ষেই কদলীর ন্যায় কম্পিত হইয়াছিলেন, যখন দুরাত্মা দুঃশাসন অজ্ঞানবশতঃ দাসীর ন্যায় ইঁহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল; তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, এই কুরুকুল এককালে দগ্ধ হইবে। পাপাত্মা দুঃশাসন এই পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিলে, যখন ইনি বারংবার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কুররীর ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, তখন আমার চৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। আমি সেই নিমিত্তই তোমাদিগের তেজোবর্দ্ধনমানসে বাসুদেবের নিকট বিদুলাসঞ্জয় সংবাদ কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলাম। তোমাদিগের বিনাশনিবন্ধন এই রাজবংশের ক্ষয় হওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি বংশনাশের হেতুভূত হয়, তাহার পুত্রপৌত্রগণও শুভলোকলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আমি ভর্ত্তার রাজত্বসময়ে অশেষ সুখভোগ, বিবিধ মহাদান ও যথাবিধি সোমরস পান করিয়াছি। আমি যে বাসুদেবের নিকট বিদুলার বাক্য কীর্ত্তন করিয়া তোমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম, তাহা আমার আপনার সুখসাধনের নিমিত্ত নহে; কেবল তোমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্তই আমি ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে রাজ্যভোগের বাসনা পরিহারপূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুর পবিত্র লোক লাভ করিতেই আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। পুত্রনির্জ্জিত

রাজ্যভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। অতএব আমি বনবাসী অন্ধরাজ ও তাঁহার মহিষীর শুশ্রূষা করিয়া তপস্যা দ্বারা এই কলেবর শুষ্ক করিব। তোমরা রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া পরম সুখে রাজ্য সম্ভোগ কর, তোমাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও মন প্রশস্ত হউক।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

যশস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ তাঁহার বাক্যশ্রবণে লজ্জিত হইয়া অন্ধরাজকে প্রণতি ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পাঞ্চালীর সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে কুন্তীকে বনগমন করিতে অবলোকন করিয়া কামিনীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরকে কহিলেন, তোমরা অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরের জননী দেবী কুন্তীকে প্রতিনিবৃত্ত কর। যুধিষ্ঠির যাহা যাহা কহিলেন, সে সমুদায়ই যথার্থ। পাণ্ডবজননী মহাফলপ্রদ ঐশ্বর্য্য ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা দুর্গম অরণ্যে গমন করিবেন? উনি রাজ্যে অবস্থান করিলে, অনায়াসে দান ও ব্রতাদি আচরণ করিয়া উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। উঁহার শুশ্রূষায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব তোমরা উঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ কর। অন্ধরাজ এই কথা কহিলে, সুবলনন্দিনী গান্ধারী কুন্তীর নিকট রাজবাক্য সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে প্রতিগমন করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কোন রূপেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরবকামিনীগণ কুন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া ও কুরুশ্রেষ্ঠদিগকে নিবৃত্ত হইতে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে

প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ দুঃখশোকে একান্ত কাতর হইয়া অতিদীনভাবে স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে যানারোহণপূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় হস্তিনানগর এককালে উৎসবশূন্য হইল। আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই নিরানন্দ হইয়া রহিল। পাণ্ডবগণ কুন্তীর বিরহে গাভীহীন বৎসের ন্যায় একবারে উৎসাহশূন্য ও শোকে নিমগ্ন হইলেন।

এদিকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঐ দিন বহুদূর গমন করিয়া ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিলেন। বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সেই ভাগীরথীতীরস্থিত তপোবনে নিয়মানুসারে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা সকলেই সূর্য্যোপস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বিদুর ও সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর নিমিত্ত কুশময় শয্যাদ্বয় প্রস্তুত করিলেন। যুধিষ্ঠির-জননী কুন্তী পরম সুখে গান্ধারীর সহিত এক শয্যায় শয়ান হইলেন। বিদুর প্রভৃতি অনুগামিগণ তাঁহাদিগের নিকটে এবং যাজক ব্রাহ্মণগণ যথাস্থানে শয়ন করিলেন! অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাঁহারা সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথম দিবস বনে অবস্থান করা তাঁহাদের পক্ষে সাতিশয় কষ্টজনক হইয়াছিল।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর তাঁহারা বহুক্ষণ উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া বিদুরের বাক্যানুসারে সেই পবিত্র ভাগীরথীতীরে অবস্থান করিলেন। ঐ স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপ্রভৃতি বনবাসিগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে

সমুপস্থিত হইলেন। তখন অন্ধরাজ বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের প্রীতিসাধন এবং শিষ্য সমবেত ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাসময় সমুপস্থিত হইলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যশস্বিনী গান্ধারী গঙ্গায় অবগাহন করিলেন। তখন বিদুরাদি অন্যান্য অনুগামিগণও গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়াসমুদায় সমাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর স্নানক্রিয়া সমাপন হইলে, ভোজনন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে তীরে সমুপনীত করিলেন। ঐ সময় যাজকগণ অন্ধরাজের নিমিত্ত সেই স্থানে বেদী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সেই বেদীতে উপবেশন পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্রিয়াসমুদায় সমাপন হইলে অন্ধরাজ অনুযাত্রিগণের সহিত সেই ভাগীরথীতীর হইতে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। কুরুক্ষেত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র রাজর্ষি শতযূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। ঐ মহাত্মা পূর্ব্বে কেকয় রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করেন। অন্ধ-রাজ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বেদব্যাসের আশ্রমে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শত-যূপের আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহামতি শতযূপ বেদব্যাসের আদেশানুসারে অন্ধরাজকে অরণ্যবিধি সমুদায় উপদেশ প্রদান করিলেন। তখন মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং তপঃপরায়ণ অনুচরগণকে তপোনুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন। তপস্বিনী গান্ধারী ও ভোজনন্দিনী কুন্তী উভয়ে বল্কলাজিন ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া কায়মনোবাক্যে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ জটা, অজিন ও বল্কল ধারণপূর্ব্বক অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া মহর্ষির ন্যায় ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত

হইলেন এবং পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা সঞ্জয় ও বিদুর উভয়ে চীরবল্কল ধারণ-পূর্ব্বক নরপতি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা ও ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর নারদ, পর্ব্বত, দেবল, পরমধার্ম্মিক রাজর্ষি শতযূপ এবং শিষ্য-পরিবৃত মহর্ষি দ্বৈপায়ন ও অন্যান্য সিদ্ধগণ ইঁহারা সকলে অন্ধরাজ ধৃত-রাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। ভোজ-নন্দিনী কুন্তী তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র যথানিয়মে তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তবিনোদনার্থ বিবিধবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ কথাপ্রসঙ্গে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্, শতযূপের পিতামহ নির্ভীকচিত্ত নরপতি সহস্রচিত্য কেকয় দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় পরমধার্ম্মিক স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনপ্রবেশ করেন। তথায় ঘোরতর তপশ্চরণ দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রলোক লাভ হইয়াছে। আমি ইন্দ্রলোকে গমনাগমনসময়ে অনেকবার তাঁহাকে দেবেন্দ্র-সদনে নিরীক্ষণ করিয়াছি। ভগদত্তের পিতামহ রাজা শৈলালয়ও তপোবলে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্রপ্রতিম মহারাজ পৃষধ্র তপঃপ্রভাবে স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। সরিদ্বরা নর্ম্মদা যাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন, সেই মান্ধাতৃ-তনয় নরপতি পুরুকুৎস এবং পরম ধার্ম্মিক রাজা শশলোমা ইঁহারা উভয়ে এই তপোবনে তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও এই তপোবনে তপোনুষ্ঠান কর; অচিরাৎ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের

প্রসাদবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া অনায়াসে গান্ধারীর সহিত ঐ সকল মহাত্মার সালোক্যলাভে সমর্থ হইবে। ইন্দ্রলোকগত নরপতি পাণ্ডু নিয়ত তোমার অনুধ্যান করিতেছেন। তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গলসাধন করিবেন। ভোজনন্দিনী কুন্তী তোমার ও যশস্বিনী গান্ধারীর শুশ্রূষা-নিবন্ধন নিশ্চয়ই স্বামীর সালোক্যলাভে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা বিদুর অচিরাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে প্রবেশ এবং মহামতি সঞ্জয় ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিবেন। আমি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে এই সকল বিষয় অবগত হইয়াছি।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে, কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র পত্নীর সহিত যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণগণও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া দেবর্ষি নারদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজর্ষি শতযূপ নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে, আপনার বাক্যশ্রবণে আপনার প্রতি আমার, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ও অত্রত্য অন্যান্য ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি তত্ত্বদর্শী; মানবগণ যে যেরূপ গতি লাভ করিবে, আপনি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে তৎসমুদায় অবলোকন করিতেছেন। আপনি অনেক নরপতির স্বর্গলোক-লাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র কোন্ লোকে গমন করিবেন তাহা কীর্ত্তন করেন নাই। এক্ষণে উনি কোন্ সময়ে কোন্ লোকে গমন করিবেন তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

রাজর্ষি শতযূপ এই কথা কহিলে দিব্যদর্শী দেবর্ষি নারদ সেই সভামধ্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্, আমি একদা ইন্দ্রের সভায় সমুপস্থিত হইয়া তথায় পাকরাজকে সমাসীন দেখিয়া আসন পরিগ্রহ করিলাম। অনন্তর ঐ সভামধ্যে কথাপ্রসঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের

ঘোরতর তপস্যার কথা উত্থিত হইল। তখন আমি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে শুনিলাম যে ধৃতরাষ্ট্রের আর তিন বৎসর পরমায়ু আছে। তৎপরে তিনি গান্ধারীর সহিত দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক কুবেরের ভবনে আগমন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের লোকে সঞ্চরণ করিবেন। হে শতযূপ, এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে দেবগুহ্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তুমি তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়াছ; এই নিমিত্তই আমি এই গূঢ় বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।

দেবর্ষি এই কথা কহিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও শতযূপ প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে পরিতুষ্ট করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

এদিকে পাণ্ডবগণ কামিনীগণসমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমন-পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও জননী কুন্তীর বনবাস নিবন্ধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। পৌরজনেরা অন্ধরাজের নিমিত্ত সতত অনুতাপ করিতে লাগিল। হস্তিনার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শোকাকুল হইয়া পরস্পরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হায়! পুত্রশোকার্ত্ত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মনস্বিনী গান্ধারী ও কুন্তী কিরূপে দুর্গম অরণ্যে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কখন অসুখের লেশমাত্র সহ্য করিতে হয় নাই। পাণ্ডবজননী কুন্তী রাজশ্রী ও পুত্রস্নেহ পরি-

ত্যাগ করিয়া অরণ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অতি কষ্টে কালহরণ করিতেছেন, এবং অন্ধরাজের শুশ্রূষায় অনুরক্ত মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয়কে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।

পুরবাসী লোক সমুদায় এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, পাণ্ডবগণ পুত্রবিহীন বৃদ্ধ অন্ধরাজ, জননী কুন্তী ও গান্ধারী এবং মহাত্মা বিদুরের শোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া কিছুতেই অধিক দিন পুরমধ্যে বাস করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় কি রাজ্যসম্ভোগ, কি বেদাধ্যয়ন, কিছুতেই তাঁহাদের প্রীতিলাভ হইল না। তাঁহারা বারংবার অন্ধরাজের বনবাস, জ্ঞাতিবধ এবং বালক অভিমন্যু, মহাত্মা কর্ণ, দ্রৌপদীতনয়গণ ও অন্যান্য সুহৃদগণের নিধন বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন। সর্ব্বদা পৃথিবীকে বীরশূন্য ও ধনশূন্য বলিয়া বিবেচনা হওয়াতে কোন রূপেই তাঁহাদিগের শান্তিলাভ হইল না। পুত্রশোকসন্তপ্ত দ্রৌপদী ও সুভদ্রাও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিমণ বদনে কালহরণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে উঁহারা সকলেই কেবল উত্তরার গর্ভসম্ভূত মহাত্মা পরিক্ষিতের দর্শন করিয়া প্রাণধারণ করিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপে মাতা ও জ্যেষ্ঠতাতপ্রভৃতির বিরহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানে একবারে বিরত হইলেন। ঐ সময় কোন বিষয়েই আর তাঁহাদিগের আমোদ রহিল না। তাঁহারা সততই শোকাবিষ্টের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ফলতঃ উঁহারা গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য হইয়াও তৎকালে শোকে একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায়! আমাদের জননী নিতান্ত কৃশাঙ্গী, তিনি কিরূপে অন্ধরাজ ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করিতেছেন? পুত্রবিহীন অন্ধরাজ কিরূপে সেই শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বিপিনে কালহরণ করিতেছেন? এবং হতবান্ধব জননী গান্ধারীই বা কিরূপে সেই দুর্গম বনে বৃদ্ধ অন্ধপতির শুশ্রূষায় নিরত রহিয়াছেন?

পাণ্ডবগণ এইরূপে কিছুকাল আক্ষেপ করিয়া অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন। তখন মহাত্মা সহদেব ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ, আপনি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছেন, ইহাতে আমার পরম পরিতোষ লাভ হইল। উঁহাকে দর্শন করিবার বাসনা আমার মনোমধ্যে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। আমি কেবল আপনার গৌরবনিবন্ধন আপনার নিকট উহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই। হায়! পূর্ব্বে যে মাতা রমণীয় অট্টালিকায় অবস্থানপূর্ব্বক পরম সুখে কালহরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কিরূপে মস্তকে জটা ধারণ ও কুশশয্যায় শয়ন করিয়া তপস্বিনীর বেশে অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন! আমার কি কখন এমন সৌভাগ্য উপস্থিত হইবে যে, আমি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিব! যখন রাজপুত্রী হইয়াও মাতাকে অরণ্যে ক্লেশভোগ করিতে হইতেছে, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম ইহলোকে কেহই চিরকাল একরূপ অবস্থায় কালহরণ করিতে সমর্থ হয় না।

সহদেব এই কথা কহিলে, মহানুভাবা দ্রৌপদী বিনয়বাক্যে ধর্ম্ম-রাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ, কখন আমি শ্বশ্রূকে দর্শন করিব? তাঁহাকে জীবিত দর্শন করিলেই আমার জীবন সার্থক হইবে।

আপনার বুদ্ধি ও মন ধর্ম্ম হইতে যেন কখন বিচলিত না হয়। আজি আপনার প্রসাদে আমাদিগের পরম শ্রেয়োলাভ হইবে। আমি শ্বশুর অন্ধরাজ এবং জননী গান্ধারী ও কুন্তীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি।

মহানুভাবা দ্রৌপদী এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ সেনাপতিদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে সৈন্যাধ্যক্ষগণ, তোমরা অবিলম্বে হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদায় সুসজ্জিত কর। সৈন্যগণও সুসজ্জিত হইয়া অগ্রসর হউক। আমি অচিরাৎ অন্ধরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অরণ্যে যাত্রা করিব। মহারাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যাধ্যক্ষগণকে এই কথা কহিয়া অন্তঃপুরের অধ্যক্ষদিগকে কহিলেন, তোমরা সত্বর বিবিধ যান, শিবিকা, শকট ও আপণসমুদায় সুসজ্জিত কর। শিল্পকর ও কোষাধ্যক্ষরা কুরুক্ষেত্রের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করুক। পুরবাসী যে কোন ব্যক্তি অন্ধরাজকে দর্শন করিতে বাসনা করেন, তিনি যেন অক্লেশে সুরক্ষিত হইয়া তথায় গমন করিতে পারেন। এক্ষণে তোমরা পাচক ও অন্যান্য লোকসমুদায়কে যাত্রা করিতে আদেশ করিয়া ভক্ষ্যভোজ্যসমুদায় শকটে সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমাভিমুখে প্রেরণ কর, এবং আমরা কল্য প্রভাতে যাত্রা করিব এই কথা নগরের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দাও। আজই যেন পথিমধ্যে আমাদের বাসগৃহসমুদায় প্রস্তুত করা হয়। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত অধ্যক্ষদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া সেই দিবস পুরমধ্যে অবস্থান করিলেন। পর দিন প্রভাত হইবামাত্র তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বৃদ্ধ ও অন্তঃপুরিকাদিগকে অগ্রসর করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই দিন অবধি পাঁচ দিন পুরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সাহিত্য-কুসুম।

দ্বিতীয় ভাগ।

পদ্য।

বোডিসিয়া।

যবে সেই বৃটেনের বীরাঙ্গনা রাণী
রুধিরাক্ত কলেবরা "রোম" কশাঘাতে
অধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ-উপদেশ বাণী।
ক্রোধ অপমানে জ্বলি আসিল লভিতে॥

প্রসারিত "ওক" তরুতলেতে বসিয়া।
রহে পুরোহিতবর বিজ্ঞ শুভ্রকেশ॥
কহিল জ্বলন্ত বাণী তাঁরে আশ্বাসিয়া।
শোকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ যাহে দীপ্ত রোষাবেশ॥

রাজ্ঞি ! এই যে হেরিছ অশ্রু স্থবির নয়নে।
হেরি তোমা প্রতি এই প্রবল পীড়ন ॥
রোষাবেগে রুদ্ধকণ্ঠ শাপ উচ্চারণে।
রোষে অপমানে তাই ঝরিছে নয়ন ॥

লিখ রক্তাক্ষরে "রোম" ধ্বংসে পরিণত।
ভাবী অভ্যুদয় আশা নির্ম্মূল তাহার ॥
বিধ্বস্ত হইবে "রোম" নিরাশ ঘৃণিত।
পাপ অনুরূপ ঘোর সর্ব্বনাশ তার ॥

লভিয়াছে কীর্ত্তি করি সাম্রাজ্য-বিস্তার।
অসংখ্য রাজত্বে করে পদেতে দলন ॥
গরিমা ভূতলচুম্বী সত্বর তাহার।
শুন "গল" তোরণেতে করে আগমন ॥

অভ্যুত্থিত হবে অন্য "রোম" সম্প্রদায়।
উদাসীন রবে তারা সমর-গৌরবে ॥
পুরস্কার নহে শৌর্য্যে সঙ্গীত শিক্ষায়।
সঙ্গীত আলাপে তার যশার্জ্জন হবে ॥

বৃটেন-অরণ্য-জাত বংশধরগণ।
সজ্জিত হইয়া এবে সামরিক বেশে ॥
বজ্রনাদী আগ্নেয়াস্ত্রপূর্ণ জলযান।
শাসিবে বিশাল রাজ্য সুদূর প্রদেশে ॥

"সিজারে"র অজানিত সেই সব দেশে।
"রোম" বৈজয়ন্তী যেথা নহে উড্ডয়ন ॥
তব বংশধরগণ অদম্য সাহসে।
অজেয় সে সব দেশ করিবে শাসন ॥

দিব্য-তেজ-দীপ্ত-দৈববাণী উচ্চারিয়া।
মধুর-ভীষণ বীণাতন্ত্রীর নিক্কণ ॥
নত দেহে ক্ষিপ্রবেগে কর সঞ্চালিয়া।
কবিবর "রোম" ধ্বংস করিল সূচন ॥

শুনি এবে জ্বলন্ত সে উৎসাহের বাণী।
উত্তেজনা-বহ্নি হৃদে হয়ে উদ্দীপন ॥
রাজোচিত গর্ব্বে রণে ধায় ওজস্বিনী।
রণে মৃতা— মৃত্যুকালে শাপিল তখন ॥

"নির্দ্দয় উদ্ধত ওরে দুরাচারগণ!
ঈশ্বর দিবেন দণ্ড এবে সমুচিত ॥
সাম্রাজ্য আমার বংশে হবে বিতরণ।
ঘৃণাধ্বংস তব তরে রহিবে সঞ্চিত ॥"

———

পথিক।

সমাজ-চিত্র।

Translated from the "Traveller": or a Prospect of Society—
by Oliver Goldsmith.

সুদূরে বান্ধবহীন বিষণ্ন অন্তরে।
ধীরগতি "শেল্ট", বক্রগতি "পো"র তীরে॥
কিম্বা যেথা নিরমম "কারিন্থ" বর্ব্বর।
গৃহহীন অভ্যাগতে রুদ্ধ করে দ্বার॥
অথবা সে "ক্যাম্পেনি"র নির্জ্জন প্রান্তরে।
সুবিশাল ত্যক্ত ভূমি গগনে বিস্তারে॥
যথায় যে দিকে ভ্রমি, যথা আঁখি চায়।
হৃদয় আমার সদা ভ্রাতৃ পানে ধায়॥
ভ্রাতার বিরহে নিরন্তর উচ্ছৃঙ্খল।
প্রতি পদক্ষেপে বাড়ে দূরতা শৃঙ্খল॥

সুখে থাক্ বাল্যসখা মম আজীবন।
দেবগণ রক্ষা তারে কর অনুক্ষণ॥
ধন্য সেই পুণ্যভূমি! যেথা হৃষ্ট মনে।
সান্ধ্য অবসর ভুঞ্জে সমাগত জনে॥
ধন্য সেই পুণ্যাশ্রম, নিঃস্ব ক্লিষ্ট জনে।
সদা তোষে অবারিত আতিথ্য প্রদানে॥
প্রাচুর্য্য-পূরিত সেই সামান্য ওদন।
সাদরে অতিথিগণে করায় ভোজন॥
অকপটে তোষে সবে হাস্য পরিহাসে
বিষাদ কাহিনী শুনি ফেলে দীর্ঘ শ্বাসে॥

(কভু) সলজ্জ অতিথিগণে আহ্বানে ভোজনে।
পর-উপকার-ব্রত শিক্ষা দীক্ষা মনে॥
এ সুখের অংশভাগী নহি কদাচন।
ভ্রমণে চিন্তায় তাই যাপিনু যৌবন॥
অবিরাম গতিশীল, ধাই সুখ আশে।
দৃশ্য-মনোরম সুখ দূরে পরিহাসে॥
(যথা) অনন্ত গগনপ্রান্ত করি বিলোকন।
মেদিনীর সীমাপ্রান্তে হয় সম্মিলন॥
যত ধাই অভিমুখে অনন্তে মিশায়।
কুহকিনী আশা দূরে কুহকে ভুলায়॥
ভাগ্যবশে ভ্রমি একা দেশ দেশান্তর।
(কিন্তু) নাহিক কিঞ্চিৎ স্থান বলিতে "আমার"॥
বসি এবে নিরজন তুঙ্গ "আল্প" শিরে।
প্রভঞ্জন-সীমাতীত, বিষণ্ণ অন্তরে॥
হেরি কত নগর প্রান্তর জলাশয়।
রাজার সম্পদ কত, কুটীর নিচয়॥
(যবে) সৃষ্টির বিচিত্র শোভা দিগন্তে বিকাশ।
(তবে) অকৃতজ্ঞ গর্ব্ব ভরে রবে কি বিরস?
দার্শনিক সে সুখে (কি) করিবে অনাদর?
যাহাতে সামান্য নর উৎফুল্ল অন্তর?
অভিমানী দার্শনিক করুক তুলনা।
নৈসর্গিক বিচিত্রতা সদা অতুলনা॥
অকিঞ্চিৎকর এই বৈচিত্র নিচয়।
সামান্য মানবে সুমহান সুনিশ্চয়॥

তিনিই বিশিষ্ট জ্ঞানী যাঁহার হৃদয়।
সর্ব্বজন-সুমঙ্গলে প্রফুল্লিত হয়॥
শোভা সমৃদ্ধিতে পূর্ণ উজ্জ্বল নগর।
শারদীয়-শস্য-শীর্ষ-শোভিত প্রান্তর॥
জলযান-বিক্ষোভিত দীর্ঘ জলাশয়।
ফল ফুল উৎপাদনে রত কৃষিচয়॥
মম তরে আহরণ করহ ভাণ্ডার।
সৃষ্টি অধিকারী আমি—জগৎ আমার॥

নির্জ্জনে কৃপণ যথা হেরি গুপ্তধন।
মতমুখে বার বার করয়ে গণন॥
হেরি সে সঞ্চিত রাশি পুলক উচ্ছ্বাস।
অতৃপ্ত কামনা পুনঃ ফেলে দীর্ঘশ্বাস॥
মম হৃদে উঠে কত ভাব বিপর্য্যয়।
(কভু) তৃপ্ত হেরি বিভু-দত্ত মঙ্গল-নিচয়॥
কভু ফেলি তপ্ত শ্বাস, বিষাদ-লহর।
মানবের সুখ হেরি অকিঞ্চিৎকর॥
হেরিতে বাসনা মনে অবনীর মাঝে।
যথায় বিমল সুখ সতত বিরাজে॥
যথায় এ জীর্ণ হৃদি আশা অবসানে।
হরষিত হবে হেরি সুখী নিজ জনে॥

কোথা ধরাতলে সেই সুখময় স্থান?
কে সেথায়ে দিবে পথ কে জানে সন্ধান?

হিমানী-মণ্ডিত দেশে যার অধিষ্ঠান।
কম্পমান—তবু তার রম্য সেই স্থান॥
বাখানে তরঙ্গ-তলে সঞ্চিত রতন।
আমোদ-উৎসব-পূর্ণ রজনী-বঞ্চন॥
নগ্নকায় নিগ্রোজাতি দগ্ধ রবিকরে।
স্বর্ণরেণু তালরসে কত স্পর্দ্ধা করে॥
(কভু) আতপ-সেবন, উষ্ণ জলে সন্তরণে।
দেবে স্তুতি করে সেই করুণা কারণে॥
স্বদেশ-গৌরবে রত স্বদেশ-বৎসল।
স্বদেশ সে রম্য ভূমি জগতে বিরল॥

তুলনায় যত দেশ ও সুখ পরিমাণ।
জ্ঞাননেত্রে কোন স্থানে নহে অসমান॥
স্বভাব বা শিল্পজাত বিভিন্ন মঙ্গল।
বিভিন্ন জাতির সুখ করে সমতল॥

তুল্য অংশে স্নেহময়ী প্রকৃতি জননী।
(তবু) শ্রমশীলে সুকল্যাণ করেন কল্যাণী॥
'আইড্রা'র শৈলে, 'আর্ণো'র বালুকা প্রদেশে।
ভক্ষ্য বিতরণে সদা কৃষীবলে তোষে॥
উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গ ভীষণ আকার।
সুকোমল শয্যা সম অনুভব তার॥
উদ্ভবে মানব বুদ্ধি অশেষ কল্যাণ।
বাণিজ্য, সন্তোষ, স্বাধীনতা, ধন, মান॥

পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী মঙ্গল-নিচয়।
একের প্রভাব অন্যে ধ্বংসকর হয়॥
স্বাধীনতা ধনমদ সন্তোষে বিনাশে।
খর্ব্ব মান, বাণিজ্যের সুদীর্ঘ বিকাশে॥
বহুদেশ কোন সুখে সংসক্তি কারণ।
(করে) সেই মত সে জাতির জীবন গঠন॥
ফিরে সবে আকাঙ্ক্ষিত সুখলাভ আশে।
উপেক্ষিয়া অন্য পথে বিভিন্ন উদ্দেশে॥
পরিণামে সে সুখের আধিক্য কারণ।
উপজে সে সুখ হোতে অব্যক্ত বেদন॥
সূক্ষ্ম দৃষ্টে এ সত্যের পরীক্ষা নিশ্চয়।
নিদর্শনে করি এবে স্বরূপ নির্ণয়॥
ক্ষণকাল তরে আত্ম-চিন্তা পাশরিয়া।
বসি হেথা পর দুঃখে হৃদয় ভরিয়া॥
অদূরস্থ উপেক্ষিত তৃণ দ্রুম প্রায়।
(যাহা) ছায়ার বিতান, ক্লিষ্ট প্রভঞ্জন যায়॥

ইটালী।

সুদূর দক্ষিণে যথা "আপিনিন্" রাজে।
উজ্জ্বল নিদাঘ সম ইটালী বিরাজে॥
উচ্চ ভূমে শোভাময় শৈল-সানুদেশ।
নাট্যশালা-শোভা-সম বিপিনে অশেষ॥
মাঝে মাঝে মন্দিরের ভগ্ন-অবশেষ।
প্রাকৃতিক দৃশ্য-শোভা বিকাশে বিশেষ

প্রকৃতির দানে যদি হয় পরিতোষ।
ইটালীর অধিবাসী লভিত সন্তোষ॥
বিভিন্ন ঋতুর ফল বৃক্ষশিরে জাত।
সগর্ব্বে উত্থিত কিম্বা ভূতলে লুণ্ঠিত॥
উষ্ণ দেশে বর্ষে বর্ষে ফুটে যে কুসুম।
শীতল প্রদেশ-জাত কুসুম সুষম॥
ক্ষণস্থায়ী শোভাময় বাসন্তী শোভায়।
অযত্ন উৎপন্ন হেথা স্বদেশের প্রায়॥
সাগর শীকর-বাহী শৈত্য সমীরণ।
চারিদিকে পরিমল করে বিকিরণ॥
ইন্দ্রিয়-সঞ্জাত সুখ অকিঞ্চিৎকর।
ইটালীয় জাতি এই সুখেতে তৎপর॥
প্রান্তর নিকুঞ্জ শোভে কুসুম-শোভায়।
মনুষত্ব পুরুষার্থ হয় লুপ্ত প্রায়॥
স্বভাব-বিরুদ্ধ দোষ হয় দৃশ্যমান।
দারিদ্র্যে বিলাস, বশতায় অভিমান॥
গাম্ভীর্য্যে চাপল্য এবে সত্যে প্রতারণা।
প্রায়শ্চিত্তে অভিনব পাপের কল্পনা॥
প্রনষ্ট বিভব জাত যতেক কুফল।
কলুষ-প্রবাহে করে মানস বিকল॥
পূর্ব্বে ছিল ধনবান ইটালীয়গণ।
বাণিজ্যের ছিল যবে বহু আস্ফালন॥
ধনবলে সুনির্ম্মিত রম্য নিকেতন।
ভূপতিত স্তম্ভ পুনঃ চুম্বিত গগন॥

বাণিজ্য তরণী উষ্ণ দেশে অগ্রসর ।
প্রস্তরে মানবমূর্ত্তি ক্ষোদিত ভাস্কর ॥
দক্ষিণ পবন হ'তে অধিক চঞ্চল !
শোভিত বাণিজ্য তরি দূর দূরাঞ্চল ॥
(শেষে) সমৃদ্ধির রহিল না কিছু অবশেষ ।
(সুধু) নির্জ্জন নগর, প্রভু দাসহীন শেষ ॥
বিলম্বে বুঝিল সবে নাহি প্রতীকার ।
অতীত সমৃদ্ধি যেন শোথের বিকার ॥

পূর্ব্বতন সমৃদ্ধির ধ্বংস-অবশেষ ।
শিল্প বলে ধনাভাব পূর্ণ করে শেষ ॥
যাহা হ'তে অবসন্ন ক্ষীণ ভগ্ন মন ।
অনায়াসে করে পুনঃ ক্ষতি সংপূরণ ॥
নিরুৎসাহ আড়ম্বরে হয় দৃশ্যমান ।
কাগজে বিচিত্র চিত্র রম্য অশ্বযান ॥
শোভাযাত্রা ধর্ম্মোদ্দেশে প্রণয় বিধানে ।
দেবতা ও প্রণয়িনী প্রতি কুঞ্জবনে ॥

উৎসব আমোদে করে চিন্তা প্রশমন ।
বালকের ক্রীড়া সম বালকের মন ॥
উচ্চ লক্ষ্য প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত ।
শেষে লুপ্তপ্রায় কিম্বা স্বল্প উদ্দীপিত ॥
নিকৃষ্ট আনন্দে শেষে আসক্তি সঞ্চার ।
নীচত্বেও সুখবোধ হেন নির্ব্বিকার ॥

যে প্রাসাদে ছিল "সিজারে"র রাজাসন।
কালধর্ম্মে ধ্বংস স্তুপ মাত্রে বিদ্যমান॥
সেই সে "সিজার" প্রতি এত অসম্মান।
কৃষক সে স্তুপে করে কুটীর নির্ম্মাণ॥
(হেরি) বিস্মিত বিশাল স্তুপ আবশ্যক নরে!
সহাস্যে কুটীরে নিজ অবস্থান করে॥

সুইজর্লণ্ড।

ত্যজিয়া ইটালী যাই সুইজর্লণ্ড দেশে।
উন্নত পার্ব্বত্য জাতি যথায় নিবাসে॥
শীত-বাত-ঝঞ্ঝাময় সুইস ভবন।
অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে স্বল্প শস্য উৎপাদন॥
বন্ধুর পার্ব্বত্য দেশে উৎপন্ন কেবল।
তীক্ষ্ণ অসি আর মাত্র সুধু সৈন্যদল॥
বাসন্তী কুসুম হেথা নহে প্রস্ফুটিত।
শৈত্য সমাকুল দেহ সতত কম্পিত॥
সুমন্দ মলয়ানিল নহে বহমান।
উল্কাশিখা ঝঞ্ঝাময় আঁধার বিমান॥
সন্তোষের শক্তি কিবা চিত্ত প্রসাদন।
প্রাকৃতিক কঠোরতা করে প্রশমন॥
দরিদ্র কুটীর আর সামান্য অশন।
কৃষি হেরে তার ভাগ্য ভাগ্য সাধারণ॥
কুটীর সান্নিধ্যে নাহি সুরম্য আলয়।
লজ্জা দিতে কৃষকের সামান্য আশ্রয়॥

উপাদেয় আহার্য্যের নাহি আয়োজন ।
ধিকারিতে কৃষকের শাকান্ন-ভোজন ॥
ঔদার্য্য অজ্ঞতা আর শ্রমেতে অটল ।
বাসনা নিবৃত্তি হেতু স্বদেশ-বৎসল ॥
ঊষাকালে শয্যা ত্যজি উল্লাস অন্তরে ।
সঙ্গীতে পূরিয়া পথ কৃষিযাত্রা করে ॥
কভু হ্রদতীরে উপবিষ্ট মৎস্য আহরণে ।
বন্ধুর ভূমিতে রত হল-সঞ্চালনে ॥
পদাঙ্ক অঙ্কিত হেরি তুষার উপরে ।
গুহা-গর্ত্ত-নিষ্কাশিত করে শ্বাপদেরে ॥
রজনীর আগমনে শ্রম-অবসানে ।
কুটীরের স্বামী যেন বসি রাজাসনে ॥
প্রজ্বলিত অগ্নি পার্শ্বে অনল সেবন ।
হাস্যময় আস্যে হেরে সন্তান-আনন ॥
পত্নী তা'র ভক্ষ্য পাত্র করিয়া সজ্জিত ।
ক্ষুধা শান্তি করি তারে করে তিরপিত ॥
ভাগ্য ক্রমে উপনীত পান্থ কোন জন ।
আখ্যানেতে আতিথ্যের করে প্রতিদান ॥
এই সব স্থকল্যাণ জন্মভূমিজাত ।
হৃদে তার দেশ ভক্তি করে সঞ্চারিত ॥
যে সকল অকল্যাণ হেথা দৃষ্ট হয় ।
তাহার সামান্য সুখ করে উপচয় ॥
আনন্দ-কুটীর যা'তে আত্ম-প্রসাদন ।
প্রিয় অদ্রি যথা ঝঞ্ঝা মধ্যে অবস্থান ॥

শিশু যথা ভীম নাদ করিলে শ্রবণ।
জননীর অঙ্কে লয় সভয়ে শরণ॥
(তথা) প্রভঞ্জন রব আর স্রোতের গর্জ্জন।
দেশ অনুরাগ করে শতধা বর্দ্ধন॥
এই মত সুখ শান্তি অনুর্ব্বর ভূমে।
সামান্য অভাব যেথা বাসনা-সংযমে॥
স্বল্প অভাবেতে স্বল্প সুখের নিদান।
তথাপিও তা'রা সবে প্রশংসা-ভাজন॥
প্রত্যেক অভাব যবে হৃদয়ে উদয়।
সংপূরণে সুখের আকর সুনিশ্চয়॥
তিরোহিত শিল্প আদি মনোজ্ঞ বিজ্ঞান।
(যাহা) বাসনার সৃষ্টি করি করে সমাধান॥
ইন্দ্রিয়-সঞ্জাত সুখে যবে অবসাদ।
উন্নত আনন্দে নহে চিত্তের প্রসাদ॥
সঙ্গীত-আলাপ কিম্বা কবিত্ব-কল্পনে।
যাহাতে হৃদয়-তন্ত্রী সহর্ষে নিক্কণে॥
এ সবে অজ্ঞতা হেতু বিরস জীবন।
উত্তেজনা হীনতায় নির্জ্জীব যেমন॥
বৎসরান্তে পর্ব্বদিনে মাতিয়া আমোদে।
উচ্ছৃঙ্খল ভাবে পূর্ণ মদিরা প্রমোদে॥
মাত্রাধিক্যে এক কালে হ'য়ে লুপ্ত জ্ঞান
সুরাপানে আমোদের হয় অবসান॥
সুধু আনন্দের স্রোত নহে আবিলতাময়
রীতি নীতি আচরণও কলুষিত হয়॥

বংশপরম্পরাক্রমে উৎকর্ষহীন।
রীতি নীতি অবিকৃত উন্নতি বিহীন॥
প্রেম-উৎস, সখ্য-সুধাধারা-প্রস্রবণ।
কঠিন অন্তরে কভু না হয় বর্ষণ॥
কঠিন পর্ব্বত বক্ষ কাঠিন্য আধার।
অদ্রি বক্ষে নীড়ে যথা শ্যেন অধিকার॥
উন্নত সমাজে কমনীয় গুণগ্রাম।
কোমল মধুর তাই হৃদয়াভিরাম॥
শ্যেন ভয়ে পলায়িত বিহঙ্গম প্রায়।
কাঠিন্য প্রকোপে রম্য প্রদেশে পলায়॥

ফ্রান্স।

ফ্রান্স রাজ্য জ্যোতির্ম্ময় সুষমা আধার।
বিরাজিত যেথা শিষ্টতর দেশাচার॥
সামাজিক সুখ হর্ষ উল্লাসের ভূমি।
আত্ম-প্রসাদেতে তুষ্ট সবে বিশ্ব-প্রেমী॥
"লয়ার" তটিনী তটে বাঁশরীর স্বর।
তুলিয়াছে কত নৃত্য-সঙ্গীত-লহর॥
পল্লবিত তীর-তরু ছায়ার বিতান।
যথা বহে ঊর্ম্মি সিক্ত মন্দ সমীরণ॥
সুরলয় হীন মম বাঁশরী নিক্কণ।
বিড়ম্বিত তান মান সঙ্গীত নর্ত্তন॥
পল্লীবাসী তবু সেই নিক্কণে বিস্মিত।
নৃত্যে মত্ত বিস্মরিয়া মধ্যাহ্ন আগত॥

পুরাকালে নারীগণ বয়ঃ নির্ব্বিশেষে।
আপন সন্তানে রত করে নৃত্যোল্লাসে॥
নৃত্যাসক্ত পিতামহ উল্লসিত মনে।
ষষ্টিতম-বর্ষ-ভরে নিরত নর্ত্তনে॥

বঙ্গে সবে চিন্তাহীন সুখের জীবন।
আলস্যের স্রোতে বিশ্ব করে আবর্ত্তন॥
পরস্পর প্রীতি-ডোরে বদ্ধ সর্ব্বজন।
সম্মান সম্ভ্রমই হেথা সমাজ-বন্ধন॥
সম্মান—সুযশ যাহা লভে যোগ্যজন।
অনুমানে কা'রো ভাগ্যে প্রশংসা অর্জ্জন॥
অবারিত ভাবে হয় আদান প্রদান।
পণ্য-বীথিকায় ক্রেয় পণ্যের সমান॥
প্রাসাদ শিবির কিম্বা কৃষক-কুটীরে।
প্রশংসা-অর্জ্জন-তৃষা সর্ব্বত্র সঞ্চরে॥
আত্মতুষ্টিতরে তোষে, শ্রদ্ধা বিনিময়।
সুখ অনুভবে শেষে সুখের উদয়॥

এই শিষ্ট প্রথা হোতে যবে সুখোদয়।
যুগপৎ অবোধতা দোষেরও সঞ্চয়॥
প্রশংসার অতিমাত্র আকাঙ্ক্ষা কারণ।
আন্তরিক চিন্তাশক্তি না হয় স্ফুরণ॥
আত্ম-প্রীতি-বঞ্চিত সে দুর্ব্বল অন্তর।
সুখআশে পর প্রতি করয়ে নির্ভর॥

আড়ম্বর প্রিয় হেথা জমকে ভূষিত।
মূর্খ-লব্ধ খ্যাতি লাভে হয় লালায়িত॥
ধৃষ্টজন গরিমায় বিকৃত বদন।
তাম্র সূত্রে পরিচ্ছদ করে সুশোভন॥
ভিক্ষাজীবী প্রতিদিন করি অর্দ্ধাশন।
বৎসরান্তে প্রীতি ভোজে করে নিমন্ত্রণ॥
মন ধায় তথা যথা আদর্শ চঞ্চল।
প্রকৃতই আত্ম-প্রীতি যথায় বিরল॥

হলণ্ড।

বিভিন্নপ্রকৃতি নর যাই হেরিবারে।
সাগরবেষ্টিত যথা "হলণ্ড" বিস্তারে॥
হেথায় উদ্যমশীল "হলণ্ড"-সন্তান।
বিশাল-বারিধি-প্রান্তে যেন দণ্ড'মান॥
উন্নত প্রাকার এবে করি উত্তোলন।
তীরগামী স্রোতবেগ করে নিবারণ॥
সম্মুখেতে হেরি যেন ধীর পরিশ্রমে।
উত্থাপিত সে প্রাকার ওই বেলাভূমে॥
সাগর উপরে শাখা-বাহুর বিস্তার।
নিষ্কাশি সলিল করে তট অধিকার॥
বিতাড়িত সিন্ধু করি শিরঃ উত্তোলন।
স্বীয় গর্ভজাত ভূমি করে দরশন॥
পীত পুষ্পময়ী গিরি, মন্থরা তটিনী।
"উইলো" পুষ্পে মঞ্জু তট, চঞ্চলা তরণী॥

বিপণি জনতাপূর্ণ, শস্যক্ষেত্র সব।
সিন্ধুগর্ভজাত এক সৃষ্টি অভিনব॥

সততই বারিনিধি-প্লাবন-পীড়ন।
অবিশ্রান্ত শ্রমে রত অধিবাসিগণ॥
জাগরূক সর্ব্ব হৃদে শ্রমের অভ্যাস।
শ্রমাভ্যাস হ'তে জন্মে ধন-লাভ-আশ॥
ধনাগমে যাহা কিছু হয় উপকার।
অতিরিক্ত ধনাগমজাত অপকার॥
বিভাসিত হেথা, সৌকর্য্য ও শিল্প-জ্ঞান।
স্বাচ্ছন্দ্য প্রাচুর্য্য —এই ধন-অবদান॥
নিরীক্ষণে প্রকাশে চাতুরী প্রবঞ্চনা।
স্বাধীনতা এখানেতে হয় বেচা কেনা॥
অর্থ বলে স্বাধীনতা লুপ্তপ্রায় হয়।
নির্ধন বিক্রয় করে, ধনী করে ক্রয়॥
অত্যাচারী, ক্রীতদাসে পূর্ণ হয় দেশ।
দুর্ভাগ্যের অসম্মানে কবরে প্রবেশ॥
শান্তভাবে করে সবে দাসত্ব আশ্রয়।
(হেথা) ঝঞ্ঝাবাতে সুপ্ত যথা রহে জলাশয়॥
জগদীশ!
কত শ্রেষ্ঠ পুরাকালে "বেলজিক"গণ।
কঠোর প্রসন্ন নম্র, সাহস-ভূষণ॥
বীরত্ব-প্রদীপ্ত-বক্ষঃ মুখে স্বাধীনতা।
বটেন-নিবাসী ——

বৃটেন।

নাম উচ্চারণে উরে কল্পনা প্রতিভা।
যে বৃটেনে পাশ্চাত্য বসন্তের শোভা॥
"আর্কেডিয়া" নিন্দি যেথা শোভন প্রান্তর।
নিন্দিয়া "ঝিলামে" নদ স্বচ্ছ খরতর॥
তথায় চৌদিকে বহে মৃদুল পবন।
বৃক্ষশাখে বিহঙ্গের কাকলী কূজন॥
সৃষ্টির কোমল শোভা বিরাজে হেথায়।
আতিশয্য মানবের হৃদে সুধু রয়॥
অটল বিবেক-বলে দমিত হৃদয়।
মহান উদ্দেশ্য হৃদে, সতত নির্ভয়॥
গর্ব্বদীপ্ত বপু, চাহনিতে চাহে রণ।
হেরি যেন নরনাথ করয়ে গমন॥
মহৎ উদ্দেশ্যে রত, চিন্তাশীল জাতি।
আদর্শের নহে দাস স্বাভাবিক মতি॥
স্বাভাবিক আত্মবলে সতত কঠোর।
অদম্য ভাবেতে স্বার্থ রক্ষণে তৎপর॥
কৃষক সগর্ব্বে করি স্বার্থ নির্ব্বাচন।
শিক্ষা করে লভিবারে সম্মান আপন॥

স্বাধীনতা!
তোমা হ'তে লব্ধ সুখ বটে প্রিয়কর।

প্রখর।

অপকর্ষ-অমিশ্রণে বহু ক্ষেমঙ্কর।
তব বলে পুষ্ট হেতু দুরিত-আকর ॥
সেই স্বাধীনতা এবে যুটন আদরে।
(যাহে) সমাজ-বন্ধন ছিন্ন, ভিন্ন পরস্পরে ॥
আত্মনির্ভরতাপ্রিয় থাকে নিরজনে।
সুমধুর প্রেমপাশ অজ্ঞাত এখানে ॥
স্বভাব-বন্ধন তথা হইয়া শিথিল।
মত ভেদে মতান্তর বিতাড়নশীল ॥
ঘটে নানা উপদ্রব বিদ্রোহ-গর্জ্জন।
প্রতিহত দুরাকাঙ্ক্ষা করে আস্ফালন ॥
রাজনীতি যন্ত্র শেষে বহু সংঘর্ষণে।
স্তব্ধীভূত কিম্বা দগ্ধ বিদ্রোহ-আগুনে ॥
স্বভাব-বন্ধন হয় যতই শিথিল।
কর্ত্তব্য-প্রণয় মান তথা ক্ষয়শীল ॥
অর্থ-রাজবিধি-জাত কৃত্রিম বন্ধনে।
লভে মান বাধ্য করি অনিচ্ছুক জনে ॥
অর্থ রাজবিধি লভে প্রাধান্য কেবল।
প্রতিভা মলিন, গুণীনেত্রে অশ্রুজল ॥
কালধর্ম্মে বিবর্জ্জিতা মায়া বিমোহিনী!
সুধীজন-জন্মভূমি বীর-প্রসবিনী ॥ •
যথায় উন্নত বংশে দেশ প্রেম জাগে।
ক্ষমি করে যশার্জ্জন শ্রম রাজ-ভাগে ॥
কলুষ-পঙ্কেতে সবে হবে নিমগন।
অসম্মানে সুধী সৈন্য রাজার মরণ ॥

স্বাধীনতা-দোষোল্লেখে রাজ-প্রসাদন।
কিম্বা ধনাঢ্যের স্তুতি নহে মম মন॥
যে সত্যের বলে হৃদে উচ্চ উদ্দীপনা।
বক্ষঃ হতে দূর হোক সে নীচ কল্পনা॥
রম্য স্বাধীনতা! তুমি অভ্যস্ত সহনে।
জনতার উন্মত্ততা, কৃপাণ-পীড়নে॥
নশ্বর কুসুম! শুষ্ক সম পরিমাণে।
গর্ব্বিত অবজ্ঞা কিম্বা প্রসাদ পোষণে॥
(তবু) সহিবে মুকুল তব দশা বিবর্ত্তন।
স্বাধীনতা-আতিশয্য করিব দমন॥
লভিয়াছি জ্ঞান বহুদর্শনের ফলে।
চিন্তাশীল শাসন করিবে শ্রমশীলে॥
পূর্ণ স্বাধীনতা তথা হয় দৃশ্যমান।
সর্ব্ব শ্রেণী ভুঞ্জে যথা যোগ্য পরিমাণ॥
(যদি) ভিন্ন অনুপাতে লভে কোন সম্প্রদায়।
নিম্ন সম্প্রদায় পক্ষে ধ্বংস সুনিশ্চয়॥
সত্যে অন্ধ যারা হেরি সাম্প্রদায়িকতা।
ভাবে ইহা বুঝি তবে পূর্ণ স্বাধীনতা!
শান্ত চিত্ত মম অস্ত্র করে না ধারণ।
যতক্ষণ নাহি হয় বিপদ ঘটন॥
যবে হেরি বিদ্রোহী-বেষ্টিত সিংহাসন।
রাজশক্তি থর্ব্ব আত্মশক্তি প্রসারণ॥
যখন বিদ্রোহিদল ত্যজি অধীনতা।
অবহেলি রাজশক্তি কহে স্বাধীনতা॥

বিচারক দণ্ডবিধি করে প্রণয়ন।
দণ্ডবিধিবলে ধনী দরিদ্র-দলন॥
বিদেশের ধন যেথা অসভ্য নিবাস।
দাস-বিলুণ্ঠন-লব্ধ ক্রয় করে দাস॥
ভয়-ক্ষোভ ন্যায়-ক্রোধ হ'য়ে উত্তেজিত।
মৌনভাব বিদূরিত, অনর্গল চিত॥
(শেষে) দেশভক্ত কিন্তু ভীত কাপুরুষ প্রায়।
অত্যাচারী হ'তে লই নৃপতি আশ্রয়॥
এস ভ্রাতঃ! অভিশপ্ত কর সে কুক্ষণ।
(যবে) দুরাকাঙ্ক্ষা রাজশক্তি করিল হনন॥
কলুষিত করি সম্মানের প্রস্রবণ।
ধনে আধিপত্য এবে করিল অর্পণ॥
ফেরিয়াছি বৃটেনের জনপূর্ণ তীরে।
অর্থ সহ পুত্রগণে বিনিময় তরে॥
হেরিয়াছি জয়োল্লাস ক্ষিপ্র ধ্বংসশীল।
জ্বলন্ত বর্ত্তিকা সম কিন্তু ক্ষয়শীল॥
হেরিয়াছি সমৃদ্ধির জমক সুন্দর।
তাহার কুফলে জনক্ষয় ভয়ঙ্কর॥
যে ভূমিতে চারিদিকে ছিল লোকালয়।
(এবে) অমুর্ব্বর নির্জ্জন প্রান্তর মাত্র রয়॥
হেরিয়াছি ধনাঢ্যের যথেচ্ছ আদেশে।
জীর্ণ অধ্যুষিত গ্রাম ধ্বংস অবশেষে॥
হেরিয়াছি স্বসন্তান সহ বৃদ্ধ পিতা।
নতমুখী মাতা আর সলজ্জ দুহিতা॥

গৃহবিতাড়িত এবে বিষণ্ণ অন্তরে।
'আমেরিকা' যাত্রা করে 'আট্‌লাণ্টিক' পারে॥
যেথা "অসএগো" পার্শ্বে জলা সুভীষণ।
"নায়েগ্রা"র জলপাতে অশনি-নিস্বন॥

এখনও পথভ্রান্ত পান্থ কোন জন।
নিবিড় দুর্গম বনে করিছে ভ্রমণ॥
(যেথা) মানবে পশুতে হয় সম অধিকার।
বন্য জাতি লক্ষ্য শরে জীবন সংহার॥
ভীম বেগে ঘূর্ণাবর্ত্ত হয় বহমান।
বন্যজাতি কণ্ঠনাদে বন কম্পমান॥
চিন্তাকুল নির্ব্বাসিত নত দুঃখভরে।
চলচ্ছক্তি হীনভাবে সভয় অন্তরে॥
ইংলণ্ডের দিকে চাহে সজলনয়ন।
তার সহ মম মনে সমান বেদন॥

বৃথা ক্লান্ত ভ্রমিয়াছি যে সুখের আশে।
সেই সুখ কেন্দ্রীভূত আপন মানসে॥
যে অভীষ্ট তরে সুখ-বিরাম-বর্জ্জিত।
প্রত্যেক রাজত্বে সেই সুখ বিতরিত॥
প্রত্যেক রাজত্বে যেথা সদা মনে ত্রাস।
(যদি) রাজা-রাজবিধি করে স্বাধীনতা হ্রাস॥
স্বল্প অংশে মানবের ক্লেশ বা বেদন।
রাজা-রাজবিধি হ'তে উদ্ভব মোচন॥

মানবে প্রদত্ত এবে হেরি সব স্থানে।
আত্মসুখ সংগঠনে (কিম্বা) সংঘটনে॥
নীরবে সংসার ক্ষেত্রে বিনা প্রভঞ্জন।
ধীর স্রোতে বহে এবে গার্হস্থ্য জীবন॥
যাতনার চক্র-যন্ত্র উন্নত কুঠার।
উত্তপ্ত মুকুট, লৌহশয্যা সুকঠোর॥
ক্ষমতা-মমতা-হীনে অজ্ঞাত এ সব।
বিবেক বিশ্বাস, নীতি তাহার বিভব॥

কৃপণ ও ধনদেবতা।

Translated from the "Miser and Plutus" by *Gay*.

উঠিল প্রবল ঝড় কাঁপে বাতায়ন।
অকস্মাৎ শিহরিয়া জাগিল কৃপণ॥
নিশীথ-নির্জ্জন কক্ষে সভয়ে সঞ্চরে।
কম্পান্বিত কলেবর পশ্চাতে নেহারে॥
অর্গল শৃঙ্খল যত করে নিরীক্ষণ।
প্রত্যেক গোপন স্থান করে সন্দর্শন॥
অর্থের ভাণ্ডার শেষে করি উন্মোচিত।
হেরি সে সঞ্চিত রাশি পুলকে পূরিত॥
অকস্মাৎ পরক্ষণে অন্তরে বিকার।
করে কর সংঘর্ষণ বক্ষেতে প্রহার॥

শূন্যনেত্রে চাহে এবে বিবেক-দংশনে।
কলুষিত মনোভাব স্বগতঃ বাখানে॥
"ধরিত্রী রাখিত তার ভাণ্ডার গোপনে।
লভিতাম সুশীতল শান্তি নিজ মনে॥
(কিন্তু) ধর্ম্ম হয়েছে বিক্রীত; বল ভগবন্!
কত মূল্যে পাপজ্বালা হয় নিবারণ॥
শুভ-ধ্বংসী প্রলোভন করে প্রতারণা।
দমিতে পারে কি ক্ষীণ নরে সে ছলনা?
সম্ভ্রম না রহে মনে অর্থের তাড়নে।
নাম মাত্র পরিণামে রহে তার স্থানে॥
অর্থই অনর্থ বীজ করেছে বপন।
অর্থ উপদেশে হত্যা-রঞ্জিত-কৃপাণ॥
অর্থ উপদেশে ভীরু কাপুরুষ চিত।
সাংঘাতিক বিশ্বাস-ঘাতক-কার্য্যে রত॥
কে পারে নির্ণিতে সে অনর্থ পরিমাণ
ধরাতলে ধর্ম্ম নাহি করে অবস্থান"

নিরবিল দীর্ঘ শ্বাসে প্রলাপী কৃপণ।
রোষে আসি ধনদেব দিল দরশন॥
কৃপণ সভয়ে রুদ্ধ করিল ভাণ্ডার।
বিকট ভ্রূভঙ্গে দেব করে তিরস্কার॥

"কেন নীচ অকৃতজ্ঞ প্রলাপের বাণী
কৃতঘ্ন প্রলাপী-মুখে অনুদিন শুনি?

আমা হতে বিকৃত কি মানব-হৃদয়।
দোষী তব লোলুপ স্বভাব দুরাশয়॥

মম দান যদি হয় অযথা ব্যয়িত।
আমি তাহে অভিশপ্ত, ভৎসিত নিন্দিত ?
ধর্ম্ম-ব্যপদেশে ধূর্ত্ত প্রবঞ্চকগণ।
ধর্ম্ম আবরণে বৃত্তি করে সঞ্চালন॥
ক্ষমতা তাহার হস্তে হইলে অর্পণ।
বৃদ্ধি হয় অত্যাচার অসহ্য পীড়ন॥
দুর্জ্জন হস্তেতে যবে অর্থের সঞ্চয়।
ধনলিপ্সা, দাম্ভিকতা গর্ব্বের উদয়॥
আর যত পাপজাত প্রবৃত্তি নিচয়।
সেই অর্থে দুর্জ্জনের বক্ষঃ করে ক্ষয়॥
ধর্ম্মশীলহস্তে এবে হইলে অর্পিত।
স্বর্গীয় শিশির সম সুমঙ্গলে রত॥
শুনে মাতাপিতৃহীন শিশুর রোদন।
বিধবার অশ্রুজল করয়ে মোচন॥
অর্থ তরে যেবা আত্ম-বিক্রয়ী কৃপণ।
কিরূপে অর্থেতে এবে করে দোষার্পণ ?
হত্যাকারী করি নর শোণিত ক্ষরণ
নিশ্চেষ্ট কৃপাণে কি করিবে ভৎসন ?"

উদাসীন।

Translated from the "Hermit" by *Parnell.*

সাধারণ-অলক্ষিত সুদূরে বিজন।
রহে বৃদ্ধ যোগী এক অতীতযৌবন॥
অদ্রি-গুহা কক্ষ তার শৈবাল-শয়ন।
নির্ঝরিণী-জলপান করে ফলাশন॥
পাশরি সংসার, রত ঈশ্বর-চিন্তায়।
ধ্যান মাত্র ক্রিয়া, সুখ খ্যাতি সম হয়॥

অনঘ জীবন, কিবা শান্তির বিরাম।
বোধ হয় যেন এবে মর্ত্ত্যে স্বর্গধাম॥
পাপ জয়শীল, পুণ্য পাপের অধীনে।
হেরি সন্দিহান হয় বিধাতৃ-বিধানে॥
যত আশা কেন্দ্রস্থল হইতে স্খলিত।
আত্মার শমতা সনে হয় বিচলিত॥
প্রভাসিত প্রকৃতির চিত্র সিন্ধুজলে।
সচঞ্চল নহে যবে কল্লোল-হিল্লোলে॥
বেলা অবনত, তীরতরু লম্ববান।
মুকুরিত ব্যোম সম বর্ণে দৃশ্যমান॥
উপল আঘাতে যবে হয় সচঞ্চল।
বৃত্তাকারে চারিদিকে ধায় সিন্ধুজল॥
উজ্জ্বল তপনচিত্র হয় বিখণ্ডিত।
তীরতরু ব্যোমচিত্র জলে আকম্পিত

সংশয় মোচনে আর সংসার দর্শনে।
কিম্বা গ্রন্থ-কৃষি-উক্ত সত্যাবধারণে॥
(তাঁর সাংসারিক জ্ঞান কৃষক জীবনে
নৈশ-হিম-সিক্ত কৃষি আসে এই স্থানে)

আশাদণ্ড করে, গুহাবাস ত্যাগিয়ে।
যোগিজনভোগ্য ভূষা-তৈজসাদি লয়ে॥
ঊষাকালে যাত্রা করে দীর্ঘ পর্য্যটনে।
স্থির চিত্তে লক্ষিবারে বিশেষ ঘটনে॥

পথহীন তৃণভূমে প্রভাত অতীত।
সুদীর্ঘ নির্জ্জন পথে গতি সঞ্চালিত॥
মধ্যাহ্ন-তপন-করে প্রদীপ্ত গগন!
রাজপথে হেরিলেন যুবা একজন॥
সুরম্য বসন তার বরণ উজ্জ্বল।
কুঞ্চিত স্তবকে তার শোভিত কুন্তল॥
অগ্রসর হ'য়ে তাঁরে করে সম্ভাষণ।
পুত্র সম্ভাষণে যোগী করে আপ্যায়ন॥
এইরূপে পরস্পর বহু আলাপনে।
পথ-শ্রম-ভ্রান্ত ভাবে, চলে দুই জনে॥
অনিচ্ছু বিদায়ে সখ্যভাব পরস্পর।
বয়সে বিভিন্ন কিন্তু মিলিত অন্তর॥
বৃদ্ধ "এলম্" "আইভী" বদ্ধ যথা দণ্ডায়মান।
নবীন "আইভী" "এলমে" করে আলিঙ্গন॥

দিনমান অবসান রবি অস্তমিত।
গোধূলি-ধূসর-বর্ণে বিশ্ব আবরিত ॥
প্রকৃতি-বিধানে সবে বিরামে মগন !
রাজপথে দৃষ্ট হয় সুরম্য ভবন ॥
চন্দ্রালোকে বৃক্ষবর্ত্মে যায় দুই জনে !
পার্শ্বে তৃণভূমি রাজে হরিত বরণে ॥
ভাগ্যবশে গৃহস্বামী গৃহে উপস্থিত।
আতিথ্য-প্রত্যাশিগণে দ্বার অবারিত ॥
প্রশংসা-লোলুপ তাই সদয় অন্তর।
মহাড়ম্বরে—ব্যয়-বাহুল্য-তৎপর ॥
উভে উপনীত, রহে অনুচরগণ।
গৃহস্বামী সমাদরে যথায় তোরণ ॥
নানাবিধ উপাদেয় ভক্ষ্য সমাবেশ।
আতিথ্যের নিদর্শন হেথায় অশেষ ॥
কোমল শয়নে তবে করিয়া শয়ন।
নিদ্রায় ভ্রমণক্লেশ করে প্রশমন ॥
যামিনীর অবসানে প্রভাত উদয়,
জলাশয় স্পর্শে শৈত্য সমীরণ বয়,
পুষ্পোদ্যানে সঞ্চরিয়া সুরভি পূরিত ;
বিনিদ্র জগত, বনরাজি আকম্পিত ॥
প্রভাত সমীর স্পর্শে ত্যজিয়া শয়ন।
হেরিল উভয়ে পুনঃ প্রভাত অশন ॥
সুরস পানীয় শোভে সুবর্ণ-আধারে।
পান হেতু গৃহস্বামী দিল সমাদরে ॥

আতিথ্যে কৃতজ্ঞ উভে হইল বিদায়।
গৃহস্বামী অবশেষে করে হায়! হায়!
সুবর্ণ পানীয় পাত্র হয় অন্তর্হিত।
যুবক অতিথি-করে হয় অপহৃত॥

পান্থ যথা অকস্মাৎ করিয়া দর্শন।
পথ মাঝে আশীবিষে আতপ-সেবন॥
শিহরি সভয়ে অহি করে পরিহার।
পলায় কম্পিত পদে হেরে বার বার॥
শিহরিয়া যোগী দূরে করিল গমন।
সহচর-করে পাত্র করি দরশন॥
চলিল নীরবে এবে কম্পিত হৃদয়।
বদনে না সরে বাণী লইতে বিদায়॥
ঊর্দ্ধ নেত্রে ভাবে কিবা পরুষ আচার।
মহৎ কার্য্যের এই যোগ্য পুরস্কার!

অকস্মাৎ দিনমণি তিমিরে মগন।
নিবিড় জলদ জাল আঁধারে গগন॥
গভীর জীমূতমন্দ্র ঘোষে বরিষণ।
আশ্রয়উদ্দেশে ধায় যত জীবগণ॥
দুর্য্যোগ লক্ষণ হেরি তথা পান্থদ্বয়।
ক্ষিপ্রবেগে ধায় হেরি অদূরে আশ্রয়॥
উচ্চ ভূমে সুনির্ম্মিত গম্বুজ আকার।
সুদৃঢ় বৃহৎ বহু প্রাচীন আগার॥

কর্কশস্বভাব ভীরু এই গৃহস্বামী।
নির্দ্দয় কার্পণ্যে হেথা যেন মরুভূমি॥
কৃপণের দ্বারে উভে যবে উপনীত।
প্রবল ঝটিকা তথা হইল উত্থিত॥
বৃষ্টিপাত সহ হয় বিদ্যুৎ স্ফুরণ।
ভীমনাদে হয় তথা অশনি পতন॥
দ্বারে করাঘাত কিম্বা উচ্চ কণ্ঠরোল।
বাত্যাবৃষ্টিগর্জ্জনেতে সকলই বিফল॥
অবশেষে গৃহস্বামী দয়ার্দ্রহৃদয়।
এই) প্রথম অতিথি তাঁর গৃহে পরিচয়॥
ঝন্ ঝন্ শব্দে হয় দ্বার উদ্ঘাটন।
কম্পিত অতিথিদ্বয় প্রবেশে তখন॥
জ্বলন্ত ইন্ধনে হয় গৃহ আলোকিত।
উত্তাপে শীতল দেহে তাপ সঞ্চারিত॥
অত্যল্প পানীয় আর নিকৃষ্ট অশনে।
কোন রূপে ক্ষুধা শান্তি করিল দুজনে॥
ক্রমে ঝঞ্ঝাবাত স্তব্ধ নির্ম্মল গগন।
উভয়ে বিদায় লভি চলিল তখন॥
চিন্তাশীল যোগী মনে করয়ে চিন্তন।
কর্কশ দরিদ্র কেন এ ধনী জীবন!
স্বার্থ স্বাচ্ছন্দ্যেতে অর্থ নাহি করে ব্যয়।
নিরর্থক সহে এত অভাব নিচয়॥
অকস্মাৎ চিন্তা স্রোত হয় প্রবর্ত্তন।
দ্রবীভূত বিস্ময়েতে নিস্পন্দ বদন॥

বসন হইতে যবে তাঁর সহচর।
সেই সে সুবর্ণ পাত্র করিল গোচর॥
প্রদানিল স্বর্ণ-পাত্র-দান-বিনিময়ে।
কৃপণের সামান্য সে আতিথ্য-নিক্রয়ে॥
বায়ু-বিতাড়িত মেঘ হইল বিরল।
প্রকাশে তপন সহ গগন নির্ম্মল॥
সুরভি পল্লব রাজে হরিত বরণে।
উজলিত আকম্পিত তোষে দিনমানে॥
ঋতু তোষে সে সবায় সামান্য আগারে।
গৃহস্বামী অর্গলিত করে নিজ দ্বারে॥

উভে যায় স্থানান্তর ; যোগীর অন্তর।
অনিশ্চিত চিন্তাভারে ক্লিষ্ট নিরন্তর॥
সহচর-কার্য্য মাত্রে না হেরি কারণ।
সেথা পাপ, হেথা বাতুলতা-উত্তেজন॥
যুগপৎ ঘৃণা ক্ষোভে চলিল তথন।
মোহে বুদ্ধিভ্রংশ হেরি বিচিত্র ঘটন॥

সান্ধ্য অন্ধকারে পুনঃ আবৃত গগন।
নাতিদূরে নৈশাবাস লভে দুইজন॥
বেষ্টিত উর্ব্বর ভূমি সুন্দর ভবন।
নহে দরিদ্র আলয় কিম্বা বিলাস সদন॥
হর্ম্ম্য হেরি গৃহস্বামী-রুচিপরিচয়!
খ্যাতি-লুব্ধ নহে তাঁর পবিত্র হৃদয়॥

দ্বারদেশে উপনীত চঞ্চল চরণে।
প্রণমিয়া গৃহস্বামী আশীষে ভবনে॥
অকপটে নমস্কার বিনম্র বচন।
শুনি গৃহস্বামী উভে বলিল তখন॥
গর্ব্বহীন কার্পণ্যবিহীন মম প্রাণ।
সর্ব্বদাতা বিধাতায় (মম অংশ মাত্র দান॥
বিধাতৃ-প্রেরিত নহ বিধাতার তরে।
সরল আতিথ্য হেথা বিনা আড়ম্বরে॥
এই মাত্র বলি সবে বসিল ভোজনে।
ভোজনান্তে ধর্ম্ম কথা যাবৎ শয়নে॥
ধর্ম্মপ্রাণ পরিজন উপাসনে রত।
ঘণ্টা-রবে উপাসনা হয় সমাহিত॥
সুষুপ্তির অন্তে পুনঃ বিনিদ্র ধরণী।
শ্রমজাগে, জাগে উষা চিত্র-প্রদর্শিনী॥
বিদায় প্রাক্কালে যুবা করয়ে গমন।
(যেথা) হিন্দোলাশয়িত শিশু ঘুমে অচেতন॥
বংশধর শিশু-কণ্ঠ করে নিষ্পেষণ।
পাংশুবর্ণ হোয়ে শিশু ত্যজিল জীবন॥
ভীষণ বীভৎস কিবা আতিথ্যের শোধ।
বৃদ্ধ যোগী এই দৃশ্যে হয় শ্বাসরোধ॥
জ্বলন্ত নরক আস্য করিলে ব্যাদান।
নীল রশ্মি জ্বালা এত নহে দহ্যমান॥
বুদ্ধিভ্রংশ বাক্‌হীন বৃদ্ধ যোগীজন।
ধায় পলায়িতে কিন্তু কম্পিত চরণ॥

যুবা তাঁর অনুগামী—দেশে বহু পথ।
ভৃত্য এক রহে সাথে দেখাতে সুপথ॥
পথে রহে নদীবক্ষে সেতু মনোহর।
পথ-প্রদর্শক ভৃত্য হয় অগ্রসর॥
বৃক্ষকাণ্ডে নির্ম্মিত সে সেতুর বিস্তার।
উত্তুঙ্গ তরঙ্গ নিম্নে বহে অনিবার॥
যুবকের চিত্ত চাহে পাপে পদক্ষেপ।
সবলে ধরিয়া ভৃত্যে করিল নিক্ষেপ॥
নদীগর্ভে পড়ি করে শির উত্তোলন।
মুহূর্ত্তে অতল গর্ভে হয় নিমগন॥
রোষাগ্নি-জ্বলিত-নেত্রে বৃদ্ধ যোগিবর।
কহিল উন্মত্তবৎ নির্ভয় অন্তর॥
"ঘৃণিত বর্ব্বর!"—কিন্তু রুদ্ধ তাঁর স্বর।
যুবজন নহে আর মর্ত্ত্যবাসী নর॥
দিব্য মনোহর মূর্ত্তি করিল ধারণ।
ত্রিদিব-সুরভি-পূর্ণ বহিল পবন॥
শ্বেতবর্ণ বেশ আগুল্‌ফ লম্ববান।
শিরোপার্শ্বে রশ্মিচ্ছটা হয় দীপ্যমান॥
উদগত সুদৃশ্য পক্ষ যুগ্ম অংশোপরে।
ভাতিল বিচিত্র বর্ণে দীপ্ত ভানু করে॥
স্বর্গীয় মূরতি বৃদ্ধ করিল দর্শন।
আলোক-মণ্ডলে দেব করে সঞ্চরণ॥
প্রদীপ্ত সে রোষানল হয় নির্ব্বাপিত।
(যোগী) কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় রহেন চিত্রার্পিত॥

বিশুষ্ক বদন তাঁর স্তম্ভিত রসনা।
শান্ত ভাবে হয় লীন দীপ্ত উত্তেজনা॥
নীরবতা ভঙ্গ করি কহে দেব বাণী।
বীণার ঝঙ্কার কিবা সুস্বরের ধ্বনি॥
তব উপাসনা স্তুতি নিষ্পাপ জীবন।
স্বর্গ সিংহাসনে উঠে যেন আবেদন॥
ত্রিদিবে মহিমা তব সফলতাময়।
অবতীর্ণ স্বর্গ-দূত হেথায় ধরায়॥
স্বর্গ হ'তে আসিলাম তোমার সান্ত্বনে।
উঠ ধরা ত্যজি সমভাব তোমা সনে॥
স্বর্গ-রাজ্য-নীতি-সত্য কর অবধান।
ঐশ্বরিক সত্যে নাহি হও সন্দিহান॥
স্রষ্টা-অভিমত এই জগত সৃজিত।
তাঁহার বিধানে এবে হয় সঞ্চালিত॥
পবিত্র মহিমা তাঁর করে আলম্বন।
পরোক্ষ উপায়ে সর্ব্ব উদ্দেশ্য সাধন॥
এই শক্তি বাহ্যাকারে দৃষ্টি-বহির্ভূত।
স্বর্গেতে তাঁহার ক্রিয়া করে সম্পাদিত॥
মানবের কার্য্যে নাহি বাসনা সংযত।
শান্ত নাহি করে তার সন্দিহান চিত্ত॥
সমধিক বিচিত্রতা কিবা আছে আর।
ইহা হ'তে হেরে যাহা নয়ন তোমার॥
লভ জ্ঞান ন্যায়বিধি বিধাতৃ-বিধান।
বিশ্বাসে সাফল্য, যেথা যুক্তি অপ্রমাণ॥

উপাদেয়-ভক্ষ্য-প্রিয় গর্ব্বিত যে জন।
সাধুতায় নহে রত বিলাসে মগন॥
পান পাত্র শোভে গজদন্ত-রম্যাধারে।
প্রভাতে অতিথি জনে মদিরা বিতরে॥
দূরিত সে কদাচার পাত্রাপহরণে।
স্বল্প ব্যয়ে তবু রত আতিথ্য প্রদানে॥

সেই সে সন্দিগ্ধ জন নীচ দুরাচার।
দয়াবশে নহে কভু মুক্ত যার দ্বার॥
সেই পাত্র দিনু তারে শিখাতে তাহায়।
বিভু-কৃপা লভে সেই যেবা সহৃদয়॥
দানের অযোগ্য পাত্র ভাবে আপনারে।
দয়ার সঞ্চার তার কৃতজ্ঞ অন্তরে॥
যথা মিশ্র-ধাতু-পিণ্ড হয় দ্রবমান।
জ্বলন্ত অঙ্গার তলে করিলে স্থাপন॥
দ্রাবক উত্তাপে পিণ্ড হয় উজ্জলিত।
অমিশ্রিত শ্রেষ্ঠ ধাতু তলেতে সঞ্চিত॥

ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণ যাহার অন্তর।
শিশু-মায়া ধর্ম্ম হ'তে করিল অন্তর॥
প্রবীণে নবীন শিশু হ'তে নানা ক্লেশ।
শিশু-মায়া-পাশে পুনঃ সংসারে প্রবেশ!
কিবা অপ্রমেয় মায়া, স্নেহ-পরিমাণ!
(তাই) রক্ষিতে পিতায় বিভু বধিল সন্তান॥

শিশু লাগি সর্ব্বজন প্রতি কুসংশয়।
তাই সে কর্ত্তব্য জ্ঞানে বধিলাম তায়॥
বাৎসল্যে উদ্ভ্রান্ত এবে সদা প্রগল্‌ভিত।
অশ্রুজলে ভাবে তার শাস্তি সমুচিত॥
সে নিশিতে সর্ব্বস্বান্ত হইত সে জন।
ভৃত্য নিরাপদে যদি করিত গমন॥
সঙ্কল্প তাহার প্রভু-সর্ব্বস্ব হরণে।
বদান্যতা লুপ্ত তাহে কত দুঃখী জনে॥
লভিলে ঐশিক জ্ঞান সমস্যা পূরণ।
যাও শান্ত মনে কর সাধু আচরণ॥

বিধুনিত-পক্ষ দেব হয় অন্তর্দ্ধান।
বিস্ময়-বিমুগ্ধ যোগী রহে দণ্ডায়মান॥
ইলাইসা যথা ভূমে করি অবস্থান।
হেরে গুরু দেব করে বিমানে প্রয়াণ॥
অগ্নিময় রথ ব্যোমে যায় উজলিয়া।
শিষ্য ইলাইজা রহে বিমানে চাহিয়া॥

নতজানু যোগী হয় উপাসনে রত।
প্রভু! "স্বর্গে যথা ইচ্ছা তব হোক্ সম্পাদিত।"
অতঃপর যোগিবর ফিরে হৃষ্টমন।
শান্তি-সাধু-আচরণে যাপিতে জীবন॥

জননীর চিত্র দরশনে।

Translated from "On The Receipt of My Mother's Picture" by *Cowper*.

ওই মুখে আহা যদি থাকিত বচন।
শুনিয়া পুলকে মাগো হই নিমগন॥
যেদিন হইতে মাগো তোমার আনন।
হেরিতে বঞ্চিত তব অভাগা নন্দন॥
সেই দিন হ'তে সব সুখ অবসান।
নিরবধি দুঃখে মম কাতর পরাণ॥
স্নেহের কোমল হাসি, সস্মিত আনন।
শৈশবে কতই মোরে করেছে সান্ত্বন॥
প্রাণহীন, ভাবহীন, অঙ্কিত আনন।
স্বরূপ কহিছে যেন করিগো শ্রবণ॥
শোকেতে সন্তপ্ত বৎস থেকো নাকো আর।
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে থাক ত্যজি দুঃখভার॥"
কিবা সুকোমল আঁখি স্নেহের নির্ঝর।
বোধ হয় মর্ম্ম-ব্যথা বুঝেছে আমার॥
ধন্য সে মহান শিল্প! যাহার প্রভাব।
কালের বিধ্বংসী বলও করি পরাভব॥
অমর করিতে পারে ঈশ্বর-সৃজন।
দমিয়া কৃতান্ত-তেজ জীব-নিসূদন॥

স্নেহময়ী জননীর স্বরূপ প্রতিমা !
এস মম কাছে মাগো জননীর সমা॥
ভাগ্যবলে আজি মাগো হেরিনু তোমায়।
শ্রদ্ধা-ভক্তি-স্নেহাঞ্জলি দিব তব পায়॥
স্বেচ্ছা-প্রণোদনে, তব উপদেশ-জ্ঞানে।
পূজিব চরণ মাগো ! অতি হৃষ্ট মনে॥
হেরি এ বদন মম শোকাচ্ছন্ন চিত।
সান্ত্বনার শান্তি জলে হইবে সিঞ্চিত॥
কল্পনার সুখ-স্বপ্নে দুখ-বিস্মরণ।
ক্ষণ তরে পাব পুনঃ জননী রতন॥

জননি গো !

যখন শুনিনু তুমি গেলে স্বর্গধাম।
সেই হ'তে আঁখি-নীরে ভাসি অবিরাম॥
পশেছে রোদন ধ্বনি কর্ণেতে তোমার ?
এসেছে কি আত্মা তব হেরিতে আবার ?
হতভাগ্য সন্তানে যে কাঁদে অনিবার,
শৈশবে দুর্ভাগ্য এবে সূচিত যাহার ?
হয়ত দিয়াছ মাগো ! কপোলে চুম্বন।
হয়ত কর্যেছ মাগো ! অশ্রু বিসর্জ্জন॥
স্বর্গীয় আত্মার যদি সম্ভবে কখন।
শিশু স্নেহ-আকর্ষণে মর্ত্ত্যে আগমন॥
যেন এ মধুর হাসি সান্ত্বনিছে মোরে।
"দেখেছি কেঁদেছি বৎস ! আমি তব তরে॥"

করেছি শ্রবণ মাগো! সমাধি-নিস্বন।
শবাধারে শব দেহ শ্মশানে বহন,
বাতায়ন হ'তে অশ্রুজলে সমর্পণ,
করিয়া তোমায় দিনু চির বিসর্জ্জন॥
ফেলেছি উত্তপ্ত শ্বাস গভীর নিঃশ্বাস।
হৃদয়ে কতই মাগো! শোকের উচ্ছ্বাস॥
জনমের মত কিগো! শেষ সে বিদায়?
—যথার্থই শেষ মাগো গিয়াছ যথায়॥
তথায় নাহিক মাগো! বিচ্ছেদ কখন।
চির তরে ভুঞ্জে সবে মধুর মিলন॥
যাইতে পারি গো যদি শান্তিময় ধামে।
"বিদায়"—বলিতে পুনঃ হবে না জীবনে॥
মম শোকে ব্যথা পেয়ে দাসদাসিগণ।
বলিত "জননী পুনঃ আসিবে তখন"
বড় আশা ছিল মনে তাই সে বিশ্বাস।
বিশ্বাস হয়েছে ভগ্ন, আশায় নিরাশ॥
প্রতিদিন প্রতারিত আশার ছলনে।
আশার কুহক-ছলা শৈশব জীবনে॥
করেছে আমায় মাগো! দুরাশার দাস।
দিন দিন নব আশা, আশায় হতাশ॥
'কাল কাল' করি মাগো! কত 'কাল' গেল।
শৈশবের শোক শেষে প্রশমিত হ'ল॥
যখন জানিনু সবই নিয়তি-অধীন।
আমিও শিখিনু মাগো! হ'তে ভাগ্যাধীন॥

শোকের উচ্ছ্বাস কালে হয় প্রশমিত।
স্নেহের মুরতি হৃদে রয়েছে অঙ্কিত॥
পূর্ব্বেতে যথায় ছিল মোদের আলয়।
নাম গন্ধ আমাদের কিছু নাহি রয়॥
এককালে ছিল যাহা মোদের আগার।
অন্যজনে করিয়াছে তাহা অধিকার॥
তথায় উদ্যান-পাল রবিনের সনে।
খেলিবার গাড়ী লয়ে উল্লসিত মনে॥
লালবর্ণ শীত-বস্ত্রে গাত্র আবরিয়া।
মথমলের লাল টুপি মস্তকে পরিয়া॥
যাইতাম বিদ্যালয়ে সুখে অনুদিন।
সে সব সুখের স্মৃতি স্বপনেতে লীন॥
সেই সে ভবন যাহা ছিল আপনার।
স্মৃতির পদার্থ মাত্র আখ্যানেতে সার॥
স্বল্প অবস্থান তথা, কিন্তু যে যতন।
লভিয়াছি তব স্নেহে, সেই সে ভব'ন॥
সতত মানস পটে রয়েছে অঙ্কিত।
দীর্ঘকাল কালস্রোতে অনন্তে মিলিত॥
আশাছিন্ন জীবনের ঘটনা নিচয়।
সংসার-আবর্ত্তে, ভ্রান্তি-গর্ত্তে মগ্ন রয়॥
নিশাকালে মম কক্ষে করি আগমন।
সস্নেহে হেরিতে মোর স্বচ্ছন্দে শয়ন॥
উষাকালে পাঠশালে যাইবার কালে।
সুগন্ধ লেপন করি আমার কপোলে॥

খাইবার তরে দিতে মিষ্টান্ন মধুর।
জাগায় অতীত স্মৃতি জননী-বিধুর॥
স্নেহের সলিল তব প্রসন্ন নিয়ত।
সমভাবে অচঞ্চল স্রোতে প্রবাহিত॥
সাম্যভাবে ছিল সদা তরঙ্গ হিল্লোল।
নাহি কভু হ্রাস-বৃদ্ধি গর্জ্জন কল্লোল॥
উচ্ছ্বাস-হিল্লোলে এবে উছলি কখন।
রোষাবেগে স্নেহাবেগ নহে হ্রস্বমান॥
অপরা জননী হৃদে স্নেহের লহরী।
ক্রোধের আবেগ এবে সমভাবে হেরি॥
এ সব মানস পটে অঙ্কিত আমার।
চিরতরে রহিবে গো পুত্রের তোমার॥
কর্ত্তব্য-সাধনে হর্ষ করিবে বর্দ্ধন।
তোমার সম্মানে প্রীতি-গাথা-বিরচন॥
নশ্বর এ স্মৃতি-চিহ্ন (কিন্তু) সরলতাময়।
স্বর্গে নহে উপেক্ষিত (যদি) মর্ত্ত্যে তুচ্ছ হয়॥
ভূতকাল আসে করি কাল বিবর্ত্তন।
যবে খেলিতাম লয়ে তোমার বসন॥
আমা চেয়ে আপনারে সুখী বলি মানি।
সহাস্যে কহিতে কত আদরের বাণী॥
বাঞ্ছার "অতীত" যদি হয় "বর্ত্তমান"।
যাচিব কি অতীতের পুনঃ আগমন॥
না,—নিজ মনে কভু মম নাহিক প্রত্যয়।
প্রলোভনে পাছে হয় বাসনা উদয়॥

অকিঞ্চিৎকর এবে পার্থিব জীবন।
তব আত্মা বহু প্রিয় স্বর্গীয় রতন॥
অনন্ত অনঘ আত্মা দিব্য উপাদান।
(পুনঃ) পাশবদ্ধ নহে তার যোগ্য প্রতিদান॥

মাগো!

যথা বৃটেনের কূল হ'তে সুদৃঢ় তরণি।
প্রতিকূল ঝঞ্ঝাবাতে সাগর-গামিনী॥
সুদৃশ্য বন্দরে শেষে উপনীত হয়।
যথায় উজ্জ্বল ঋতু সদা হাস্যময়॥
সিন্ধুবক্ষে শান্তভাবে করে অবস্থান।
স্বচ্ছ জলে অঙ্গশোভা হয় দৃশ্যমান॥
সুরভি-পূরিত বহে মৃদুল পবন।
সুরম্য পতাকা-শ্রেণী সুদৃশ্য স্পন্দন॥
সেইরূপ মাগো! তব কূলে আগমন।
যেথা নাহি ঝঞ্ঝাবাত, তরঙ্গ গর্জ্জন॥
পিতা মম বহুকাল হইল অতীত।
জীবন-প্রবাহে তব সনে সম্মিলিত॥
(কিন্তু) মম ভাগ্যে নাহি সে বিরাম নিকেতন।
সতত বন্দর-ভ্রষ্ট দুর্ভাগ্য-পীড়ন॥
প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাত ভীম প্রভঞ্জন।
সুদূরে বিপথে লয়ে যায় অনুক্ষণ॥
তোমরা উভয়ে সুখী এ মম সান্ত্বনা।
মম ভাগ্যে যাহা হোক্ নাহিক কামনা॥

রাজকুলে জন্ম হেতু নহি অভিমানী।
স্বর্গবাসী এবে মম জনক জননী॥

—মাগো! তবে বিদায় এখন!
কাল অনিবার্য্য স্রোতে করিছে প্রয়াণ।
হইয়াছে তবু মম বাঞ্ছা সমাধান॥
কল্পনার বলে মম সঙ্কল্প সাধন।
ভুঞ্জিলাম এবে পুনঃ শৈশব জীবন॥
আপন শৈশব সুখ হলো নবীভূত।
তাহে জননীর শান্তি নহে অভিহত॥
স্বাধীন কল্পনা রবে হৃদে যতক্ষণ।
যতক্ষণ (এ) চিত্র মূর্ত্তি করি সন্দর্শন॥
অর্দ্ধেক সফল কাল তাহার চৌর্য্যেতে।
হরি তোমা, রাখে শক্তি মোরে সান্ত্বনিতে॥

সম্পূর্ণ।